Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রুবাইয়া তাসনিন

রোলঃ ২৩১০০১২০৯৫২

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রুবাইয়া তাসনিন

রোলঃ ২৩১০০১২০৯৫২

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রুবাইয়া তাসনিন, আইডিঃ ২৩১০০১২০৯৫২ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Rubaiya Tasnin

(স্বাক্ষর)

রুবাইয়া তাসনিন

আইডিঃ ২৩১০০১২০৯৫২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: যাকাতের মৌলিক ধারণা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য 8

১.১ ভূমিকা (Introduction) 8

১.২ যাকাতের পরিচয় (Definition and Concept of Zakat) 10

১.৩ যাকাতের গুরুত্ব (Significance of Zakat) 11

১.৪ যাকাতের উপকারিতা (Benefits and Merits of Zakat) 13

১.৫ যাকাত ঈমানের সত্যয়নকারী (Zakat as a Testimonial of Faith) 15

১.৬ যাকাত অন্তরে প্রশান্তি লাভের মাধ্যম (Zakat as a Source of Inner Peace) 16

১.৭ যাকাত আদায় করা ঈমানের পরিচয় (Fulfilling Zakat as an Identity of a Believer) 19

১.৮ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন (Seeking the Pleasure of Allah) 20

১.৯ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাকাত আদায় করা (Exclusivity of Sincerity in Zakat) 22

১.১০ সমাজকল্যাণ পথ (Zakat as a Pathway to Social Welfare) 24

দ্বিতীয় অধ্যায়; যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী ও হিসাবায়নের সাধারণ নিয়ম 26

২.১ যাকাত কখন ফরজ (When Zakat Becomes Obligatory) 26

২.২ যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ ও সূক্ষ্মসমূহ (Pre-requisites and Subtleties of Zakat Obligations) 28

২.৩ যাদের ওপর যাকাত ফরজ নয় (Exemptions from Zakat Obligations) 29

২.৪ নিয়ত করা (The Prerequisite of Intention/Niyyah) 31

২.৫ যাকাতযোগ্য সম্পদ গণনার পদ্ধতি (Methodology of Assessing Zakatable Assets) 32

২.৬ যাকাত সম্পদের পরিমাণ বা নিসাব (The Nisab or Threshold of Zakat) 34

২.৭ যাকাতের পরিমাণ বা হার (The Rate or Percentage of Zakat) 35

২.৮ যাকাত ফরজ আদায় করা, সময় হলে বিলম্ব না করা (Impermissibility of Delaying Zakat Payment) 37

২.৯ পূর্বে যে সব যাকাত দেওয়া হয়নি বা অনাদায়ী যাকাত (Rulings on Past Unpaid Zakat).....38
২.১০ যাকাত ফরজ হওয়ার পর তা আদায়ের পূর্বে যদি মালিক মারা যায় তার হুকুম (Death of the Owner Before Paying Zakat).....40
তৃতীয় অধ্যায়; বিভিন্ন প্রকার সম্পদের যাকাত ও আধুনিক মাসআলা 42
৩.১ স্বর্ণ ও রূপার যাকাত (Zakat on Gold and Silver).....42
৩.২ স্ত্রীর অলংকারের যাকাত কে দেবে (Responsibility for Zakat on Wife's Ornaments).....44
৩.৩ নগদ অর্থ ও ব্যবসা পণ্যের যাকাত (Zakat on Cash and Business Merchandise) 46
৩.৪ বিনিময় যোগ্য সম্পদ (Zakat on Exchangeable Assets / Financial Instruments).....47
৩.৫ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক আমানত (Zakat on Financial Institutions and Bank Deposits) 49
৩.৬ ঋণ ও মূল্যবান সামগ্রী (Zakat on Debts and Precious Assets).....50
৩.৭ ব্যবসায়িক ও কৃষিভিত্তিক সম্পদ (Zakat on Agro-business and Live Assets)....52
৩.৮ জমিতে উৎপাদিত ফল ও ফসলের যাকাত বা উশর (Zakat on Agricultural Produce / Ushr).....53
৩.৯ অংশীদারী জমিতে উৎপাদিত শস্যের যাকাতের বিধান (Zakat on Shared Agricultural Land).....55
৩.১০ কৃষিপণ্যের যাকাতের নোভাব বা সূক্ষ্ম বিষয়াদি (Subtleties and Exemptions in Agricultural Zakat) 57
৩.১১ গবাদি পশুর যাকাত আদায়ের বিধান (Zakat on Livestock / Soimah).....58
৩.১২ হজ্বের উদ্দেশ্যে বা ঘরবাড়ি নির্মাণ, ছেলে-মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য জমানো টাকার ওপর যাকাত (Zakat on Savings for Hajj, Housing, or Marriage).....60
৩.১৩ যে সব জিনিসের ওপর যাকাত ফরজ নয় (Non-Zakatable Assets / Exempted Properties).....62
চতুর্থ অধ্যায়: ঋণ, দেনমোহর এবং যাকাত আদায়ের বিশেষ পদ্ধতিসমূহ 64

৪.১ ঋণ বা পাওনা প্রসঙ্গ (Rulings on Outstanding Debts in Zakat).....64

৪.২ ধার দেওয়া টাকার যাকাত (Zakat on Loaned-out Money / Claims) 66

৪.৩ পাওনা টাকা যাকাতের নিয়তে মাফ করা যাবে কি না (Waiving a Debt with the Intention of Zakat) 68

৪.৪ স্বামীর কাছে মহরানার বাবদ টাকা বাকি থাকলে (যাকাতের বিধান) (Zakat Rulings on Wife's Deferred Dower/Mahr).....69

৪.৫ স্বামীর কাছে পাওনা দেনমোহর স্ত্রীর জন্য নিসাব পরিমাণ হলে (যাকাতের বিধান) (Deferred Mahr Reaching Nisab and Zakat Obligation) 71

৪.৬ অন্যের মাধ্যমে যাকাত দিলে কি তা আদায় হবে? (Paying Zakat Through a Representative / Agent).....72

৪.৭ অনুমতি ছাড়া অন্য পক্ষের থেকে যাকাত আদায় (Paying Someone Else's Zakat Without Their Permission) 74

৪.৮ টাকার পরিবর্তে অন্য কিছু দিয়ে যদি আদায় করতে চাই (Paying Zakat in Kind / Material Value Instead of Cash).....76

৪.৯ যাকাতের উদ্দেশ্যে রাখা এমন মাল বা টাকা খরচ হয়ে গেলে (হুকুম কী) (Zakat Assets Expended or Destroyed Before Distribution).....78

৪.১০ অবৈধ বা হারাম উপায়ে উপার্জনের অর্থের ওপর যাকাত (Zakat Rulings on Illegally/Harám Acquired Wealth) 79

পঞ্চম অধ্যায়: যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ, সামষ্টিক প্রভাব ও সামাজিক নিরাপত্তা 82

৫.১ যাকাত বণ্টনের খাত সমূহ (The Recipients / Channels of Zakat).....82

৫.২ যাদের যাকাত দেওয়া যাবে না (Those Ineligible to Receive Zakat).....84

৫.৩ আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেওয়া (Giving Zakat to Relatives) 86

৫.৪ যাকাত পাওয়া অসহায় গরীব দুঃখীদের হক (Zakat as a Divine Right of the Poor) 88

৫.৫ রসদপায়্যের (যাকাত বা সদকার) টাকা দারিদ্র্য জেলে (দারিদ্র্য বিমোচনে এর ভূমিকা) (The Role of Zakat in Poverty Alleviation).....89

৫.৬ যাকাত সম্পদ পবিত্র করে (Zakat Purifies Wealth).....91

৫.৭ যাকাত সম্পদ বৃদ্ধি করে (Zakat Increases Wealth / Barakah).....92

৫.৮ যাকাত ধনীদের পরিশোধিত (পরিশুদ্ধ) করে (Zakat Purifies the Souls of the Rich).....94

৫.৯ যাকাত মানুষকে অর্থনৈতিক পাপ থেকে রক্ষা করে (Zakat Shields Against Economic Sins) 95

ষষ্ঠ অধ্যায়: যাকাত বনাম সুদ (Zakat vs. Interest: An Economic Comparison) 98

৬.১ যাকাত ও সুদের ধারণাগত এবং মৌলিক বৈসাদৃশ্য (Conceptual and Fundamental Contrasts).....99

৬.২ সম্পদে বরকত ও ধ্বংসের নিয়ামক: আল-কুরআনের আলোকে যাকাত ও সুদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Barakah vs. Destruction: A Comparative Qur'anic Analysis) 101

৬.৩ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সুদের কুফল বনাম ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাতের সুফল (Evils of Interest in Capitalism vs. Benefits of Zakat in Islamic Economy) 103

৬.৪ সম্পদ কুক্ষিগতকরণ (Concentration of Wealth) বনাম সম্পদের সুষম বণ্টন: সমাজ ও রাষ্ট্রে উভয় ব্যবস্থার প্রভাব (Concentration vs. Equitable Distribution of Wealth) 105

৬.৫ সুদমুক্ত কল্যাণমুখী অর্থনৈতিক সমাজ বিনির্মাণে যাকাত ব্যবস্থার ভূমিকা (উপসংহার) (Conclusion: Role of Zakat in Constructing an Interest-free Welfare Society) 107

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়: যাকাতের মৌলিক ধারণা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামী সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক পঞ্চমাংশ এবং অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো যাকাত। এটি কেবল কোনো প্রচলিত কর (Tax) কিংবা ধনীর স্বেচ্ছামূলক অনুদান নয়; বরং এটি শরিয়ত নির্ধারিত এমন এক ফরয ইবাদত, যা একদিকে সম্পদশালীর আত্মাকে কৃপণতা ও লোভ থেকে পবিত্র করে, অন্যদিকে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে। এই অধ্যায়ে আমরা পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ এবং হানাফী ফিকহের অকাট্য দলীল ও মাসআলার আলোকে যাকাতের বুনিয়াদী ধারণা, এর আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব এবং সামষ্টিক অর্থনীতিতে সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ সাধনে এর অনন্য ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

১.১ ভূমিকা (Introduction)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানুষের আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি একটি সুষম, বৈষম্যহীন ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণে ইসলাম যে অর্থনৈতিক রূপরেখা প্রদান করেছে, তার মূল চালিকাশক্তি হলো যাকাত। 'যাকাত' শব্দের অর্থই হলো পরিশুদ্ধি এবং প্রবৃদ্ধি। এটি ধনীর সম্পদকে যেমন মালের অভ্যন্তরীণ ক্ষতিকর উপাদান থেকে পবিত্র করে, তেমনি গ্রহীতার মনে দাতার প্রতি হিংসা ও ক্ষোভের অবসান ঘটিয়ে এক পরম আত্মিক ও সামাজিক প্রশান্তি (সাকীনাহ) বয়ে আনে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, মানব সভ্যতার শুরু থেকেই কোনো না কোনো রূপে এই আর্থিক ত্যাগের বিধান চালু ছিল। ইসলাম একে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি রূপ দিয়ে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভে পরিণত করেছে। সানন্দ চিত্তে যাকাত আদায় করা যেখানে একজন মুমিনের খাঁটি ঈমানের উজ্জ্বলতম প্রমাণ, সেখানে এর অবহেলা বা অস্বীকার করা দ্বীনের ভিত্তিকেই দুর্বল করে দেয়।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদঃ

ইসলামী শরিয়তে যাকাতের সামগ্রিক তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং এটি যে পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপরও কোনো না কোনো রূপে ফরয ছিল, তা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

অনুবাদ: "আর আমি তাঁদেরকে নেতা করেছিলাম, তাঁরা আমার নির্দেশানুযায়ী মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করতেন। আমি তাঁদের প্রতি পুণ্যকর্ম করার, সালাত কায়েম করার এবং যাকাত প্রদান করার ওহী পাঠিয়েছিলাম; আর তাঁরা আমারই ইবাদতকারী ছিলেন।" (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৭৩)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদঃ

মানবজীবনের সামগ্রিক কল্যাণ এবং দ্বীনের পূর্ণতার জন্য যাকাত যে একটি অপরিহার্য স্তম্ভ, তা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই বাণীতে প্রমাণিত:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ :بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

অনুবাদ: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট সালাত কায়েম করার, যাকাত প্রদান করার এবং প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার ওপর বাইয়াত (শপথ) গ্রহণ করেছি।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ৫৫; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ৫৬)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলাঃ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: হানাফী ফিকহের প্রখ্যাত ফকীহগণের মতে, যাকাত দ্বিতীয় হিজরীতে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে ফরয করা হয়।

আইনি ভিত্তি: হানাফী মাযহাবের মূলনীতি অনুযায়ী, যাকাত শরিয়তের 'ক্বত্বঈ' বা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত একটি ফরযে আইন ইবাদত। এটি পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মতো ধনীর কোনো ঐচ্ছিক করুণা বা ট্যাক্স নয়, বরং এটি ইসলামী সামষ্টিক অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি, যা সম্পদকে গতিশীল রাখে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার (ফাতোয়ায়ে শামী) — ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.), ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, ভূমিকা অনুচ্ছেদ।
বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাঈ — ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী (রহ.), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩, কিতাবুয যাকাত।
আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাহু — ড. ওয়াহবাহ আয-যুহায়লী, ৩য় খণ্ড, যাকাত অধ্যায়।

১.২ যাকাতের পরিচয় (Definition and Concept of Zakat)

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ হলো যাকাত, যা মূলত একটি আর্থিক ইবাদত। 'যাকাত' (زكاة) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, বৃদ্ধি পাওয়া এবং বরকত হওয়া। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, সুনির্দিষ্ট নিসাব (ন্যূনতম পরিমাণ) পরিমাণ সম্পদের মালিক কোনো মুসলিম ব্যক্তির বছর শেষে তার উদ্বৃত্ত সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ (সাধারণত ২.৫%) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে শরীয়ত নির্ধারিত খাতসমূহে নিঃশর্তভাবে মালিক বানিয়ে দেওয়াকে যাকাত বলে। নিজের অর্জিত সম্পদে দরিদ্রের এই অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একদিকে যেমন অবশিষ্ট সম্পদ পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র ও হালাল হয়, অন্যদিকে তেমনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্পদে বরকত ও প্রবৃদ্ধি লাভ হয়।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদঃ

যাকাত শব্দের মূল উদ্দেশ্য যে মানুষের সম্পদ এবং আত্মাকে ত্রুটিমুক্ত করা, তা আল্লাহ তায়ালা এভাবে ব্যক্ত করেছেন:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

অনুবাদ: "তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবেন।" (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৩)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদঃ

যাকাত কীভাবে সম্পদের অভ্যন্তরীণ ক্ষতিকর দিকগুলোকে বিলুপ্ত করে, তা রাসুলুল্লাহ (সা.) সুনির্দিষ্ট করে বলেছেন:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ

অনুবাদ: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—"যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত আদায় করে দিল, নিশ্চয় তার সম্পদের ক্ষতিকর বা অপবিত্র অংশ দূর হয়ে গেল।" (আল-মু'জামুল আওসাত, হাদিস নং: ১৫৭৯; মুস্তাদরাকে হাকিম, হাদিস নং: ১৪২৪)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলাঃ

শাব্দিক বিশ্লেষণ: আরবী 'যাকা' (زَكَى) শব্দমূল থেকে যাকাত শব্দের উৎপত্তি। এর আভিধানিক অর্থ হলো পরিচ্ছন্নতা, আত্মশুদ্ধি, প্রবৃদ্ধি এবং বরকত লাভ করা।

পারিভাষিক ও আইনি সংজ্ঞা: হানাফী ফিকহের পরিভাষায়, শরিয়ত নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ বর্ধনশীল সম্পদের মালিক পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরিয়ত মনোনীত কোনো দরিদ্র মুসলিমকে সেই মালের সুনির্দিষ্ট অংশের পূর্ণ মালিক (تمليك - তামলীক) বানিয়ে দেওয়াকে যাকাত বলে। হানাফী মাযহাবে 'তামলীক' বা গ্রহীতাকে সরাসরি স্বত্বাধিকারী বানিয়ে দেওয়া যাকাত আদায়ের মৌলিক রুকন বা শর্ত।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

লিসানুল আরব (Lisan al-Arab) — ইবনুল মাঞ্জুর (রহ.), 'زكى' শব্দমূল অধ্যায়।

আল-হেদায়া (Al-Hidayah) — ইমাম বুরহানুদ্দিন আল-মারগিনানী (রহ.), ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত।

ফাতোয়ায়ে আলমগীরী / হিন্দিয়া — শেখ নিজামুদ্দিন উলামায়ে হিন্দ, ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত।

১.৩ যাকাতের গুরুত্ব (Significance of Zakat)

ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম ও মৌলিক। এটি কেবল একটি ঐচ্ছিক দান বা সমাজসেবা নয়, বরং সামর্থ্যবান মুসলমানদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত একটি অলঙ্ঘনীয় ফরয বিধান। পবিত্র কুরআনের প্রায় বত্রিশটি স্থানে নামাযের পাশাপাশি যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা এর গুরুত্বকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। যাকাত অস্বীকারকারী ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডি থেকে বের

হয়ে যায় এবং এটি আদায় না করা মারাত্মক গুনাহের কাজ। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর আমলে যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। ফলে বোঝা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় রাখতে এবং দ্বীনের স্তম্ভ রক্ষা করতে যাকাত একটি অপরিহার্য উপাদান।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদঃ

পবিত্র কুরআনে ইবাদতের সামগ্রিক পূর্ণতা বুঝাতে সালাত ও যাকাতকে অবিচ্ছেদ্যভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

অনুবাদ: "আর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৪৩)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদঃ

ইসলামের সামাজিক কাঠামোকে দৃঢ় করতে যাকাতের গুরুত্ব রাসুলুল্লাহ (সা.) এভাবে ব্যক্ত করেছেন:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الإِسْلاَمِ

অনুবাদ: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—"যাকাত হলো ইসলামের (ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক নিরাপত্তার) সেতু।" (আল-মু'জামুল আওসাত, হাদিস নং: ৮৬১৬; শুআবুল ঈমান, বাইহাকী)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলাঃ

অস্বীকারকারীর হুকুম: হানাফী ফিকহের কিতাবসমূহে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, যাকাত ইসলামের একটি অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিধান। কেউ যদি অলসতাবশত যাকাত না দেয় তবে সে ফাসেক এবং বড় গুনাহগার হবে। তবে কেউ যদি যাকাতের এই ফরয বিধানকে অস্বীকার বা উপহাস করে, তবে সে ইসলাম থেকে খারিজ বা মুরতাদ হয়ে যাবে।

রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা: হানাফী ফকীহগণ ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর আমলকে দলীল হিসেবে পেশ করেন, যেখানে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়ভাবে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-মাবসূত (Al-Mabsut) — শামসুল আইম্মা ইমাম সারাখসী (রহ.), ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত।

কিতাবুল আমওয়াল (Kitab al-Amwal) — ইমাম আবু উবাইদ আল-কাসিম বিন সাল্লাম (রহ.), ইসলামী অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব অধ্যায়।

আহকামুল কুরআন (Ahkam al-Quran) — ইমাম আবু বকর জাসসাস হানাফী (রহ.), সূরা বাকারার ৪৩ নম্বর আয়াতের তাফসীর।

১.৪ যাকাতের উপকারিতা (Benefits and Merits of Zakat)

যাকাত বিধানের পেছনে মহান আল্লাহর এক গভীর হিকমত ও মানবজাতির জন্য বহুমুখী কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এর উপকারিতাকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— আত্মিক ও সামাজিক। আত্মিক দিক থেকে যাকাত দাতার মন থেকে কৃপণতা, লোভ ও দুনিয়ার মোহ দূর করে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আর সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এটি সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার বৈষম্য দূর করার সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। যাকাতের মাধ্যমে সমাজের সম্পদ শুধু ধনীদের হাতে পুঞ্জীভূত না থেকে তৃণমূলের অভাবী মানুষের কাছে আবর্তিত হয়। এর ফলে দরিদ্রদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, বেকারত্ব হ্রাস পায় এবং একটি শোষণহীন, সুষম ও শান্তিময় অর্থনৈতিক সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদঃ

যাকাত দিলে সম্পদ কমে না বরং বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, তা মহান আল্লাহ সুনিশ্চিত করেছেন:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

অনুবাদ: "মানুষের ধন-সম্পদে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাকো, (তারাই সফল) এবং তারাই নিজেদের সম্পদ বহুগুণ বৃদ্ধি করে।" (সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩৯)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদঃ

যাকাত আদায়ের জাগতিক নিরাপত্তা ও বরকত সম্পর্কে হাদিসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন— "সদকা বা যাকাত প্রদানে কখনো সম্পদের (আসল বা বরকতের দিক থেকে) ঘাটতি হয় না।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ২৫৮৮)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলাঃ

ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুফল: হানাফী ফিকহবিদদের মতে, যাকাতের প্রধান উপকারিতা হলো এটি মানুষের মন থেকে 'শুহ্' বা কৃপণতার ব্যাধি দূর করে ধনী-দরিদ্রের মাঝে হিংসার দেয়াল ভেঙে দেয়।

বিনিয়োগ বৃদ্ধি: হানাফী মাযহাবে অলস টাকার ওপরও যাকাত ফরয থাকায়, ধনীরা সম্পদ জমা না রেখে ব্যবসায় খাটায়। এর ফলে সমাজে নিত্যনতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং দারিদ্র্য হ্রাস পায়।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনীঃ

হাজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (Hujjatullah al-Baligha) — শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.), যাকাতের রহস্য ও সামাজিক দর্শনের বিবরণ।

রদ্দুল মুহতার (ফাতোয়ায়ে শামী) — ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহ.), ২য় খণ্ড, 'ফাওয়াইদুয যাকাত' অনুচ্ছেদ।

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন — ড. এম. এ. মান্নান, সামষ্টিক অর্থনীতিতে যাকাতের প্রভাব অধ্যায়।

১.৫ যাকাত ঈমানের সত্যয়নকারী (Zakat as a Testimonial of Faith)

মানুষের সহজাত স্বভাব হলো সে নিজের কষ্টার্জিত সম্পদকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তাই আল্লাহর নির্দেশে ভালোবাসার সেই সম্পদকে অন্যের জন্য বিলিয়ে দেওয়া মোটেও সহজ কাজ নয়। 'যাকাত' শব্দের একটি মূল অর্থ হলো 'সাদাকাহ', যা এসেছে 'সিদকুন' বা সত্যতা থেকে। অর্থাৎ, যাকাত প্রদানের মাধ্যমে একজন মুমিন বান্দা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর প্রতি তার যে ঈমান ও ভালোবাসা রয়েছে তা সত্য ও নিখাদ। মুখের দাবির চেয়ে কাজের মাধ্যমে এই ত্যাগ স্বীকার করাই প্রমাণ করে যে, বান্দা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদের চেয়ে আল্লাহর চিরস্থায়ী সন্তুষ্টি ও পরকালের প্রতিদানকে বেশি সত্য বলে বিশ্বাস করে। ফলে, যাকাত আদায় মানুষের অন্তরের গোপন ঈমানকে বাস্তবে রূপ দিয়ে তা সত্য হিসেবে সত্যায়িত করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদঃ

প্রকৃত সৎকর্মশীল ও ঈমানদারদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা সম্পদের মোহ ত্যাগের কথা বলেছেন:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ

অনুবাদ: "সৎকর্ম কেবল পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর মধ্যে নিহিত নয়; বরং সৎকর্মশীল সেই ব্যক্তি যে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, কিয়ামত দিবসের ওপর এবং সম্পদকে তার প্রতি মহব্বত থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকিনদের দান করে।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৭৭)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদঃ

দান বা যাকাত যে সরাসরি অন্তরের বিশ্বাসের প্রমাণ বা দলীল, তা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীতে স্পষ্ট:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَاالإِسْلامِ ◌َسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ :والصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ

অনুবাদ: হযরত আবু মালিক আল-আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—"এবং সদকা বা যাকাত হলো (বান্দার ঈমানের পক্ষে একটি উজ্জ্বল) প্রমাণ বা দলীল।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ২২৩)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলাঃ

ঈমানের কষ্টিপাথর: হানাফী ফকীহগণের মতে, যাকাতকে 'সদকা' বলা হয় কারণ এটি দাতার অন্তরের 'সিদক্ব' বা ঈমানের সত্যতার প্রমাণ দেয়। মানুষ তার কষ্টার্জিত ধন-সম্পদকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। সেই ভালোবাসার বস্তুকে যখন কেউ কোনো পার্থিব স্বার্থ ছাড়াই আল্লাহর আদেশে ত্যাগ করে, তখন প্রমাণিত হয় যে তার কাছে নিজের সম্পদের চেয়ে আল্লাহর হুকুম এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস অনেক বড়।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনীঃ

উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহ বুখারী — আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (রহ.), কিতাবুয যাকাত অংশ।

বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাঈ — ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী (রহ.), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪।

শরহুল আকাইদ আন-নাসাফিয়্যাহ — আল্লামা সাআদুদ্দিন তাফতাজানি (রহ.), আমল ও ঈমানের সম্পর্ক অধ্যায়।

১.৬ যাকাত অন্তরে প্রশান্তি লাভের মাধ্যম (Zakat as a Source of Inner Peace)

যাকাত আদায়ের অন্যতম মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মিক দিক হলো এটি মানুষের অন্তরে এক অনাবিল প্রশান্তি ও স্থিরতা এনে দেয়। মানুষ যখন শুধু নিজের স্বার্থ ও সম্পদ জমানোর চিন্তায় মগ্ন থাকে, তখন তার অন্তরে এক ধরণের অতৃপ্তি, লোভ এবং সম্পদ হারানোর ভয় কাজ করে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যখন নিঃস্বার্থভাবে অভাবী মানুষের পাশে দাঁড়ানো হয় এবং নিজের সম্পদ থেকে দরিদ্রের হক বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তখন মন থেকে কৃপণতার পঙ্কিলতা ও সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন মুমিনদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করেন, যা তাদের পবিত্র করবে এবং তাদের জন্য দুআ করেন, কারণ তা তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক। এছাড়া অভাবী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর মাধ্যমে

যে মানসিক তৃপ্তি আসে, তা মানুষের আত্মাকে জাগতিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করে এক ঐশ্বরিক প্রশান্তি দান করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদঃ

যাকাত কীভাবে মানুষের মন থেকে অস্থিরতা দূর করে আত্মিক শান্তি এনে দেয়, সে সম্পর্কে কুরআনে এসেছে:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

অনুবাদ: "আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করুন; এর মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং শোধন করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দুআ করুন, নিশ্চয় আপনার দুআ তাদের জন্য চিত্তশান্তিকর (প্রশান্তি লাভের মাধ্যম)।" (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১০৩)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদঃ

অন্তর বা হৃদয়ের কঠোরতা দূর করে প্রশান্তি পাওয়ার আমল শেখাতে গিয়ে নবীজী (সা.) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ لَهُ :إِنْ أَرَدْتَ تَلْيِينَ قَلْبِكَ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে তার অন্তরের কঠোরতার কথা জানাল। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন—"যদি তুমি তোমার অন্তরকে নরম ও প্রশান্ত করতে চাও, তবে মিসকিনকে খাবার খাওয়াও এবং এতিমের মাথায় হাত বুলাও।" (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং: ৭৫৭৬)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলাঃ

মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর: হানাফী ফিকহবিদদের মতে, যাকাত কেবল বাহ্যিক লেনদেন নয়, এর একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক দিক রয়েছে। সম্পদ যখন জমতে থাকে, তখন মানুষের মনে আরও পাওয়ার লোভ এবং তা হারানোর এক অবচেতন ভয় বা দুশ্চিন্তা কাজ করে। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে দাতার মন থেকে কৃপণতা ও লোভের ব্যাধি দূর হয়ে যায়, যার ফলে তার অন্তরে এক অনাবিল 'সাকীনাহ' বা পরম আত্মিক শান্তি অর্জিত হয়।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনীঃ

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন (Ihya 'Ulum al-Din) — ইমাম গাযালী (রহ.) এর كتاب أسرار الزكاة (যাকাতের রহস্য অধ্যায়)।
তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন — মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.), সূরা তাওবাহর ১০৩ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা।
ফাতোয়ায়ে শামী (Radd al-Muhtar) — ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.), ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত।

১.৭ যাকাত আদায় করা ঈমানের পরিচয় (Fulfilling Zakat as an Identity of a Believer)

ইসলামে মৌখিক স্বীকৃতির পাশাপাশি আমল বা কর্মকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। যাকাত দেওয়া কেবল একটি আর্থিক লেনদেন নয়, বরং এটি একজন মানুষের পরিপূর্ণ মুমিন হওয়ার অন্যতম বড় পরিচয় ও নিদর্শন। পবিত্র কুরআনের শুরুতেই মুত্তাকী ও মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।" আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস এবং পরকালের জবাবদিহিতার ভয় যার অন্তরে সুদৃঢ়, একমাত্র সেই ব্যক্তির পক্ষেই নিয়মিত হিসাব করে যাকাত দেওয়া সম্ভব। যে ব্যক্তি সানন্দে ও নিষ্ঠার সাথে যাকাত আদায় করে, সে মূলত আল্লাহর হুকুমের সামনে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে, যা প্রকৃত ঈমানদার বা মুসলিমের মূল পরিচয়কে ফুটিয়ে তোলে।

- কুরআনের ও হাদীসের অনুবাদঃ

সফল মুমিনদের প্রধান গুণাবলী ও পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

* قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের সালাতে বিনয়ী, যারা অনর্থক ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে এবং যারা যাকাত আদায়ে সক্রিয়।" (সূরা আল-মু'মিনূন, আয়াত: ১-৪)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদঃ

ঈমানের মিষ্টি স্বাদ বা প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় খুশি মনে যাকাত দিলে, যা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

:عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ :مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুআবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—"তিনটি কাজ যে ব্যক্তি করবে, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে

পারবে: যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং বিশ্বাস করবে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আর যে ব্যক্তি সানন্দ চিত্তে ও খুশি মনে তার সম্পদের যাকাত আদায় করবে।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ১৫৮২)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলাঃ

মুমিনের আইনি পরিচয়: হানাফী ফিকহের মূলনীতি অনুসারে, একজন ব্যক্তির প্রকাশ্য মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আইনি দলিল হলো সালাত ও যাকাত। সানন্দ চিত্তে ও স্বেচ্ছায় (طيب النفس) যাকাত দেওয়া খাঁটি ঈমানের আলামত। পক্ষান্তরে, জোরজুলুমের ভয়ে বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকদেখানোর জন্য যাকাত দেওয়া মুনাফিকের আলামত হিসেবে ফিকহের কিতাবসমূহে চিহ্নিত করা হয়েছে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনীঃ

তাফসীরে জাসসাস (Ahkam al-Quran) — ইমাম আবু বকর জাসসাস হানাফী (রহ.), সূরা মুমিনূনের প্রথম রুকুর আইনি ব্যাখ্যা।
মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ — আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহ.), কিতাবুয যাকাত।
আল-মাবসূত — শামসুল আইম্মা ইমাম সারাখসী (রহ.), ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত।

১.৮ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন (Seeking the Pleasure of Allah)

ইসলামী শরীয়তের যেকোনো ইবাদত কবুল হওয়ার মূল চাবিকাঠি এবং একজন মুমিনের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি (রিযওয়ানুল্লাহ) অর্জন করা। যাকাতও এর ব্যতিক্রম নয়। একজন সামর্থ্যবান মুসলিম যখন তার কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে, তখন তার মূল উদ্দেশ্য থাকে রাব্বুল আলামীনের হুকুম পালন করা এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করা। ইসলামে সম্পদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আমানত হিসেবে দেখা হয়। তাই সেই আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর প্রতি তার আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই ঐকান্তিক আনুগত্যের ফলেই বান্দা আল্লাহর অফুরন্ত রহমত, মাগফিরাত এবং চূড়ান্ত সন্তুষ্টি অর্জনে ধন্য হয়।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদঃ

যাকাত দেওয়ার পেছনে একমাত্র লক্ষ্য কী হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট করে দিয়েছেন:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

অনুবাদ: "পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি (وجه الله) লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাকো, (তারাই সফল) এবং তারাই নিজেদের সম্পদ পরকালে বহুগুণ বৃদ্ধি করে।" (সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩৯)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদঃ

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বান্দা খরচ করলে আল্লাহও তার জন্য রহমতের দুয়ার খুলে দেন, যা হাদিসে কুদসীতে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِق عَلَيْكَ

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—"মহান আল্লাহ বলেন: হে আদম সন্তান! তুমি (আমার সন্তুষ্টির জন্য) ব্যয় করো, আমিও তোমার ওপর ব্যয় করব।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ৫৩৫২; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ৯৯৩)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলাঃ

ইবাদতের বিশুদ্ধতা: হানাফী মাযহাবের মৌলিক ফিকহী মূলনীতি হলো—"الأمور بمقاصدها" (কাজের হুকুম উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভরশীল)। যাকাত কোনো ধর্মনিরপেক্ষ ট্যাক্স বা সমাজসেবা নয়, এটি একটি নিখাদ আর্থিক ইবাদত। তাই যাকাতদাতার প্রধান লক্ষ্য থাকতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নির্দেশ পালন। দাতার মনে সামান্যতম দুনিয়াবী স্বার্থ বা সুখ্যাতি পাওয়ার আশা থাকলে ফরয দায়িত্বের আইনি দায় হয়তো মুক্ত হবে, কিন্তু আল্লাহর দরবারে তা কবুল হবে না।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনীঃ

আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর — ইমাম ইবনু নুজাইম হানাফী (রহ.), নিয়তের আইনি কায়দা অধ্যায়।
ফাতোয়ায়ে তাতারখানিয়া — আল্লামা আলিম ইবনুল আলা, কিতাবুয যাকাত, নিয়তের পরিচ্ছেদ।
কিতাবুল ইখলাস — ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া (রহ.), ইবাদতের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত অধ্যায়।

১.৯ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাকাত আদায় করা (Exclusivity of Sincerity in Zakat)

যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়তের বিশুদ্ধতা বা 'ইখলাস' একটি অপরিহার্য শর্ত। লোকদেখানো মনোভাব, সমাজে দাতা হিসেবে সুনাম কুড়ানো কিংবা কারো ওপর অনুগ্রহ প্রকাশের মানসিকতা নিয়ে যাকাত দিলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না; বরং তা আমলকে নষ্ট করে দেয়। এই টপিকটির মূল গুরুত্ব এখানেই যে, যাকাত দিতে হবে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে, কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। যেখানে প্রতিদানের আশা থাকবে না, এমনকি গ্রহীতার কাছ থেকে কোনো ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার ইচ্ছাও মনে পোষণ করা যাবে না। যখন কোনো মুমিন দুনিয়াবী সব স্বার্থ ও রিয়া (লোকদেখানো আমল) থেকে মুক্ত হয়ে খাঁটি অন্তরে যাকাত দেয়, তখনই তা প্রকৃত ইবাদতে পরিণত হয় এবং পরকালে এর পূর্ণ প্রতিদান নিশ্চিত করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদঃ

লোকদেখানো দান বা গরীবের মনে কষ্ট দিয়ে যাকাত দিলে তা কীভাবে বাতিল হয়ে যায়, সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের হুঁশিয়ারি:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! তোমরা খোঁটা দিয়ে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের সদকা (যাকাত ও দান) বিনষ্ট করো না, সেই ব্যক্তির মতো যে নিজের ধন-সম্পদ লোকদেখানোর (রিয়া) জন্য ব্যয় করে।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৬৪)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদঃ

লৌকিকতা বা রিয়া মিশ্রিত যাকাত ও দানের হাশরের ময়দানে কী ভয়ানক পরিণতি হবে, তা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ]عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ لِيُقَالَ جَوَادٌ [فَيَقُولُ اللَّهُ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে এসেছে— "(কেয়ামতের দিন লোকদেখানো দানকারীকে) আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি দান করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে 'দাতা' বা 'দানবীর' বলে। আর তা দুনিয়াতে বলা হয়ে গেছে। এরপর নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৯০৫)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলাঃ

খোঁটা ও কষ্টের ফিকহী হুকুম: হানাফী ফিকহ মতে, যাকাত দেওয়ার পর গ্রহীতাকে খোঁটা দেওয়া (المنّ) বা তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে মনে কষ্ট দেওয়া (الأذى) শরিয়ত অনুযায়ী কবিরা গুনাহ। এর ফলে যাকাত ফরয আদায়ের জিম্মাদারি আদায় হয়ে গেলেও ওই আমলের সম্পূর্ণ পরকালীন সওয়াব ও বরকত চিরতরে ধ্বংস বা বাতিল (إبطال الثواب) হয়ে যায়।

বিনিময় গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা: যাকাত দেওয়ার উসিলায় গরীবের কাছ থেকে নিজের বাড়ির কোনো কাজ বা ব্যক্তিগত সুবিধা নেওয়া হানাফী মাসআলা অনুযায়ী সম্পূর্ণ নাজায়েয।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনীঃ

রদ্দুল মুহতার আলাদ... (ফাতোয়ায়ে শামী) — ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.), ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত।

তাফসীরে আল-কাশশাফ — আল্লামা যামাখশারী, সূরা বাকারার ২৬৪ নম্বর আয়াতের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাহুহা — ড. ওয়াহবাহ আয-যুহায়লী, ৩য় খণ্ড, ইখলাসের শর্তাবলী।

১.১০ সমাজকল্যাণ পথ (Zakat as a Pathway to Social Welfare)

যাকাত কেবল একটি ব্যক্তিগত ধর্মীয় আচার নয়, বরং এটি সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থায়ী মাধ্যম। একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে যাকাতকে 'সমাজকল্যাণের পথ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এটি সমাজের অবহেলিত, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা) পূরণের গ্যারান্টি দেয়। যাকাত ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি ও অপরাধপ্রবণতা দূর করা সম্ভব হয়। এটি ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের আইনী ও ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহানুভূতি এবং সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখে। ফলশ্রুতিতে, একটি রাষ্ট্র বা সমাজ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও শান্তিময় হয়ে ওঠে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদঃ

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ যাতে অল্প কিছু মানুষের হাতে কুক্ষিগত হয়ে না পড়ে, তার মূল শরিয়তি দর্শন কুরআনে এভাবে এসেছে:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

অনুবাদ: "(আমি সম্পদের এই সুনির্দিষ্ট বিধান এই জন্য করেছি) যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের মধ্যকার ধনীদের মাঝেই আবর্তিত ও কুক্ষিগত না থাকে।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদঃ

যাকাত যে সমাজকল্যাণ ও ধনীদের থেকে দরিদ্রদের মাঝে সম্পদ স্থানান্তরের একটি আইনি ব্যবস্থা, তা রাসুলুল্লাহ (সা.) স্পষ্ট করে গেছেন:

عَنِ ابْنِ عباسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ :أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) যখন হযরত মুআজ (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠান, তখন তাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন—"তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের সম্পদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন; যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে এবং তাদেরই দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ১৩৯৫; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৯)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলাঃ

সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ নীতি: হানাফী ফিকহের সামাজিক ও কল্যাণমুখী মূলনীতি হলো— যাকাতের টাকা কোনো রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো বা রাস্তাঘাট নির্মাণে ব্যয় করা যাবে না, কারণ তাতে সরাসরি দরিদ্রের ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। এটি সরাসরি সমাজের অনগ্রসর ও অভাবী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য নির্দিষ্ট।

আঞ্চলিক অধিকার: হানাফী ফিকহের নির্ভরযোগ্য মাসআলা অনুযায়ী, কোনো নির্দিষ্ট এলাকা থেকে সংগৃহীত যাকাত তীব্র শরিয়তসম্মত প্রয়োজন বা দুর্যোগ ছাড়া অন্য অঞ্চলে স্থানান্তর করা মাকরূহে তানযীহী। অর্থাৎ, স্থানীয় সম্পদ দ্বারা প্রথমে স্থানীয় সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করাই শরিয়তের অগ্রাধিকার।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনীঃ

আল-মাবসূত — শামসুল আইম্মা ইমাম সারাখসী (রহ.), ২য় খণ্ড, 'কিসমাতুল আমওয়াল' (সম্পদ বণ্টন পরিচ্ছেদ)।

বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাঈ — ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী (রহ.), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৩।

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা — সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী, যাকাত ও সমাজকল্যাণ অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়; যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী ও হিসাবায়নের সাধারণ নিয়ম

প্রথম অধ্যায়ে যাকাতের তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক দিক পর্যালোচনার পর, এই দ্বিতীয় অধ্যায়টি মূলত একটি প্রায়োগিক ও আইনি (Jurisprudential/Feqhi) অধ্যায়। এখানে আলোচনা করা হবে কার ওপর যাকাত বাধ্যতামূলক (ফরয) হয় এবং কোন কোন শর্ত পূরণ হলে একজন ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে 'সাহেবে নিসাব' বা যাকাতদাতা হিসেবে গণ্য হন।

পাশাপাশি, এই অধ্যায়ে যাকাতযোগ্য সম্পদের শ্রেণীবিভাগ এবং তা কীভাবে হিসাব করতে হয়, তার সাধারণ আইনি নীতিমালা ও নিয়মগুলো সহজভাবে তুলে ধরা হবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ, কারণ এর মাধ্যমেই একজন মুসলিম তার ব্যক্তিগত সম্পদের ওপর যাকাতের আবশ্যকতা নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করতে পারেন।

২.১ যাকাত কখন ফরজ (When Zakat Becomes Obligatory)

ইসলামী শরীয়তে যাকাত ফরয হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সময়কাল রয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কী জীবনে যাকাতের সাধারণ ও ঐচ্ছিক নির্দেশ থাকলেও, একটি রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে যাকাত পূর্ণাঙ্গভাবে ফরয হয় হিজরতের পর, অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরী সনে (৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে)। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পাশাপাশি একই বছর যাকাতের এই আর্থিক বিধানটি অবতীর্ণ হয়। ইসলামে ইবাদতের এই ক্রমবিকাশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ; কারণ মক্কায় মুসলমানদের ঈমানী ভিত্তি সুদৃঢ় হওয়ার পর মদীনায় গিয়ে যখন একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো, তখনই এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের বিধানটি কার্যকর করা হয়।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় যাকাত ফরয হওয়ার সাধারণ ঐশ্বরিক নির্দেশ পবিত্র কুরআনে এভাবে এসেছে:

وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

অনুবাদ: "আর তোমরা যাকাত প্রদান করো। তোমরা নিজেদের জন্য পূর্বে যে সৎকর্ম পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে পেয়ে যাবে।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১১০)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

যাকাত কখন এবং কার ওপর ফরয হয়, তার মৌলিক স্তম্ভসমূহ রাসুলুল্লাহ (সা.) সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

অনুবাদ: হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল, সালাত কায়েম করা, এবং যাকাত প্রদান করা।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ৮; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৬)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

আইনি আবশ্যকতা: হানাফী ফিকহ মতে, একজন মানুষের ওপর যাকাত তখনই ফরয (Obligatory) হয়, যখন সে সুস্থ মস্তিষ্কের বালেগ মুসলিম হয় এবং শরিয়ত নির্ধারিত 'নিসাব' পরিমাণ সম্পদের পূর্ণ মালিকানায় এক বছর অতিবাহিত করে।

ফরয হওয়ার সময়কাল: যখনই কোনো ব্যক্তির মালিকানায় মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও ঋণমুক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদ আসে এবং চান্দ্র বৎসরের (হিজরী সাল) হিসাবে পূর্ণ এক বছর সেই সম্পদ তার কাছে থাকে, ঠিক তখনই তার ওপর যাকাত আদায় করা তাৎক্ষণিকভাবে ফরয (ফরযে আইন) হয়ে যায়।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-হেদায়া (Al-Hidayah) — ইমাম বুরহানুদ্দিন আল-মারগিনানী (রহ.), ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত।

বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাঈ — ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী (রহ.), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩, 'শরাইতুল ওজুব' (ফরয হওয়ার শর্তাবলী) অনুচ্ছেদ।

২.২ যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ ও সূক্ষ্মসমূহ (Pre-requisites and Subtleties of Zakat Obligations)

যাকাত কোনো সাধারণ বা আনুমানিক দান নয়, বরং এটি সুনির্দিষ্ট আইনী ও ফিকহী নিয়মের অধীন। কোনো ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয হতে হলে প্রধান কিছু মৌলিক শর্ত পূরণ হতে হয়, যেমন—মুসলিম হওয়া, স্বাধীন হওয়া, বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া, সম্পদ নিসাব পরিমাণ হওয়া এবং সেই সম্পদের ওপর পূর্ণ মালিকানা থাকা ও এক বছর অতিবাহিত হওয়া। তবে এই শর্তগুলোর ভেতরে কিছু 'সূক্ষ্ম বিষয়াদি' বা সূক্ষ্ম ফিকহী মারপ্যাঁচ (دقائق الفقه) রয়েছে। যেমন: সম্পদটি আসলেই বর্ধনশীল (নামীয়) কি না, মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত (হাজাতে আসলিয়াহ) কি না, কিংবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণের পরিমাণ বাদ দেওয়ার পর নিসাব অবশিষ্ট থাকে কি না—এই বিষয়গুলো অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে হিসাব করতে হয়, যা যাকাত ফরয হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

ব্যক্তির মালিকানার পূর্ণতা এবং স্বাধীনতার শর্তের দিকে ইশারা করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

অনুবাদ: "এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক (অধিকার) রয়েছে—যাচনাকারী ও বঞ্চিতদের জন্য।" (সূরা আল-মাআরিজ, আয়াত: ২৪-২৫)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

সম্পদের ওপর মালিকানার স্থায়িত্ব ও বছর অতিক্রান্ত হওয়ার সূক্ষ্ম শর্তটি হাদিসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ

অনুবাদ: হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—"যে ব্যক্তি কোনো সম্পদ লাভ করল, তার ওপর ততক্ষণে যাকাত নেই, যতক্ষণ না তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার ওপর একটি বছর পূর্ণ আবর্তিত হয়।" (সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং: ৬৩১)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

হানাফী ফিকহে যাকাত ফরয হওয়ার শর্তগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে; দাতার সাথে সম্পর্কিত (শরাইতুল মুযাক্কী) এবং সম্পদের সাথে সম্পর্কিত (শরাইতু মালের যাকাত)। এর মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম মাসআলা হলো:

আল-মিলকুত্তা-ম (الملك التام): সম্পদের ওপর ব্যক্তির পূর্ণ ও নিরঙ্কুশ মালিকানা থাকতে হবে। অর্থাৎ সম্পদটি তার হস্তগত থাকতে হবে এবং সেটি নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহারের আইনি অধিকার থাকতে হবে। যে সম্পদের মালিকানা আছে কিন্তু কব্জা বা হস্তগত নেই (যেমন: হারিয়ে যাওয়া মাল), তার ওপর যাকাত নেই।

আল-নামা (النماء): সম্পদটি অবশ্যই বর্ধনশীল (Productive/Growing) হতে হবে, তা বাস্তবে হোক (যেমন: ব্যবসার মাল) কিংবা প্রকৃতিগতভাবে হোক (যেমন: সোনা ও রুপা)।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

রদ্দুল মুহতার আলাদ (ফাতোয়ায়ে শামী) — ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.), ২য় খণ্ড, 'শরাইতুল ওজুব' পরিচ্ছেদ।

ফাতোয়ায়ে তাতারখানিয়া — আল্লামা আলিম ইবনুল আলা, ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত।

২.৩ যাদের ওপর যাকাত ফরজ নয় (Exemptions from Zakat Obligations)

ইসলামী আইন বা ফিকহের একটি বড় সৌন্দর্য হলো এটি মানুষের সাধ্য ও সামর্থ্যের বাইরে কোনো বিধান চাপিয়ে দেয় না। যাকাত ফরয হওয়ার যেমন নিয়ম আছে, তেমনি সমাজের কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষকে এই বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। প্রথমত, অমুসলিমদের ওপর যাকাত ফরয নয়, কারণ এটি একটি ইসলামী ইবাদত। দ্বিতীয়ত, নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই এমন অভাবী বা দরিদ্র ব্যক্তি; এবং হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী নাবালেগ শিশু ও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদের ওপর যাকাত ফরয হয় না। এছাড়া কোনো ব্যক্তি সাময়িকভাবে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেও যদি তার ওপর মৌলিক ঋণ চেপে থাকে (যা পরিশোধ

করলে নিসাব কমে যাবে), তবে তার ওপরেও যাকাত ফরয হয় না। এই নিয়মগুলো সমাজে আর্থিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে ইনসাফ কায়েম করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

মানুষের সাধ্যাতীত কোনো বোঝা আল্লাহ চাপিয়ে দেন না, এই মূলনীতি কুরআনে এভাবে এসেছে:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

অনুবাদ: "আল্লাহ কারো ওপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

যাদের ওপর শরিয়তের আইনি বাধ্যবাধকতা বা কলম স্থগিত থাকে, সে সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ :عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—"তিন ব্যক্তি থেকে (শরিয়তের বিধানের) কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, নাবালক শিশু যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং পাগল বা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি যতক্ষণ না সে সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৪৩৯৮; সুনানে ইবনে মাজাহ)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

হানাফী মাযহাবের অনন্য ও সুনির্দিষ্ট মাসআলা অনুযায়ী নিচের ব্যক্তিদের ওপর যাকাত ফরয নয়-

নাবালক ও উন্মাদ: হানাফী ফিকহের প্রধানতম নীতি হলো—যাকাত একটি ইবাদত, আর ইবাদতের সাব্যস্ত হওয়ার জন্য 'আকিল' (বুদ্ধিসম্পন্ন) ও 'বালেগ' (প্রাপ্তবয়স্ক) হওয়া শর্ত। তাই কোনো নাবালক শিশু বা জন্মগত পাগলের কোটি টাকার সম্পদ থাকলেও তার ওপর যাকাত ফরয হবে না এবং তার অভিভাবকের ওপরও তা প্রদান করা আবশ্যক নয়। (এটি হানাফী মাযহাবের একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য, অন্যান্য মাযহাবে এদের সম্পদেও যাকাত ধরা হয়)।

অমুসলিম ও ক্রীতদাস: অমুসলিমদের ওপর ইসলামী শরিয়তের ইবাদতের আইনি বাধ্যবাধকতা নেই।

দরিদ্র বা সাহেবে নিসাব নয় এমন ব্যক্তি: যার সম্পদ নিসাব পরিমাণের চেয়ে কম।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-মাবসূত — শামসুল আইম্মা ইমাম সারাখসী (রহ.), ২য় খণ্ড, 'যাকাতুস সাবী ওয়াল মাজনুন' (নাবালক ও পাগলের যাকাত অনুচ্ছেদ)।

ফাতোয়ায়ে আলমগীরী / হিন্দিয়া — উলামায়ে হিন্দ, ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, প্রথম অধ্যায়।

২.৪ নিয়ত করা (The Prerequisite of Intention/Niyyah)

ইসলামী শরীয়তের একটি মৌলিক নীতিমালা হলো—যেকোনো ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য 'নিয়ত' বা অন্তরের সংকল্প থাকা অপরিহার্য। যাকাত যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ইবাদত, তাই এটি আদায়ের ক্ষেত্রেও নিয়ত করা ফরয। কর বা সাধারণ সমাজসেবামূলক দানের সাথে যাকাতের মূল পার্থক্য এখানেই। যাকাত দাতা যখন দরিদ্র ব্যক্তিকে সম্পদ হস্তান্তর করেন, কিংবা নিজের সম্পদ থেকে যাকাতের অংশ পৃথক করেন, তখন তার অন্তরে এই স্পষ্ট চেতনা থাকতে হবে যে—তিনি আল্লাহর ফরয বিধান আদায় করছেন। নিয়ত ছাড়া কেউ যদি অসচেতনভাবে বা কর মওকুফের উদ্দেশ্যে কোনো অর্থ দান করে দেন, তবে তা সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হতে পারে, কিন্তু ফরয যাকাত হিসেবে তা আদায় হবে না।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

অন্তরের একাগ্রতা এবং সংকল্প ছাড়া কোনো ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

অনুবাদ: "তাদেরকে কেবল এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই প্রতি আনুগত্যে খাঁটি ও একনিষ্ঠ হয়ে, এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে।" (সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, আয়াত: ৫)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

ইসলামী আইনশাস্ত্রের অন্যতম বুনিয়াদী হাদিস, যা নিয়তের গুরুত্ব প্রমাণ করে:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অনুবাদ: হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি—"নিশ্চয়ই সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ১; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৯০৭)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

নিয়তের সময়সীমা: হানাফী ফিকহ মতে, যাকাত সঠিক হওয়ার জন্য সম্পদ পৃথক করার সময় (وقت العزل) অথবা গরীবের হাতে হস্তান্তরের সময় (وقت الأداء) মনে যাকাতের সুনির্দিষ্ট সংকল্প বা নিয়ত থাকা ফরয।

মনস্তাত্ত্বিক মাসআলা: মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা শর্ত নয়, অন্তরের ইচ্ছাই যথেষ্ট। এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি গরীব লোককে টাকা দেওয়ার সময় তার আত্মসম্মান রক্ষার্থে মুখে "উপহার" বা "কর্য" বলে, কিন্তু মনে যাকাতের নিয়ত থাকে, তবে হানাফী ফিকহ অনুযায়ী যাকাত নিখুঁতভাবে আদায় হয়ে যাবে। তবে নিয়ত ছাড়া সম্পদ দান করে দেওয়ার পর তা গরীবের হাত থেকে খরচ হয়ে গেলে পরে নিয়ত করলে যাকাত আদায় হবে না।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর — ইমাম ইবনু নুজাইম হানাফী (রহ.), ১ম খণ্ড, 'কিতাবুন নিয়্যাহ' (নিয়তের অধ্যায়)।

বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাঈ — ইমাম কাসানী (রহ.), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০।

২.৫ যাকাতযোগ্য সম্পদ গণনার পদ্ধতি (Methodology of Assessing Zakatable Assets)

যাকাত ব্যবস্থার একটি অন্যতম ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দিক হলো যাকাতযোগ্য সম্পদ সঠিকভাবে গণনা করা। একজন ব্যক্তির মালিকানায় নানা ধরণের সম্পদ থাকতে পারে, তবে সব ধরণের সম্পদের ওপর যাকাত আসে না। ফিকহী নিয়মানুযায়ী, শুধুমাত্র বর্ধনশীল সম্পদ—যেমন নগদ অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য, ব্যবসার পণ্য এবং প্রাইজবন্ড বা শেয়ারের মতো আর্থিক উপাদানগুলো এই গণনার অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্পদ গণনার সঠিক

পদ্ধতি হলো, বছর শেষে এই যাকাতযোগ্য সম্পদগুলোর মোট বাজারমূল্য একত্র করা এবং তা থেকে ব্যক্তির বর্তমান মৌলিক প্রয়োজনের ঋণসমূহ বাদ দেওয়া। নিখুঁতভাবে এই হিসাব সম্পন্ন করলেই কেবল যাকাতের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়, যা থিসিসের এই অংশে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

সম্পদ গণনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা সততা ও সূক্ষ্মতার নির্দেশ দিয়ে বলেন:

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

অনুবাদ: "এবং তোমরা তা থেকে নিকৃষ্ট বা ত্রুটিপূর্ণ বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, অথচ তোমরা নিজেরা চোখ বন্ধ করা ছাড়া তা গ্রহণ করতে রাজী নও।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৬৭)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

ব্যবসায়িক পণ্য এবং নগদ সম্পদের হিসাব কীভাবে মূল্যায়ন করতে হবে, তার বিবরণ হাদিসে এসেছে:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

অনুবাদ: হযরত সামুরা ইবনে জুন্দাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন যেন আমরা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত রাখা সম্পদ (ব্যবসায়িক পণ্য) থেকে যাকাত বা সদকা বের করি।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ১৫৬২)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

হিসাবায়নের দিন নির্ধারণ: যাকাতদাতার জন্য বছরের একটি সুনির্দিষ্ট দিন (যেমন ১লা রমযান বা যেকোনো হিজরী তারিখ) হিসাবের জন্য নির্ধারণ করা উত্তম।

মূল্যায়ন পদ্ধতি (Valuation): হানাফী ফিকহ মতে, ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত হিসাব করার সময় তার 'ক্রয়মূল্য' (Cost Price) নয়, বরং বছরের শেষ দিনে বাজারে ওই পণ্যের যে 'বর্তমান পাইকারী বিক্রয়মূল্য' (Current Market Value/Wholesale Price) রয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে মোট সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এর

সাথে হাতের নগদ টাকা এবং ব্যাংকে জমানো টাকা একত্র করে মোট হিসাব বের করতে হবে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার — ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.), ২য় খণ্ড, 'বাবুজ যাকাতিল আমওয়াল' অনুচ্ছেদ।
ফিকহী মাকালাত — মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী, আধুনিক বাণিজ্যিক সম্পদের যাকাত গণনা পদ্ধতি অধ্যায়।

২.৬ যাকাত সম্পদের পরিমাণ বা নিসাব (The Nisab or Threshold of Zakat)

শরীয়তের পরিভাষায় 'নিসাব' (نصاب) হলো যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নির্ধারিত সম্পদের সেই সর্বনিম্ন বা ন্যূনতম মানদণ্ড, যার কম সম্পদ থাকলে ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী নিসাবের মূল ভিত্তি হলো স্বর্ণ ও রৌপ্য। রূপার ক্ষেত্রে এর পরিমাণ সাড়ে বায়ান্ন তোলা (৫২.৫ ভরি/৬১২.৩৬ গ্রাম) এবং স্বর্ণের ক্ষেত্রে সাড়ে সাত তোলা (৭.৫ ভরি/৮৭.৪৮ গ্রাম)। বর্তমান যুগে কাগজের মুদ্রা ও সমসাময়িক সম্পদের যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণত রূপার নিসাবকে মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়, যাতে করে সমাজের অপেক্ষাকৃত কম ধনী ব্যক্তিরাও যাকাত ব্যবস্থার আওতায় আসতে পারেন এবং দরিদ্ররা বেশি উপকৃত হন। থিসিসের এই টপিকটি যাকাতের অর্থনৈতিক পরিধি নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদই যে নিসাবের মূল ভিত্তি, তা আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ করেছেন:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

অনুবাদ: "আর তারা আপনার কাছে জানতে চায়—তারা কী ব্যয় করবে? বলুন, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত (উদ্বৃত্ত)।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১৯)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

সোনা ও রুপার নিসাবের পরিমাপ রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

অনুবাদ: হযরত আলী ও আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—"সোনার ক্ষেত্রে ২০ দিনার থাকার পূর্ব পর্যন্ত তোমার ওপর কোনো যাকাত নেই এবং ৫ উকিয়ার (২০০ দিরহাম) কম রুপার ওপর কোনো যাকাত নেই।" (সহীহ বুখারী ও সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ১৫৭৩)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

সুনির্দিষ্ট নিসাব: হানাফী ফিকহের প্রথাগত ও আধুনিক মানদণ্ড অনুযায়ী নিসাবের পরিমাণ হলো: সোনার ক্ষেত্রে ৭.৫ ভরি/তোলা (৮৭.৪৫ গ্রাম) এবং রুপার ক্ষেত্রে ৫২.৫ ভরি/তোলা (৬১২.৩৬ গ্রাম)।

নগদ ও ব্যবসার মালের নিসাবের ভিত্তি: বর্তমান যুগে যার কাছে সোনা বা রুপা নেই, শুধু নগদ টাকা বা ব্যবসার মাল আছে, তার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মূলনীতি হলো—যে নিসাবটি ধরলে দরিদ্রদের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর (الأنفع للفقراء) হয়, সেটিই কার্যকর হবে। অতএব, বর্তমানে রুপার নিসাবের সমমূল্যের (৫২.৫ ভরি রুপার বাজারমূল্য) নগদ টাকা বা ব্যবসার মাল থাকলেই ব্যক্তি সাহেবে নিসাব বলে গণ্য হবেন।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-হেদায়া — ইমাম বুরহানুদ্দিন আল-মারগিনানী (রহ.), ১ম খণ্ড, 'বাবুজ যাকাতিল যাহাব ওয়াল ফিদ্দাহ'।

ফিকহুয যাকাত — ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ১ম খণ্ড, নিসাবের আধুনিক পরিমাপ অধ্যায়।

২.৭ যাকাতের পরিমাণ বা হার (The Rate or Percentage of Zakat)

ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের 'হার' বা শতকরা পরিমাণ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি স্থায়ী অনুপাত। সাধারণত যাকাতযোগ্য সম্পদের ওপর ২.৫% বা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ (১/৪০) হারে যাকাত প্রদান করা ফরয। তবে

ইসলামে সম্পদের ধরণ ও তা অর্জনের পরিশ্রমের ওপর ভিত্তি করে এই হারে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে; যেমন—সেচ ব্যবস্থার পরিশ্রমে উৎপাদিত ফসলের উশর (৫%), প্রাকৃতিক বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত ফসলের উশর (১০%) এবং খনিজ বা গুপ্তধনের ক্ষেত্রে খুমুস (২০%)। সাধারণ উদ্বৃত্ত সম্পদের ক্ষেত্রে ২.৫% এর এই চমৎকার অনুপাতটি একদিকে যেমন ধনীদের ওপর অতিরিক্ত মানসিক বা আর্থিক চাপ তৈরি করে না, অন্যদিকে তেমনি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর হাত থেকে সংগৃহীত হয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে এক বিশাল তহবিল গঠনে ভূমিকা রাখে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

শরিয়ত নির্দেশিত সম্পদ ব্যয়ের সাধারণ নির্দেশনার আয়াত:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

অনুবাদ: "তোমরা কখনোই প্রকৃত পুণ্য বা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় করবে।" (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: Ninety-two)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

নগদ সম্পদ ও সোনা-রুপার যাকাতের সুনির্দিষ্ট ৪০ ভাগের ১ ভাগ বা আড়াই শতাংশের হার হাদিসে এসেছে:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا

অনুবাদ: হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা.) প্রত্যেক ২০ দিনারে আধা দিনার (২.৫%) এবং প্রতি ৪০ দিরহামে ১ দিরহাম (২.৫%) যাকাত গ্রহণ করতেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং: ১৭৯১)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

যাকাতের সুনির্দিষ্ট হার: সোনা, রুপা, নগদ অর্থ এবং বাণিজ্যিক পণ্যের ক্ষেত্রে যাকাতের ফরয পরিমাণ বা হার হলো মোট সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫%) বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ।

মূল্য দ্বারা আদায়ের মাসআলা (جواز القيمة): হানাফী মাযহাবের একটি বিশেষ সৌন্দর্য হলো, যাকাত হিসেবে মূল পণ্য দেওয়া যেমন জায়েয, তেমনই ওই পণ্যের আড়াই

পার্সেন্ট মূল্যের নগদ টাকা বা অন্য কোনো দরকারী সামগ্রী কিনে দেওয়াও সম্পূর্ণ জায়েয এবং এটিই বর্তমান যুগে গ্রহীতার জন্য বেশি সুবিধাজনক।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাঈ — ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী (রহ.), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১, 'বাবুল ওয়াজিব ফিজ যাকাত'।
ফাতোয়ায়ে শামী — ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.), ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত।

২.৮ যাকাত ফরজ আদায় করা, সময় হলে বিলম্ব না করা (Impermissibility of Delaying Zakat Payment)

কোনো ব্যক্তির সম্পদে যাকাত ফরয হওয়ার পর তা দ্রুত আদায় করা শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি। হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী, নিসাব পরিমাণের ওপর বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে বিলম্ব না করে যাকাত আদায় করা 'ওয়াজিব আলার রাখী' (অবিলম্বে করণীয়)। যেহেতু জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং যেকোনো সময় মানুষের মৃত্যু বা আর্থিক বিপর্যয় ঘটতে পারে, তাই আল্লাহর ফরয বিধানকে ফেলে রাখা মোটেও সমীচীন নয়। অহেতুক বা অলসতাবশত যাকাত আদায়ে বিলম্ব করাকে ফিকহের পরিভাষায় গুনাহের কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়। থিসিসের এই অংশটি মূলত একজন মুমিনের দায়িত্ববোধ এবং ফরয বিধানের প্রতি তার তাৎক্ষণিক আনুগত্যের গুরুত্বকে নির্দেশ করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

নেক কাজে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

অনুবাদ: "আর তোমরা দ্রুত ধাবিত হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমান ও জমিনব্যাপী।" (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১৩৩)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

যাকাত আদায়ে বিলম্ব করার কারণে ঘরে বিপদ বা ধ্বংস নেমে আসার ব্যাপারে সতর্কবাণী:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ" :مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ"

অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি—"যাকাতের (ফরয) অংশ যখনই কোনো মালের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থেকে যায় (সময়মতো আলাদা করে দেওয়া না হয়), তা সেই মালকে ধ্বংস করে ছাড়ে।" (সুনানে বাযযার; শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, হাদিস নং: ৭০৪)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

তাৎক্ষণিক ফরয (فرض على الفور): হানাফী মাযহাবের অগ্রগণ্য ও ফাতওয়াযোগ্য মত অনুযায়ী, সম্পদের ওপর এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর বিলম্ব না করে তাৎক্ষণিকভাবে যাকাত আদায় করা ফরয। শরিয়তসম্মত জোরালো কোনো ওযর (যেমন: উপযুক্ত দরিদ্র না পাওয়া বা সম্পদ দূরবর্তী স্থানে থাকা) ছাড়া অহেতুক যাকাত আদায়ে বিলম্ব করা গুনাহের কাজ এবং ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে ফাসেক হিসেবে গণ্য হতে পারে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

রদ্দুল মুহতার আলাদ (ফাতোয়ায়ে শামী) — ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.), ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, 'ফরযিয়্যাতুয যাকাত আলাল ফাউর' অনুচ্ছেদ।

ফাতোয়ায়ে মাহমুদিয়া — মুফতি মাহমুদ হাসান গঙ্গোহী (রহ.), যাকাত অধ্যায়।

২.৯ পূর্বে যে সব যাকাত দেওয়া হয়নি বা অনাদায়ী যাকাত (Rulings on Past Unpaid Zakat)

অনেকে অজ্ঞতাবশত কিংবা অবহেলার কারণে বিগত কয়েক বছর বা দীর্ঘ সময় ধরে ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় করেন না। ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী, সময় পার হয়ে গেলেও যাকাতের এই দায় বা ঋণ মওকুফ হয়ে যায় না। এটি একই সাথে 'হক্কুল্লাহ' (আল্লাহর অধিকার) এবং 'হক্কুল ইবাদ' (বান্দার অধিকার)। কোনো ব্যক্তি যদি অতীতে যাকাত না দিয়ে থাকেন, তবে তার ওপর ওয়াজিব হলো বিগত

বছরগুলোর যাকাতযোগ্য সম্পদের সঠিক হিসাব বা আনুমানিক একটা ধারণা করে পেছনের সমস্ত অনাদায়ী যাকাত একত্রে আদায় করা। এই টপিকটি অলসতা বা ভুলের অন্ধকার থেকে ফিরে এসে একজন মুমিনের আর্থিক পরিশুদ্ধি ও তাওবার আইনী ও ধর্মীয় প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

ভুল বা অতীতের ত্রুটি সংশোধনের তাগিদ দিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অনুবাদ: "আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

আল্লাহর হক বা ফরয বিধান বকেয়া থাকলে তা পরিশোধের তাগিদ দিয়ে নবীজী (সা.) ইরশাদ করেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَاقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন— "তোমরা আল্লাহর পাওনা বা হক পরিশোধ করো; কারণ আল্লাহর হকই পরিশোধ পাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার রাখে।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ১৯৫৩; সহীহ মুসলিম)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

বকেয়া যাকাতের বাধ্যবাধকতা: কোনো ব্যক্তি যদি বিগত কয়েক বছর অলসতাবশত যাকাত না দিয়ে থাকে, তবে তার ওপর থেকে যাকাতের ফরয মাফ হয়ে যায় না। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, তাকে অতীতের প্রতিটা বছরের সম্পদের হিসাব করতে হবে এবং বকেয়া প্রতি বছরের ২.৫% হারে যাকাত পৃথকভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে আদায় করতে হবে।

হিসাব করার পদ্ধতি: বকেয়া বছরের যাকাত দেওয়ার সময় প্রথম বছরের যাকাতের অংশ মোট সম্পদ থেকে বাদ দিয়ে পরবর্তী বছরের হিসাব করতে হবে। অতীতের এই বকেয়া আদায়ের সাথে সাথে আল্লাহর কাছে তওবা ও ইস্তিগফার করতে হবে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-মাবসূত — শামসুল আইম্মা ইমাম সারাখসী (রহ.), ২য় খণ্ড, বকেয়া যাকাত অধ্যায়।

আহসানুল ফাতাওয়া — মুফতি রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী, ৪ খণ্ড, বকেয়া যাকাত গণনা অধ্যায়।

২.১০ যাকাত ফরজ হওয়ার পর তা আদায়ের পূর্বে যদি মালিক মারা যায় তার হুকুম (Death of the Owner Before Paying Zakat)

এটি ফিকহ শাস্ত্রের একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সংবেদনশীল মীরাসী (উত্তরাধিকার) ও আর্থিক মাসআলা। কোনো ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা আদায় করার আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন—এমন পরিস্থিতিতে তার রেখে যাওয়া সম্পদ এবং অনাদায়ী যাকাতের হুকুম কী হবে, তা নিয়ে ফকীহদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। হানাফী মাযহাবের মূল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর আগে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে যাকাত পরিশোধের অসিয়ত (Will) করে যান, তবে তার কাফন-দাফন ও ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) থেকে তা আদায় করা আবশ্যক। আর যদি তিনি অসিয়ত না করে থাকেন, তবে ওয়ারিশদের ওপর তা পরিশোধ করা আইনত বাধ্যতামূক না হলেও, মৃত ব্যক্তির আখেরাতের জবাবদিহিতা ও মুক্তির কথা চিন্তা করে ওয়ারিশরা যদি নিজেদের পক্ষ থেকে তা দিয়ে দেয়, তবে তা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ হবে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়ত বা ঋণের হক আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহর আইনি নির্দেশনা:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

অনুবাদ: "(উত্তরাধিকারীদের মাঝে সম্পদ বণ্টন হবে) তার করা ওসীয়ত পূরণ করার অথবা ঋণ পরিশোধ করার পর।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

মৃত ব্যক্তির বকেয়া ঋণের ভয়াবহতা সম্পর্কে হাদিসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ"

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—"মুমিনের আত্মা তার ঋণের সাথে ঝুলন্ত বা আটকে থাকে, যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করা হয়।" (সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং: ১০৭৮)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

হানাফী ফিকহের একটি অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও মৌলিক মাসআলা হলো—যাকাত ফরয হওয়ার পর তা আদায়ের পূর্বেই যদি সম্পদের মালিক মারা যায়, তবে তার হুকুম নিম্নরূপ:

স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হওয়া (سقوط الزكاة): হানাফী মাযহাব মতে, মৃত্যুর সাথে সাথে মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে যাকাতের বকেয়া দাবি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায়। উত্তরাধিকারীদের (ওয়ারিশ) মূল সম্পদ থেকে জোরপূর্বক এই যাকাত আদায় করা আইনিভাবে বৈধ নয়। কারণ যাকাত একটি ইবাদত, যার জন্য দাতার নিয়ত ও বেঁচে থাকা শর্ত ছিল।

ওসীয়ত করার সুরত: তবে মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়ত (Will) করে যায় যে—"আমার বকেয়া যাকাত যেন মাল থেকে দেওয়া হয়", তবে তার কাফন-দফন ও ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্টাংশের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) মাল থেকে ওয়ারিশদের ওপর ওই যাকাত আদায় করা শরিয়ত মতে ফরয হবে। ওসীয়ত না করলেও ওয়ারিশরা যদি নিজেদের পক্ষ থেকে ভালোবেসে তা দিয়ে দেয়, তবে তা নফল হিসেবে আদায় হয়ে যাবে এবং মৃত ব্যক্তি দায়মুক্ত হবে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-হেদায়া — ইমাম মারগিনানী (রহ.), ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, 'বাবুজ যাকাতিল ফাওত' (মৃত ব্যক্তির যাকাত অনুচ্ছেদ)।

ফাতোয়ায়ে শামী / রদ্দুল মুহতার — ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.), ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত।

তৃতীয় অধ্যায়; বিভিন্ন প্রকার সম্পদের যাকাত ও আধুনিক মাসআলা

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা যাকাত ফরয হওয়ার সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী জেনেছি। এই তৃতীয় অধ্যায়টি সবচেয়ে বিস্তারিত, প্রায়োগিক এবং সমসাময়িক (Contemporary) একটি আলোচনা। এখানে তাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে বাস্তব জীবনের নানাবিধ সম্পদের ওপর যাকাতের প্রয়োগ কীভাবে হবে, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হবে।

ইসলামের ক্লাসিক্যাল বা প্রাচীন যুগে যেসব সম্পদ দৃশ্যমান ছিল (যেমন: সোনা-রূপা, গবাদিপশু বা ফসল), সেগুলোর পাশাপাশি বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর জটিল ও আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তৈরি হওয়া নতুন নতুন স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের যাকাত কীভাবে হিসাব করতে হবে—তা শরীয়তের আধুনিক ফিকহী মাসআলার আলোকে এই অধ্যায়ে নিরূপণ করা হবে।

৩.১ স্বর্ণ ও রূপার যাকাত (Zakat on Gold and Silver)

ইসলামী শরীয়তে স্বর্ণ ও রৌপ্যকে মূলধন, বিনিময় মাধ্যম এবং চিরন্তন বর্ধনশীল সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়। এগুলো অলঙ্কার হিসেবে আলমারিতে থাকুক, বার বা বিস্কুট আকারে জমা থাকুক কিংবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাখা হোক—নির্দিষ্ট পরিমাণে (নিসাব) পৌঁছালে এবং এক বছর অতিবাহিত হলে এর ওপর ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করা ফরয। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যাকাত হিসাবের ক্ষেত্রে স্বর্ণ ও রৌপ্যকে অন্যতম প্রধান মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই টপিকটির মূল লক্ষ্য হলো অলস বা পুঞ্জীভূত ধাতব সম্পদকে অলস ফেলে না রেখে তা থেকে সমাজের অবহেলিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং এর মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থনীতিকে সচল রাখা।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখার ব্যাপারে এবং তার যাকাত না দেওয়ার পরিণতির বিষয়ে পবিত্র কুরআনে তীব্র হুঁশিয়ারি এসেছে:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

অনুবাদ: "আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত (জমা) করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় (যাকাত আদায়) করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন।" (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৪)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

স্বর্ণ ও রূপার অলংকার বা সম্পদের যাকাত আদায়ের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুনির্দিষ্ট নির্দেশ:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا :أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ :لَا .قَالَ" :أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟

অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে শুআইব (রহ.) তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন, এক নারী রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এলেন, তাঁর সাথে তাঁর এক কন্যা ছিল। কন্যার হাতে স্বর্ণের দুটি মোটা কংকন (চুড়ি) ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি কি এগুলোর যাকাত দাও?" সে বলল, না। তিনি বললেন—"কেয়ামতের দিন আল্লাহ যদি এই দুটির পরিবর্তে তোমাকে আগুনের দুটি চুড়ি পরিয়ে দেন, তবে কি তুমি পছন্দ করবে?" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ১৫৬৩; সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং: ৬৩৭)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

ব্যবহারে ছাড় না থাকার মাসআলা: হানাফী ফিকহের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র মাসআলা হলো—স্বর্ণ ও রূপা যেকোনো অবস্থায় থাকুক না কেন (তা জমিয়ে রাখা বার বা পিণ্ড হোক, কিংবা নিত্যদিনের ব্যবহারের অলংকার বা গহনা হোক), তা যদি নিসাব পরিমাণ (স্বর্ণ ৭.৫ ভরি এবং রূপা ৫২.৫ ভরি) হয়, তবে তার ওপর ২.৫% হারে যাকাত দেওয়া ফরয। (অন্যান্য কিছু মাযহাবে ব্যবহারের গহনায় যাকাত নেই বলা হলেও হানাফী মাযহাবে অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে ব্যবহারের অলংকারেও যাকাত ফরয)।

নিসাব পূরণের সূক্ষ্ম নিয়ম: যদি স্বর্ণ বা রূপা এককভাবে নিসাব পূরণ না করে (যেমন: ৪ ভরি স্বর্ণ আছে), কিন্তু তার সাথে কিছু রূপা বা নগদ টাকা থাকে, যা মিলালে রূপার নিসাবের মূল্যের সমান বা বেশি হয়ে যায়, তবে হানাফী ফিকহ মতে উভয় সম্পদকে একত্র করে রূপার নিসাবে যাকাত দিতে হবে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-হেদায়া (Al-Hidayah) — ইমাম বুরহানুদ্দিন আল-মারগিনানী (রহ.), ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, 'বাবুজ যাকাতিল যাহাব ওয়াল ফিদ্দাহ'।

বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাঈ — ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী (রহ.), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮।

৩.২ স্ত্রীর অলংকারের যাকাত কে দেবে (Responsibility for Zakat on Wife's Ornaments)

এটি সমসাময়িক মুসলিম পরিবারগুলোতে বহুল আলোচিত এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি ফিকহী মাসআলা। ইসলামে নারীর মালিকানার অধিকারকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যার ফলে স্ত্রীর বিয়ের মোহরানা বা উপহার হিসেবে পাওয়া স্বর্ণালঙ্কারের একক মালিক মূলত স্ত্রী নিজেই। হানাফী মাযহাবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, স্ত্রীর মালিকানাধীন অলঙ্কার যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তবে তার যাকাত আদায়ের মূল দায়িত্ব বা ফরয বিধানটি স্ত্রীর ওপরই বর্তায়; স্বামীর ওপর নয়। তবে স্ত্রী যদি উপার্জনে অক্ষম হন এবং স্বামী নিজের সন্তুষ্টিতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করে দেন, তবে তা সানন্দে আদায় হয়ে যাবে। থিসিসের এই অংশে পারিবারিক সম্প্রীতি রক্ষা এবং ব্যক্তিগত মালিকানার শরয়ী দায়বদ্ধতার বিষয়টি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

যাকাত যেহেতু ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর ফরয হয়, তাই আল-কুরআনে ব্যক্তিগত অর্জনের কথা বলা হয়েছে:

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

অনুবাদ: "সে (প্রত্যেক ব্যক্তি) যা উপার্জন করেছে তা তারই জন্য এবং সে যা কামাই করেছে তার দায় তারই ওপর বর্তাবে।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

নারীদেরকে সম্বোধন করে রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং যাকাত ও সদকা আদায়ের তাগিদ দিয়েছেন:

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ :خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর স্ত্রী হযরত জয়নব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন এবং বললেন— "হে নারী সমাজ! তোমরা সদকা (ও যাকাত) প্রদান করো, এমনকি তোমাদের অলংকার বা গহনা থেকে হলেও।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ১৪৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ১০০০)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

মালিকানার নিরূপণ: স্ত্রীর অলংকারের যাকাত কে দেবে, তা নির্ভর করে অলংকারটির মূল মালিকানার ওপর। বিয়েতে বা অন্য কোনো সময় স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে অলংকার যদি স্ত্রীকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়ে থাকে এবং স্ত্রী সেটার নিরঙ্কুশ মালিক (Malik-e-Taam) হন, তবে হানাফী ফিকহ অনুযায়ী সেই অলংকারের যাকাত দেওয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্ত্রীর নিজের। স্বামীর ওপর তা দেওয়া আইনিভাবে ফরয নয়।

স্বামীর আদায়ের সুরত: স্ত্রী যদি নিজে উপার্জনক্ষম না হন, তবে অলংকারের কিছু অংশ বিক্রি করে বা নিজের অন্য কোনো সম্পদ থেকে যাকাত দেবেন। তবে স্বামী যদি স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে নিজ দায়িত্বে স্ত্রীর পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করে দেন, তবে তা সানন্দে আদায় হয়ে যাবে এবং স্ত্রী দায়মুক্ত হবেন। কিন্তু স্বামী যদি অলংকার স্ত্রীকে পুরোপুরি মালিক বানিয়ে না দিয়ে শুধু ব্যবহারের জন্য দিয়ে থাকেন, তবে তার যাকাত স্বামীকেই দিতে হবে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

রদ্দুল মুহতার আলাদ... (ফাতোয়ায়ে শামী) — ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.), ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত।

ফাতোয়ায়ে ফরীদিয়া — মুফতি ফরীদ উদ্দিন (রহ.), অলংকারের মালিকানা ও যাকাত অধ্যায়।

৩.৩ নগদ অর্থ ও ব্যবসা পণ্যের যাকাত (Zakat on Cash and Business Merchandise)

আধুনিক অর্থনীতিতে স্বর্ণ বা রূপার চেয়েও নগদ অর্থ (কাগজের মুদ্রা, ব্যাংক ব্যালেন্স, ফিক্সড ডিপোজিট) এবং বাণিজ্যিক পণ্য বা ব্যবসার স্টক সবচেয়ে বড় সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। শরীয়তের পরিভাষায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে অর্জিত যেকোনো পণ্যই 'উরুযুত তিজারাহ' (تجارة عروض) বা বাণিজ্যিক সম্পদ। বছর শেষে ব্যাংকে বা হাতে জমা থাকা উদ্বৃত্ত নগদ টাকা এবং ব্যবসার জন্য রাখা বিক্রয়যোগ্য পণ্যের বর্তমান পাইকারি বাজারমূল্য একত্র করে যাকাত হিসাব করা আবশ্যক। এই টপিকটি আধুনিক যুগের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ এর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমেই দেশের বৃহৎ বাণিজ্যিক খাতের বিশাল অর্থ যাকাত তহবিলে যুক্ত হয়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

ব্যবসায়িক বা যেকোনো হালাল উপায়ে উপার্জিত সম্পদের উত্তম অংশ থেকে ব্যয়ের নির্দেশ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি যা জমি থেকে উৎপন্ন করে দিয়েছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ ব্যয় করো।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৬৭)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে রাখা মালের যাকাত মূল্যায়নের ব্যাপারে হাদিসের স্পষ্ট নির্দেশনা:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهَا

অনুবাদ: হযরত আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন— "উটের যাকাত দিতে হবে, ছাগলের যাকাত দিতে হবে এবং বিক্রয়ের কাপড়ের (ব্যবসায়িক পণ্যের) যাকাত দিতে হবে।" (সুনানে দারাকুতনী, হাদিস নং: ১৯১৮; মুস্তাদরাকে হাকিম)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

নগদ অর্থের মাসআলা: হাতের নগদ টাকা, ঘরে গচ্ছিত অর্থ, ব্যবসার ক্যাশ—সবই যাকাতযোগ্য সম্পদ। এগুলো সোনা বা রূপার নিসাবের সমমূল্যের হলেই বছর শেষে আড়াই শতাংশ (২.৫%) হারে যাকাত দিতে হবে।

ব্যবসার মালের মূল্যায়ন: ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিক্রির নিয়তে যা কিছু কেনা হয়েছে (তা জমি, ফ্ল্যাট, গাড়ি, কাপড় বা মুদি সামগ্রী যা-ই হোক) তাকে 'উরুযুত তিজারাহ' (عروض التجارة) বলা হয়। বছর শেষে এই মালগুলোর পাইকারী বাজারমূল্য হিসাব করে মোট মূল্যের ওপর ২.৫% যাকাত দেওয়া ফরয। কারখানার কাঁচামাল (Raw Materials) যা পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, তার ওপরও যাকাত আসবে; কিন্তু পণ্য তৈরির যন্ত্রপাতি বা ফিক্সড অ্যাসেটের ওপর যাকাত আসবে না।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-মাবসূত — শামসুল আইম্মা ইমাম সারাখসী (রহ.), ২য় খণ্ড, 'যাকাতু মালিৎ তিজারাহ' (ব্যবসায়িক মালের যাকাত পরিচ্ছেদ)।

ফাতোয়ায়ে আলমগীরী — উলামায়ে হিন্দ, ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, ৩য় পরিচ্ছেদ।

৩.৪ বিনিময় যোগ্য সম্পদ (Zakat on Exchangeable Assets / Financial Instruments)

আধুনিক অর্থনীতিতে নগদ টাকা ছাড়াও এমন অনেক আর্থিক উপাদান রয়েছে, যা সরাসরি মুদ্রা না হলেও খুব সহজেই এবং দ্রুততার সাথে মুদ্রায় রূপান্তর বা বিনিময় করা যায়। ফিকহের পরিভাষায় এবং আধুনিক যাকাত গবেষণায় এগুলোকে 'বিনিময় যোগ্য সম্পদ' বা লিকুইড অ্যাসেটস (Liquid Assets) বলা হয়। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের প্রাইজবন্ড, সঞ্চয়পত্র, শেয়ার সার্টিফিকেট, ডিবেঞ্চার এবং ট্রেজারি বিল। এই সম্পদগুলো মূলত মানুষের উদ্বৃত্ত পুঞ্জীভূত অর্থেরই একেকটি আধুনিক রূপ, যা মুনাফা বা সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা হয়। যেহেতু এগুলো বাজারে কেনাবেচা বা ভাঙানো সম্ভব এবং এর অন্তর্নিহিত আর্থিক মূল্য রয়েছে, তাই বছর শেষে এগুলোকে যাকাতযোগ্য সম্পদের মোট হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা এবং এর বর্তমান বাজারমূল্যের ওপর যাকাত দেওয়া বাধ্যতামূলক।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

শরিয়তের সাধারণ বিধি অনুযায়ী মালের সামগ্রিক হিসাব ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِم |صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

অনুবাদ: "তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন।" (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৩)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

অধিকার বা পাওনা আদায়ে অবহেলা না করার তাগিদ দিয়ে হাদিসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন— "যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে, তার আমানত (বা পাওনা) তাকে বুঝিয়ে দাও।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৩৫৩৫)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

বিনিময়যোগ্য আধুনিক কাগজের নোট ও বন্ড: আধুনিক অর্থনীতিতে ব্যবহৃত কাগজের টাকা (Fiat Currency), প্রাইজবন্ড, বা বিনিময়যোগ্য সিকিউরিটিজ মূলত স্বর্ণ বা রূপার স্থলাভিষিক্ত বা ক্রয়ক্ষমতার প্রতীক। হানাফী ফিকহের আধুনিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এগুলোর ওপর 'সমমূল্যের আইনি নীতি' (Thamanyah) কার্যকর হয়।

হিসাব পদ্ধতি: কারো কাছে প্রাইজবন্ড বা ফরেন কারেন্সি (বৈদেশিক মুদ্রা) থাকলে, যাকাতের হিসাবের দিন বাংলাদেশী টাকায় সেগুলোর যে বাজারমূল্য বা এক্সচেঞ্জ রেট থাকবে, সেই মূল্যের ওপর আড়াই শতাংশ যাকাত হিসাব করতে হবে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

ফিকহী মাকালাত — মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী, ১ম খণ্ড, কাগজের নোট ও বন্ডের যাকাত অধ্যায়।

ফাতোয়ায়ে উসমানী — মুফতি মুহাম্মদ রফী উসমানী, যাকাত অধ্যায়।

৩.৫ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক আমানত (Zakat on Financial Institutions and Bank Deposits)

বর্তমান যুগের অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ব্যাংক এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ তার উপার্জিত অর্থ ঘরে না রেখে নিরাপত্তা ও লভ্যাংশের আশায় ব্যাংকে বিভিন্ন মেয়াদী আমানত হিসেবে জমা রাখে; যেমন—কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, সেভিংস অ্যাকাউন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট (FDR) কিংবা ডিপিএস (DPS)। ইসলামী ফিকহের নিয়মানুযায়ী, ব্যাংকে জমা রাখা এই আমানতগুলোর ওপর ব্যক্তির পূর্ণ মালিকানা (মিলকিয়্যাহ তাম্মাহ) বজায় থাকে, যদিও তা ব্যাংকের হেফাজতে থাকে। তাই যাকাত হিসাবের সময় এই সমস্ত ব্যাংক আমানতের মূল অর্থ এবং (প্রচলিত সুদী ব্যাংকের ক্ষেত্রে মূল টাকা, সুদ বাদে এবং ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে অর্জিত হালাল মুনাফাসহ) মোট জমার ওপর যাকাত হিসাব করা ফরয। আধুনিক করপোরেট ও ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থাপনায় এই টপিকটির গুরুত্ব অপরিসীম।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

সম্পদ গুনে গুনে ব্যাংকে বা ভল্টে অলস জমা করে রাখার কুফল সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ *يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ *كَلَّا ۖ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

অনুবাদ: "যে সম্পদ জমা করে এবং তা গুনে গুনে রাখে। সে মনে করে যে, তার এই সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে। কখনই নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায় (জাহান্নামে)।" (সূরা আল-হুমাজাহ, আয়াত: ২-৪)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

যাকাত আদায় করে সম্পদকে সুরক্ষিত করার নির্দেশনা:

عَنْ حَسَنٍ الْبَصْرِيِّ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ

অনুবাদ: হযরত হাসান বসরী (রহ.) থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—"তোমরা যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তোমাদের ধন-সম্পদকে (ধ্বংসের হাত থেকে) সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করো।" (সুনানে আবু দাউদ ফী মারাসীলাহু; কিতাবুল আমওয়াল, হাদিস নং: ১৮০৪)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

ব্যাংক অ্যাকাউন্টের যাকাত: ব্যাংকে রাখা যেকোনো ধরনের আমানত—তা সেভিংস অ্যাকাউন্ট (Savings Account), কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, ডিপিএস (DPS) বা ফিক্সড ডিপোজিট (FDR) যা-ই হোক না কেন, তার ওপর যাকাত ফরয। বছর শেষে মূল জমার ওপর ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে।

সুদযুক্ত অ্যাকাউন্টের মাসআলা: যদি কোনো প্রথাগত বা বাণিজ্যিক ব্যাংকে টাকা রাখার কারণে সুদ (Interest) আসে, তবে সুদের ওই হারাম টাকার ওপর কোনো যাকাত নেই। বরং মূল জমানো টাকার ২.৫% যাকাত দিতে হবে এবং সুদের পুরো টাকাটা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরীবদের মাঝে সদকা বা বিলিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। ডিপিএস-এর ক্ষেত্রে প্রতি বছর যে পরিমাণ টাকা ব্যাংকে জমা হচ্ছে, বছর শেষে সেই জমাকৃত অংশের ওপর যাকাত আসবে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আহসানুল ফাতাওয়া — মুফতি রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী, ৪ খণ্ড, ব্যাংক ডিপোজিটের যাকাত পরিচ্ছেদ।

জাদীদ ফিকহী মাসায়েল — মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও যাকাত অধ্যায়।

৩.৬ ঋণ ও মূল্যবান সামগ্রী (Zakat on Debts and Precious Assets)

যাকাত হিসাবের ক্ষেত্রে 'ঋণ' (Debt) এবং 'মূল্যবান সামগ্রী' (Valuable Assets) একটি অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্ম অধ্যায়। প্রথমত, ঋণের ক্ষেত্রে বিষয়টি দ্বিমুখী—কারো কাছ থেকে ঋণ নেওয়া হলে তা যাকাতযোগ্য মোট সম্পদ থেকে বাদ যায়; আবার কাউকে ঋণ দেওয়া হলে (যা ফেরত পাওয়ার আশা আছে, যাকে ফিকহের ভাষায় 'দ্বাইন' বলা হয়) সেই অংকের ওপর পাওনাদারের যাকাত দিতে হয়। দ্বিতীয়ত, মূল্যবান সামগ্রী বলতে হীরা, জহরত, প্লাটিনাম কিংবা ব্যবহারের গাড়ি, বাড়ি ও জমিকে বোঝায়। হানাফী মাযহাবের মূল নীতি অনুযায়ী, ব্যবসার উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল ব্যক্তিগত ব্যবহার বা শখের বশে রাখা হীরা, ক্রিস্টাল বা মূল্যবান পাথরের ওপর যাকাত আসে না, এমনকি তা কোটি টাকার হলেও নয়; যাকাত কেবল স্বর্ণ, রৌপ্য ও বাণিজ্যিক পণ্যের

ওপর আসে। এই টপিকটি সম্পদ ও ঋণের ভারসাম্য বজায় রেখে নিখুঁত যাকাত নিরুপণে সাহায্য করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

ঋণগ্রস্ত ও অভাবী মানুষের অধিকারের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

অনুবাদ: "এবং তাদের ধন-সম্পদে যাচনাকারী ও বঞ্চিতদের সুনির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে।" (সূরা আজ-জারিয়াত, আয়াত: ১৯)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

পাওনা বা ঋণ আদায়ের পর যাকাত দেওয়ার ব্যাপারে হযরত উসমান (রা.)-এর ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় ফয়সালা:

عَنْ سَائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ، حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوا مِنْهُ الزَّكَاةَ

অনুবাদ: হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)-কে খুতবায় বলতে শুনেছি—"এই মাস (রমযান) তোমাদের যাকাত আদায়ের মাস। অতএব, যার ওপর কোনো ঋণ আছে সে যেন তা পরিশোধ করে দেয়, যাতে তোমাদের সম্পদ ঋণমুক্ত ও খাঁটি হয় এবং তোমরা তা থেকে যাকাত আদায় করতে পারো।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং: ১৭; কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবাইদ)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

দাতার ওপর থাকা ঋণ (الدين الذي عليه): যাকাতদাতার ওপর যদি এমন কোনো লৌকিক ঋণ থাকে যা তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য, তবে যাকাত গণনার সময় মোট সম্পদ থেকে ঋণের সমপরিমাণ টাকা বিয়োগ করতে হবে। ঋণ বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত আসবে, অন্যথায় নয়। (তবে দীর্ঘমেয়াদী গৃহঋণ বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোনের ক্ষেত্রে শুধু চলতি বছরের কিস্তির টাকা বাদ দেওয়া যাবে, পুরো লোন নয়)।

মূল্যবান সামগ্রী (হীরা, মুক্তা, প্ল্যাটিনাম): হানাফী ফিকহের সুনির্দিষ্ট মাসআলা অনুযায়ী—হীরা, জহরত, মুক্তা বা প্ল্যাটিনাম যতই মূল্যবান হোক না কেন, এগুলো যদি স্রেফ

ব্যবহারের জন্য বা শখের বসে রাখা হয়, তবে এগুলোর ওপর কোনো যাকাত নেই। কিন্তু এগুলো যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে (বিক্রির নিয়তে) রাখা হয়, তবে তার বাজারমূল্যের ওপর ২.৫% যাকাত ফরয হবে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-হেদায়া — ইমাম মারগিনানী (রহ.), ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, 'বাবুজ যাকাতিল দ্বীন' (ঋণের যাকাত অধ্যায়)।
বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাঈ — ইমাম কাসানী (রহ.), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬।

৩.৭ ব্যবসায়িক ও কৃষিভিত্তিক সম্পদ (Zakat on Agro-business and Live Assets)

ভূমি থেকে উৎপাদিত ফল ও ফসলের ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে আর্থিক ইবাদত ফরয করা হয়েছে, ফিকহের পরিভাষায় তাকে 'উশর' (عشر) বলা হয়, যা মূলত ফসলের যাকাত। পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে—"তোমরা জমি থেকে যা উৎপাদিত হয় তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ ব্যয় করো।" ফসলের এই যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিসাব এবং সেচ ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে হারের ভিন্নতা রয়েছে। হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী, জমি থেকে মানুষের খাদ্য বা উপার্জনের উদ্দেশ্যে যা কিছু উৎপাদিত হয় (তা কম হোক বা বেশি), তার ওপরই যাকাত বা উশর ওয়াজিব হয়। যদি ফসল প্রাকৃতিকভাবে বৃষ্টির পানিতে ফলে, তবে ১০% (উশর) এবং যদি কৃত্রিম উপায়ে অর্থ ও শ্রম দিয়ে সেচ দিতে হয়, তবে ৫% (অর্ধ-উশর) হারে যাকাত দিতে হয়, যা আল্লাহর দেওয়া রিযিকের প্রতি বান্দার এক অনন্য কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

ভূমির উৎপাদন এবং ব্যবসার সম্মিলিত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

অনুবাদ: "তোমরা তার ফল আহার করো যখন তা ফলবান হয়, এবং ফসল কাটার দিন তার হক (যাকাত/উশর) আদায় করো।" (সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১৪১)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে লালন-পালন করা পশুর যাকাত নির্ধারণের নিয়ম:

عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ :يَا حَمَّاسُ، أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ .فَقُلْتُ :مَا لِي مَالٌ إِلَّا جِعَابٌ وَأَدُمٌ .فَقَالَ :قَوِّمْهَا قِيمَةً ثُمَّ أَدِّ زَكَاةَ ذَلِكَ

অনুবাদ: হযরত আবু আমর ইবনে হাম্মাস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আমাকে নির্দেশ দিয়ে বললেন: হে হাম্মাস! তোমার মালের যাকাত দাও। আমি বললাম: আমার তো চামড়া আর তীরের খাপ ছাড়া কোনো মাল নেই। উমর (রা.) বললেন: ওগুলোর বর্তমান বাজারমূল্য হিসাব করো, তারপর তার যাকাত আদায় করো।" (কিতাবুল আমওয়াল, ইবনে زنجويه, হাদিস নং: ৯৫৫; সুনানে বাইহাকী)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

বাণিজ্যিক খামার (Poultry & Dairy Farm): যদি কেউ ব্যবসার উদ্দেশ্যে ডেইরি ফার্ম, পোল্ট্রি ফার্ম বা মাছের চাষ করে, তবে হানাফী ফিকহ মতে উৎপাদিত পশুর সংখ্যার ওপর যাকাত আসবে না; বরং বছর শেষে খামারে বিক্রির উপযোগী যে মাছ, মুরগি বা গরু রয়েছে সেগুলোর মোট 'পাইকারী বাজারমূল্য' হিসাব করে নগদ টাকার মতো ২.৫% যাকাত দিতে হবে। কারখানার শেড বা স্থায়ী খাঁচার ওপর যাকাত আসবে না।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

ফাতোয়ায়ে তাতারখানিয়া — আল্লামা আলিম ইবনুল আলা, কিতাবুয যাকাত, ব্যবসার মাল পরিচ্ছেদ।

রদ্দুল মুহতার (ফাতোয়ায়ে শামী) — ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.), ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত।

৩.৮ জমিতে উৎপাদিত ফল ও ফসলের যাকাত বা উশর (Zakat on Agricultural Produce / Ushr)

ভূমি থেকে উৎপাদিত ফল ও ফসলের ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে আর্থিক ইবাদত ফরয করা হয়েছে, ফিকহের পরিভাষায় তাকে 'উশর' (عشر) বলা হয়, যা মূলত

ফসলের যাকাত। পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে—"তোমরা জমি থেকে যা উৎপাদিত হয় তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ ব্যয় করো।" ফসলের এই যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিসাব এবং সেচ ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে হারের ভিন্নতা রয়েছে। হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী, জমি থেকে মানুষের খাদ্য বা উপার্জনের উদ্দেশ্যে যা কিছু উৎপাদিত হয় (তা কম হোক বা বেশি), তার ওপরই যাকাত বা উশর ওয়াজিব হয়। যদি ফসল প্রাকৃতিকভাবে বৃষ্টির পানিতে ফলে, তবে ১০% (উশর) এবং যদি কৃত্রিম উপায়ে অর্থ ও শ্রম দিয়ে সেচ দিতে হয়, তবে ৫% (অর্ধ-উশর) হারে যাকাত দিতে হয়, যা আল্লাহর দেওয়া রিযিকের প্রতি বান্দার এক অনন্য কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

মাটি থেকে উৎপাদিত ফসলের যাকাত ফরয হওয়ার স্পষ্ট ঐশ্বরিক আইন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি (ফসলাদি), তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ ব্যয় করো।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৬৭)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

ফসলের যাকাতের পরিমাণ বৃষ্টির পানি ও কৃত্রিম সেচের ওপর ভিত্তি করে রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্ধারণ করেছেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—"যে জমিতে বৃষ্টির পানি, ঝর্ণা বা মাটির নিচের প্রাকৃতিক আর্দ্রতায় ফসল ফলে, তাতে 'উশর' বা ১০ ভাগের ১ ভাগ (১০%) যাকাত; আর যা কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়, তাতে 'নিসফে উশর' বা ২০ ভাগের ১ ভাগ (৫%) যাকাত ফরয।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ১৪৮৩)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

ফসলের পরিমাণের কোনো সীমা বা নিসাব নেই: ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও অনন্য মাসআলা হলো—ভূমির উৎপাদিত ফসলে যাকাত বা উশর ফরয হওয়ার জন্য কোনো 'সর্বনিম্ন পরিমাণ' বা নিসাব শর্ত নয়। ফসল কম হোক বা বেশি হোক (ধান, গম, শাকসবজি, ফলমূল যা-ই হোক), জমি থেকে যা-ই উৎপাদিত হবে, তার ১০% বা ৫% যাকাত দিতে হবে। (অন্যান্য মাযহাবে ৫ ওয়াসাক বা প্রায় ৫৪ মন ফসলের শর্ত থাকলেও হানাফী মাযহাবে গরীবের কল্যাণে সামান্য ফসলেও উশর ফরয করা হয়েছে)।

উশর কখন ফরয হয়: ফসলের ক্ষেত্রে বছর অতিক্রম হওয়া শর্ত নয়। বছরে যতবার ফসল ঘরে উঠবে, ততবারই ফসল কাটার পর উশর আদায় করতে হবে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-মাবসূত — শামসুল আইম্মা ইমাম সারাখসী (রহ.), ২য় খণ্ড, 'কিতাবুল উশর' (ফসলের যাকাত অধ্যায়)।

আহকামুল কুরআন — ইমাম আবু বকর জাসসাস হানাফী (রহ.), সূরা বাকারার ২৬৭ নম্বর আয়াতের তাফসীর।

৩.৯ অংশীদারী জমিতে উৎপাদিত শস্যের যাকাতের বিধান (Zakat on Shared Agricultural Land)

সমসাময়িক এবং ঐতিহ্যগত কৃষিব্যবস্থায় যৌথ মালিকানা বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চাষাবাদ (যেমন: বর্গা চাষ, ইজারা বা যৌথ খামার) একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। ফিকহ শাস্ত্রে এই অংশীদারী জমির উৎপাদিত ফসলের যাকাত বা উশরের হুকুম অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যখন একাধিক ব্যক্তি যৌথভাবে কোনো জমির মালিক হন কিংবা জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে ফসল ভাগাভাগির চুক্তি (মুযারাআহ) থাকে, তখন উৎপাদিত ফসলের যাকাত কার ওপর এবং কীভাবে ফরয হবে—তা নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি। হানাফী ফিকহের মূলনীতি অনুযায়ী, ফসল কাটার পর যার যার প্রাপ্ত অংশের অনুপাত এবং তার ওপর ব্যয়ের হিসাব করে প্রত্যেকের ওপর পৃথকভাবে বা যৌথভাবে উশর আদায়ের দায়বদ্ধতা তৈরি হয়। এই টপিকটি গ্রামীণ অর্থনীতি ও অংশীদারী কৃষির আইনী ও ইনসাফভিত্তিক সমাধান নিশ্চিত করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

যেকোনো যৌথ কাজে সততা ও ইনসাফ বজায় রাখার সাধারণ নির্দেশ:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

অনুবাদ: "এবং শরিকদের (অংশীদারদের) অনেকেই একে অপরের ওপর জুলুম করে থাকে; তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে।" (সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৪)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

যৌথ মালের যাকাত হিসাবায়নে শরিয়তের মূলনীতি:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ :وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

অনুবাদ: হযরত আনস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে যাকাতের ফরয বিধান লিখে পাঠিয়েছিলেন, যা আল্লাহ তাঁর রাসুলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—"যখন কোনো সম্পদে দুজন অংশীদার থাকবে, তখন তারা উভয়ে নিজেদের হিসাব সমানভাবে সমন্বয় করে নেবে।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ১৪৫০)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

বর্গা চাষ বা যৌথ চাষের মাসআলা (المزارعة): যদি কোনো জমি যৌথ মালিকানাধীন থাকে অথবা বর্গা চাষের (মালিক ও কৃষকের চুক্তিতে) ভিত্তিতে ফসল চাষ করা হয়, তবে হানাফী ফিকহ অনুযায়ী উৎপাদিত মোট ফসলের ওপর উশর কার্যকর হবে।

উশর দেওয়ার দায়িত্ব কার: ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ফসলের উশর মূলত জমির উসিলায় ফরয হয়, তাই উশর দেওয়ার মূল দায়িত্ব জমির মালিকের। তবে হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত দুই ইমাম—ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর ফাতওয়াযোগ্য মত হলো—ফসল বণ্টনের পর জমির মালিক তার প্রাপ্ত অংশের উশর (১০% বা ৫%) দেবেন এবং চাষী বা বর্গাদার তার প্রাপ্ত অংশের উশর আলাদাভাবে আদায় করবেন। বর্তমান যুগে এই মতটিই অধিক ইনসাফপূর্ণ ও কার্যকর।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-হেদায়া — ইমাম মারগিনানী (রহ.), কিতাবুল মুযারাআহ ও কিতাবুল উশর অংশ। ফাতোয়ায়ে হিন্দিয়া / আলমগীরী — ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, ফসলের অংশীদারী পরিচ্ছেদ।

৩.১০ কৃষিপণ্যের যাকাতের নোভাব বা সূক্ষ্ম বিষয়াদি (Subtleties and Exemptions in Agricultural Zakat)

কৃষিপণ্যের যাকাত বা উশরের ক্ষেত্রে 'নোভাব' বা এর অন্তর্নিহিত হিকমত ও দর্শনটি অত্যন্ত গভীর। মানুষ যখন জমিতে বীজ রোপণ করে, তখন রোদ, বৃষ্টি, আবহাওয়া এবং মাটির উর্বরতার মতো প্রাকৃতিক নিয়ামকগুলোর ওপর তাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়—যা একান্তই আল্লাহর দান। তাই উশর আদায়ের মূল চেতনা বা মনোভাব হলো আল্লাহর এই অসীম কুদরত ও রিযিকের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এটি কেবল একটি কর বা আর্থিক বাধ্যবাধকতা নয়, বরং এর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির অভাবী ও প্রান্তিক কৃষিশ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। থিসিসের এই অংশে ফসলের যাকাত ব্যবস্থার আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

শরিয়তের নিয়মে পরিমিতিবোধ ও অপচয় রোধের নির্দেশ:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ

অনুবাদ: "আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র রিযিক দিয়েছি তা থেকে আহার করো এবং এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না।" (সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৮১)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

জ্বালানি বা গৃহস্থালীর সাধারণ কাঠের ওপর যাকাত বা উশর না থাকার বিবরণ:

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كَتَبَ مُعَاذٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخُضْرَوَاتِ وَهِيَ الْقَضْبُ، فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ

অনুবাদ: হযরত তাউস (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত মুআজ (রা.) নবী করীম (সা.)-এর কাছে শাকসবজি ও বাগানের লাকড়ির উশর সম্পর্কে জানতে চেয়ে চিঠি লিখলেন।

নবীজী (সা.) উত্তর দিলেন—"এগুলোতে কোনো উশর বা যাকাত নেই (যা সাধারণ জ্বালানি বা তাৎক্ষণিক নষ্ট হওয়ার মতো)।" (সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং: ৬৩৮; কিতাবুল আমওয়াল)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

ব্যতিক্রমী বা ছাড়প্রাপ্ত বস্তুসমূহ: ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, জমি থেকে উৎপাদিত প্রায় সব জিনিসেই উশর ফরয হলেও কিছু সুনির্দিষ্ট জিনিসে ছাড় দেওয়া হয়েছে। যেমন—জমিতে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ঘাস, জ্বালানি কাঠ, বাঁশ, খেজুর পাতার কঞ্চি এবং হুলবা (মেথি দানা) ইত্যাদি যা সাধারণত মানুষের মূল খাদ্য বা খাদ্যশস্য নয়, বরং অপ্রয়োজনীয় বা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর ওপর উশর বা যাকাত ফরয নয়।

জমি চাষের খরচের মাসআলা: উশর (১০% বা ৫%) বের করার সময় জমি চাষের বীজ, সার, কীটনাশক বা কামলা (শ্রমিক) খরচের টাকা মোট ফসল থেকে আগে বিয়োগ করা যাবে না। ফসল কাটার পর মোট যা উৎপাদন হবে, তার ওপরই সরাসরি ১০% বা ৫% হিসাব করতে হবে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাঈ — ইমাম কাসানী (রহ.), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৭।
ফাতোয়ায়ে শামী — কিতাবুয যাকাত, 'বাবুল উশর' পরিচ্ছেদ।

৩.১১ গবাদি পশুর যাকাত আদায়ের বিধান (Zakat on Livestock / Soimah)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে এবং ঐতিহ্যগত অর্থনীতিতে গবাদি পশু (উট, গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া) ছিল মানুষের সম্পদ ও জীবিকার অন্যতম প্রধান উৎস। ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় যে সমস্ত পশু বছরের অধিকাংশ সময় গৃহপালিত না রেখে চারণভূমিতে চরে ঘাস খেয়ে জীবনধারণ করে এবং যেগুলো মূলত বংশবৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদনের জন্য লালন-পালন করা হয়, সেগুলোকে 'সায়েমাহ' (سائمة) বলা হয়। এই সায়েমাহ বা গবাদি পশু নির্দিষ্ট সংখ্যায় (নিসাবে) পৌঁছালে তার ওপর বিশেষ নিয়মে যাকাত ফরয হয়। তবে আধুনিক যুগে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পোল্ট্রি ফার্ম, ডেইরি ফার্ম বা খামারে

যেসব পশু লালন-পালন করা হয়, সেগুলোর যাকাত পশুর সংখ্যা দিয়ে নয়, বরং ব্যবসার পণ্য (উরুযুত তিজারাহ) হিসেবে এর আর্থিক মূল্যের ওপর হিসাব করা হয়—যা থিসিসের এই অংশে বিস্তারিত রূপ পেয়েছে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

মানবজাতির কল্যাণে গবাদি পশুর সৃষ্টি ও নেয়ামতের বিবরণ:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

অনুবাদ: "এবং গবাদি পশুগুলো তিনিই সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য তাতে শীতবস্ত্রের সামগ্রী ও বহু উপকার রয়েছে এবং সেগুলো থেকে তোমরা আহার করে থাকো।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

গবাদি পশুর যাকাত আদায় না করার কঠোর পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে হাদিস:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا

অনুবাদ: হযরত আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—"যে ব্যক্তি উট, গরু বা ছাগল-ভেড়ার মালিক কিন্তু তার যাকাত আদায় করে না, কেয়ামতের দিন সেই পশুগুলো দুনিয়ার চেয়ে অনেক বড় ও মোটাতাজা হয়ে আসবে এবং মালিককে মাটিতে শুইয়ে তাদের খুর দিয়ে মাড়াবে এবং শিং দিয়ে গুঁতো মারবে।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ১৪৬০; সহীহ মুসলিম)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

সায়িমাহ বা চরে খাওয়া পশুর শর্ত: হানাফী ফিকহ মতে, গবাদি পশুর (উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া) ওপর সংখ্যার ভিত্তিতে যাকাত ফরয হওয়ার জন্য পশুগুলোকে অবশ্যই 'সায়িমাহ' (السائمة) হতে হবে। সায়িমাহ মানে—যে পশুগুলো বছরের অর্ধেকের বেশি সময় বাইরের খোলা মাঠে বা চারণভূমিতে প্রাকৃতিকভাবে চরে ঘাস খায়, যার জন্য মালিকের কোনো খাদ্য কিনতে হয় না।

নিসাবের হিসাব: গরুর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন নিসাব হলো ৩০টি (৩০টি গরু চরে খেলে ১টি ১ বছর বয়সী বাছুর যাকাত)। ছাগল-ভেড়ার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন নিসাব হলো ৪০টি (৪০টি

ছাগলে ১টি ছাগল যাকাত)। তবে যে পশুগুলো ঘরে রেখে টাকা দিয়ে খাদ্য কিনে লালন-পালন করা হয় (হাল চাষ বা দুধের জন্য), সেগুলোর ওপর পশুর সংখ্যার কোনো যাকাত নেই।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-হেদায়া — ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, 'বাবুজ যাকাতিস সাওয়াইম' (গবাদি পশুর যাকাত অধ্যায়)।
ফাতোয়ায়ে তাতারখানিয়া — কিতাবুয যাকাত, পশুর নিসাব পরিচ্ছেদ।

৩.১২ হজ্বের উদ্দেশ্যে বা ঘরবাড়ি নির্মাণ, ছেলে-মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য জমানো টাকার ওপর যাকাত (Zakat on Savings for Hajj, Housing, or Marriage)

এটি বর্তমান মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর, প্রায়োগিক এবং বহুল জিজ্ঞাসিত মাসআলা। অনেক মানুষ ভবিষ্যতে পবিত্র হজ্ব পালন, মাথা গোঁজার জন্য নিজস্ব ঘরবাড়ি নির্মাণ কিংবা সন্তান-সন্ততির বিয়ের খরচের জন্য বছরের পর বছর ধরে ব্যাংকে বা সঞ্চয়পত্রে টাকা জমিয়ে রাখেন। ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে, এই জমানো টাকা যদিও একটি নির্দিষ্ট ও নেক উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা হয়েছে, তবুও তা বর্তমানে ব্যক্তির পূর্ণ মালিকানাধীন উদ্বৃত্ত নগদ অর্থ। হানাফী মাযহাবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই জমানো অর্থ যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়, তবে উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, তার ওপর প্রতি বছর ২.৫% হারে যাকাত দেওয়া ফরয। এই বিধানটি প্রমাণ করে যে, নিয়ত যতই ভালো হোক, যাকাতযোগ্য অলস অর্থকে সমাজ ও দরিদ্রের কল্যাণে নিয়োজিত করার শরয়ী বাধ্যবাধকতা সবার ওপরে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা উদ্বৃত্ত সম্পদের সাধারণ নির্দেশনা:

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

অনুবাদ: "আর যারা যাকাত আদায়ে সদা সক্রিয়।" (সূরা আল-মু'মিনূন, আয়াত: ৪)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

সম্পদ এক বছর অলস পড়ে থাকলে তার ওপর যাকাত আসার সাধারণ নিয়ম:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ" :لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"

অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন—"কোনো সম্পদে যাকাত নেই, যতক্ষণ না তার ওপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং: ১৭৯২)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

উদ্দেশ্য যাই হোক যাকাত ফরযের মাসআলা: এটি বর্তমান যুগের একটি অত্যন্ত জরুরি বাস্তবমুখী মাসআলা। কোনো ব্যক্তি যদি হজ্ব করার উদ্দেশ্যে, নিজের থাকার বাড়ি বানানোর উদ্দেশ্যে, জমি কেনার উদ্দেশ্যে কিংবা ছেলে-মেয়ের বিয়ের খরচ চালানোর উদ্দেশ্যে ব্যাংকে বা ঘরে টাকা জমিয়ে রাখে, এবং সেই জমানো টাকা যদি রূপার নিসাব পরিমাণ হয় এবং তা জমানো অবস্থায় এক বছর অতিবাহিত হয়—তবে হানাফী ফিকহ অনুযায়ী তার ওপর ২.৫% হারে যাকাত দেওয়া ফরয।

ফিকহী যুক্তিসূত্র: হানাফী মাযহাবের মূলনীতি হলো, যতক্ষণ না টাকাটি বাস্তবে ওই কাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ তা ব্যক্তির মালিকানায় 'উদ্বৃত্ত ও বর্ধনশীল নগদ অর্থ' হিসেবেই গণ্য হবে। তাই স্রেফ "ভবিষ্যতের নিয়ত" বা নিয়তের কারণে ফরয যাকাত মাফ হবে না। তবে যাকাতের তারিখ আসার পূর্বেই যদি টাকাটি বাস্তবে বাড়ি নির্মাণ বা হজ্বের এজেন্সিকে দিয়ে দেওয়া হয়, তবে সেই অংশের ওপর যাকাত আসবে না।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার (ফাতোয়ায়ে শামী) — ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.), ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, 'হাজাতে আসলিয়াহ' (মৌলিক প্রয়োজন) অনুচ্ছেদ।

ফাতোয়ায়ে মাহমুদিয়া — মুফতি মাহমুদ হাসান গঙ্গোহী (রহ.), ১৩তম খণ্ড, জমানো টাকার যাকাত অধ্যায়।

৩.১৩ যে সব জিনিসের ওপর যাকাত ফরজ নয় (Non-Zakatable Assets / Exempted Properties)

যাকাত ব্যবস্থার একটি অন্যতম ভারসাম্যপূর্ণ দিক হলো, ইসলাম মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ও ব্যবহারের সামগ্রীকে যাকাতের আওতামুক্ত রেখেছে। ফিকহের পরিভাষায় মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চলাচলের বাহন এবং পেশাগত কাজের যন্ত্রপাতিকে 'হাজাতে আসলিয়াহ' (حاجت اصلی) বা মৌলিক প্রয়োজন বলা হয়। একজন মানুষের থাকার বাড়ি, যাতায়াতের ব্যক্তিগত গাড়ি, ঘরের আসবাবপত্র, পরিধানের সাধারণ পোশাক এবং পড়াশোনার বই বা কারখানার যন্ত্রপাতির মূল্য যতই বেশি হোক না কেন, এগুলোর ওপর কোনো যাকাত আসে না। এমনকি ব্যবসার উদ্দেশ্যে না রেখে কেবল দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষার জন্য কেনা জমি বা ফ্ল্যাটের ওপরও যাকাত ফরয হয় না। এই নিয়মটি এটিই স্পষ্ট করে যে, ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কোনো আর্থিক বোঝা চাপায় না, বরং কেবল উদ্বৃত্ত ও প্রবৃদ্ধিশীল সম্পদের ওপরই যাকাত ধার্য করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

মৌলিক প্রয়োজন ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের সামগ্রীর ওপর আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

অনুবাদ: "আপনি ক্ষমা বা সহনশীলতার নীতি অবলম্বন করুন (প্রয়োজনের অতিরিক্ত সহজ সম্পদ গ্রহণ করুন), সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চলুন।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৯৯)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস ও সেবামূলক মালের যাকাত মওকুফের স্পষ্ট দলিল:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন— "মুসলিমের ওপর তার নিজের (ব্যক্তিগত ব্যবহারের) গোলাম বা ক্রীতদাস এবং নিজের (চড়ার) ঘোড়ার ওপর কোনো যাকাত নেই।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ১৪৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ৯৮২)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

হানাফী ফিকহের সুনির্দিষ্ট কায়দা অনুযায়ী মানুষের জীবনযাত্রার মৌলিক সামগ্রী বা স্থাবর সম্পত্তির ওপর কোনো যাকাত নেই, তা যতই মূল্যবান হোক না কেন। এগুলো হলো:

বাসস্থানের বাড়ি ও জমি: নিজের বসবাসের বাড়ি, ফ্ল্যাট বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের প্লট।

যাতায়াতের বাহন: নিজের বা পরিবারের ব্যবহারের গাড়ি, মোটরসাইকেল বা বাইসাইকেল।

ঘরের আসবাবপত্র: ফ্রিজ, এসি, খাট, সোফা, পরিধেয় বস্ত্র এবং রান্নার তৈজসপত্র।

পেশাগত যন্ত্রপাতি: ডাক্তারদের মেডিকেল ইক্যুইপমেন্ট, দর্জিদের সেলাই মেশিন, লেখকদের বইপুস্তক এবং কারখানার পণ্য উৎপাদনের স্থায়ী ভারী যন্ত্রপাতি (Plant & Machinery)।

ভাড়ার সম্পত্তি: যে বাড়ি বা গাড়ি নিজে ব্যবহারের জন্য নয়, বরং ভাড়া দিয়ে টাকা আয়ের জন্য রাখা হয়েছে, সেই বাড়ি বা গাড়ির মূল দামের ওপর কোনো যাকাত নেই; তবে তা থেকে প্রাপ্ত ভাড়ার টাকা যদি বছর শেষে নিসাব পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে, তবে শুধু সেই নগদ টাকার ওপর যাকাত আসবে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-হেদায়া — ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, 'বাবুল আমওয়ালিল্লাতী লা যাকাতা ফীহা' (যাকাতমুক্ত সম্পদের বিবরণ)।

বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাঈ — ইমাম কাসানী (রহ.), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১।

চতুর্থ অধ্যায়: ঋণ, দেনমোহর এবং যাকাত আদায়ের বিশেষ পদ্ধতিসমূহ

চতুর্থ অধ্যায়টি যাকাত হিসাবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জটিল, স্পর্শকাতর এবং বাস্তবমুখী (Practical) আইনি সমস্যাগুলোর সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অনেক সময় নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মানুষের বাস্তব জীবনে নানাবিধ দেনা-পাওনা বা বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি হয়, যা যাকাতের হিসাবকে প্রভাবিত করে।

এই অধ্যায়ে মূলত দুটি প্রধান দিক আলোচনা করা হবে। প্রথমত, ঋণ (Debt) এবং দেনমোহর (Dower) কীভাবে একজন ব্যক্তির যাকাতযোগ্য সম্পদকে হ্রাস বা বৃদ্ধি করে—তার চুলচেরা ফিকহী বিশ্লেষণ। দ্বিতীয়ত, যাকাত কেবল নিজে হাতে দেওয়াই একমাত্র পথ নাকি বিকল্প বা পরোক্ষ কোনো উপায়ে (যেমন: এজেন্টের মাধ্যমে, সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়ে) আদায় করা শরীয়তসম্মত, সেই পদ্ধতিগত দিকগুলো এই অধ্যায়ে পরিষ্কার করা হবে।

৪.১ ঋণ বা পাওনা প্রসঙ্গ (Rulings on Outstanding Debts in Zakat)

মানবসমাজে পারস্পরিক অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে 'ঋণ' (Debt) একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য বিষয়। তবে যাকাত হিসাব করার সময় এই ঋণ বা পাওনা একটি অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্ম প্রভাব ফেলে। ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে ঋণকে দুই ভাগে দেখা হয়—ব্যক্তির নিজের ওপর থাকা ঋণ এবং অন্যের কাছে ব্যক্তির পাওনা ঋণ। হানাফী মাযহাবের মূলনীতি অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যদি ঋণগ্রস্ত হন, তবে যাকাতযোগ্য মোট সম্পদ থেকে তার ঋণের পরিমাণ বাদ দিতে হয়। কারণ, ঋণের টাকা মূলত পাওনাদারের হক, যাকাতদাতার নিজস্ব উদ্বৃত্ত সম্পদ নয়। থিসিসের এই অংশটি মূলত ঋণ ও যাকাতের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এর ফলে যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে যে আইনী পরিবর্তন আসে, তা নিয়ে প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

ঋণ বা পাওনা আদায়ে শরিয়তের সাধারণ তাগিদ এবং ইনসাফের গুরুত্ব কুরআনে এভাবে এসেছে:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অনুবাদ: "আর যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর যদি তোমরা তা সদকা (মাফ) করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম, যদি তোমরা জানতে।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮০)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

ঋণের কারণে যাকাতযোগ্য সম্পদে যে প্রভাব পড়ে, সে সম্পর্কে খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উসমান (রা.)-এর ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় ঘোষণা:

عَنْ سَائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ، حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوا مِنْهُ الزَّكَاةَ

অনুবাদ: হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)-কে খুতবায় বলতে শুনেছি—"এই মাস তোমাদের যাকাত আদায়ের মাস। অতএব, যার ওপর কোনো ঋণ (দেনা) আছে সে যেন তা পরিশোধ করে দেয়, যাতে তোমাদের সম্পদ ঋণমুক্ত ও খাঁটি হয় এবং তোমরা অবশিষ্ট সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করতে পারো।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং: ১৭; কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবাইদ)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

ঋণের প্রভাব: হানাফী ফিকহ মতে, যাকাতদাতার ওপর যদি এমন কোনো মানুষের ঋণ (দেনা) থাকে যা তাৎক্ষণিক দাবিযোগ্য, তবে যাকাত গণনার সময় তার মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে সেই ঋণের সমপরিমাণ টাকা বিয়োগ করতে হবে।

মাসআলা: ঋণ বাদ দেওয়ার পর যদি অবশিষ্ট সম্পদ নিসাব পরিমাণের চেয়ে কম হয়ে যায়, তবে তার ওপর যাকাত ফরয হবে না। তবে মনে রাখতে হবে, আল্লাহর হক বা বকেয়া ইবাদতের ঋণ (যেমন: বকেয়া কাফফারা বা মান্নতের টাকা) এবং দীর্ঘমেয়াদী লোনের যে অংশ এখনই পরিশোধ করতে হচ্ছে না, তা মোট সম্পদ থেকে বাদ দেওয়া যাবে না।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-হেদায়া (Al-Hidayah) — ইমাম বুরহানুদ্দিন আল-মারগিনানী (রহ.), ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত।
বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাঈ — ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী (রহ.), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬, 'বয়ানু শরাইতিল ওজুব'।

৪.২ ধার দেওয়া টাকার যাকাত (Zakat on Loaned-out Money / Claims)

কাউকে টাকা ধার বা কর্জ দেওয়ার পর সেই অর্থ সাময়িকভাবে নিজের হাতে থাকে না ঠিকই, কিন্তু এর মূল মালিকানা পাওনাদারেরই রয়ে যায়। ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় অন্যের কাছে আটকে থাকা এই পাওনা অর্থকে 'দ্বাইন' (دين) বলা হয়। হানাফী ফিকহে এই ধার দেওয়া টাকার যাকাত আদায়ের ব্যাপারে বিস্তারিত ও চমৎকার নিয়ম রয়েছে। যদি ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সুনিশ্চিত আশা থাকে, তবে তাকে 'দ্বাইনে কাবিয' বা শক্তিশালী ঋণ বলা হয় এবং সেই টাকার ওপর প্রতি বছরের যাকাত হিসাব করা ফরয। তবে পাওনাদার চাইলে টাকাটা যখন হাতে ফেরত পাবেন, তখন পেছনের বিগত বছরের যাকাতগুলো একত্রে আদায় করতে পারেন, অথবা প্রতি বছর নিজের পকেটের অন্য টাকা থেকে এর যাকাত দিয়ে দিতে পারেন। এই নিয়মটি ব্যক্তির অদৃশ্য সম্পদের ওপরও শরয়ী অধিকার বজায় রাখে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

পাওনা সম্পদ যে আদায়ের যোগ্য এবং তা নিজের মালিকানাধীন মাল, তার ইশারা কুরআনে এসেছে:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِم |حَقٌّ مَعْلُومٌ

অনুবাদ: "এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত অধিকার (হক) রয়েছে।" (সূরা আল-মাআরিজ, আয়াত: ২৪)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

অন্যের কাছে থাকা পাওনা টাকার যাকাত আদায়ের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের আমল:

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الدَّيْنِ قَالَ :كُلُّ دَيْنٍ لَكَ تَرْجُو أَخْذَهُ فَإِنَّ عَلَيْكَ زَكَاتَهُ كُلَّمَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

অনুবাদ: হযরত আইয়ুব (রহ.) সাঈদ ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে উমর (রা.) অন্যের কাছে থাকা ঋণের (পাওনা টাকার) ব্যাপারে বলেছেন—"তোমার এমন প্রতিটি ঋণ যা তুমি ফেরত পাওয়ার আশা রাখো, তার ওপর প্রতি বছর বছর যাকাত দেওয়া তোমার কর্তব্য।" (কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবাইদ, হাদিস নং: ১২৫৮; মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

হানাফী ফিকহে অন্যের কাছে থাকা পাওনা বা ঋণকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তবে সাধারণ 'ধার দেওয়া টাকা'কে 'দইনে কভী' (الدين القوي) বা শক্তিশালী পাওনা বলা হয়:

মাসআলা: কাউকে ধার দেওয়া টাকা বা ব্যবসার মাল বিক্রি করে পাওনা টাকা যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তবে তার ওপর প্রতি বছরই যাকাত ফরয হয়। তবে টাকাটা যেহেতু বর্তমানে নিজের হাতে নেই, তাই ফিকহী নিয়ম হলো—টাকাটা যতদিন গ্রহীতার কাছে থাকবে, ততদিন প্রতি বছর যাকাত আদায় করা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু টাকাটা যখনই ফেরত পাওয়া যাবে, তখন বিগত যত বছর টাকাটা অন্যের কাছে ছিল, সব বছরের যাকাত হিসাব করে একসাথে পিছনের হিসাবসহ আদায় করতে হবে। কেউ চাইলে প্রতি বছর অগ্রিমও দিয়ে দিতে পারে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

রদ্দুল মুহতার আলাদ... (ফাতোয়ায়ে শামী) — ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.), ২য় খণ্ড, 'বাবুজ যাকাতিল দ্বীন' (ঋণের যাকাত পরিচ্ছেদ)।

ফাতোয়ায়ে আলমগীরী / হিন্দিয়া — উলামায়ে হিন্দ, ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, প্রথম অধ্যায়।

৪.৩ পাওনা টাকা যাকাতের নিয়তে মাফ করা যাবে কি না (Waiving a Debt with the Intention of Zakat)

এটি আধুনিক সমাজে বহুল জিজ্ঞাসিত এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি ব্যবহারিক মাসআলা। অনেক সময় দেখা যায়, একজন অভাবী মানুষ কারো কাছ থেকে ধার নিয়ে তা আর পরিশোধ করতে পারছেন না। এমতাবস্থায় পাওনাদার চিন্তা করেন যে, ঐ পাওনা টাকাটা আদায় না করে যদি দরিদ্র ব্যক্তির ঋণ মওকুফ করে দেওয়া হয় এবং সেটাকে নিজের যাকাত হিসেবে নিয়ত করা হয়, তবে কেমন হবে? হানাফী মাযহাবের চূড়ান্ত ফতোয়া অনুযায়ী, এভাবে পাওনা টাকা সরাসরি যাকাতের নিয়তে মাফ করে দিলে ফরয যাকাত আদায় হবে না। কারণ, যাকাত আদায়ের মূল শর্ত হলো 'তামলীক' (تمليك) বা দরিদ্র ব্যক্তির হাতে সরাসরি সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর করা, যেখানে ঋণের বোঝা মওকুফ করার মাধ্যমে নগদ অর্থের কোনো মালিকানা হস্তান্তর ঘটে না। থিসিসের এই টপিকটি যাকাত আদায়ের আইনী ও প্রায়োগিক বিশুদ্ধতা রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

যাকাত সঠিক হওয়ার জন্য সম্পদ সরাসরি দরিদ্রের হাতে অর্পণ বা হস্তান্তর করা অপরিহার্য, যা কুরআনে 'প্রদান করা' শব্দ দ্বারা নির্দেশিত:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

অনুবাদ: "এবং তোমরা সালাত কায়েম করো ও যাকাত প্রদান করো।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৪৩)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

যাকাত যে সম্পদ থেকে উসুল করে দরিদ্রের হাতে দিতে হয়, তা হাদিসে স্পষ্ট এসেছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন—"তা (যাকাত) ধনীদের থেকে উসুল করা হবে এবং তাদেরই দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন (প্রদান) করা হবে।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ১৩৯৫)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

মূল মাসআলা (নাজায়েয হওয়া): কোনো দরিদ্র ব্যক্তি যদি আপনার কাছে টাকা ঋণী থাকে, আর আপনি মনে মনে ভাবেন—"তাকে যাকাত না দিয়ে আমার পাওনা টাকাটাই যাকাতের নিয়তে মাফ করে দিলাম", তবে হানাফী ফিকহ অনুযায়ী আপনার যাকাত আদায় হবে না।

ফিকহী কারণ ও বৈধ সুরত: হানাফী মাযহাবের প্রধান শর্ত হলো 'তামলীক' (التمليك) বা সম্পদের মালিক বানিয়ে দেওয়া। পাওনা মাফ করলে তাকে নতুন কোনো সম্পদের মালিক বানানো হয় না, বরং কেবল ঋণমুক্ত করা হয়। তবে এর একটি বৈধ শরয়ী কৌশল হলো—আপনি প্রথমে আপনার যাকাতের টাকাটা ওই দরিদ্র লোকের হাতে সরাসরি মালিক বানিয়ে দেবেন। টাকাটা তার হস্তগত হওয়ার পর সে যদি খুশি হয়ে সেই টাকা দিয়েই আপনার পূর্বের ঋণ পরিশোধ করে দেয়, তবে আপনার যাকাতও আদায় হবে এবং আপনার পাওনা টাকাও উসুল হবে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাঈ — ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী (রহ.), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯, 'ফঃصل في ركن الزكاة' (যাকাতের রুকন অনুচ্ছেদ)।

আহলুল ফাতাওয়া — মুফতি রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী, ৪ খণ্ড, ঋণ মাফের মাধ্যমে যাকাত আদায় প্রসঙ্গ।

৪.৪ স্বামীর কাছে মহরানার বাবদ টাকা বাকি থাকলে (যাকাতের বিধান) (Zakat Rulings on Wife's Deferred Dower/Mahr)

ইসলামী পারিবারিক আইনে দেনমোহর বা মহরানা হলো স্ত্রীর একটি সুনিশ্চিত আর্থিক অধিকার, যা পরিশোধ করা স্বামীর ওপর ফরয। তবে অনেক সময় বিয়ের পর মহরানার সম্পূর্ণ বা আংশিক টাকা স্বামীর কাছে 'বাকি' বা অনাদায়ী হিসেবে থেকে যায়। ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে, এই বাকি থাকা মহরানাটি স্ত্রীর জন্য একটি বিশেষ ধরণের পাওনা বা ঋণ। হানাফী মাযহাবের নিয়ম অনুযায়ী, যতদিন না এই বাকি টাকা স্ত্রী সরাসরি নিজের হাতে পাচ্ছেন, ততদিন এই টাকার ওপর স্ত্রীর কোনো যাকাত দিতে হয় না। কারণ, স্বামীর কাছে বাকি থাকা মহরানার ওপর স্ত্রীর মালিকানা সাব্যস্ত হলেও এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বা 'কাযব' (কব্জা) থাকে না। থিসিসের এই অংশটি নারীর

দেনমোহরের শরয়ী প্রকৃতি এবং যাকাতযোগ্য সম্পদের মালিকানার শর্তসমূহ বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

মহরানা যে স্ত্রীর সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং আইনগত প্রাপ্য অধিকার, তা আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

অনুবাদ: "আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মহরানা সানন্দে (বাধ্যতামূলক অধিকার হিসেবে) প্রদান করো।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

স্ত্রীর মহরানা পরিশোধ করার বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাধারণ গুরুত্বারোপ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

অনুবাদ: হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—"শর্তসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পূরণ করার যোগ্য হলো সেই শর্ত (মহরানা), যার মাধ্যমে তোমরা নারীদের লজ্জাস্থানকে হালাল করেছ।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ৫১১৫; সহীহ মুসলিম)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

স্ত্রীর জন্য হুকুম: কোনো বিবাহিতা স্ত্রীর মহরানার টাকা যদি স্বামীর কাছে বাকি (বকেয়া) থাকে এবং তা যদি স্ত্রীর হস্তগত না হয়, তবে হানাফী ফিকহ অনুযায়ী সেই বকেয়া মহরানার ওপর স্ত্রীর কোনো যাকাত ফরয নয়। কারণ ফিকহের পরিভাষায় একে 'দইনে দফ' (الدين الضعيف) বা দুর্বল পাওনা বলা হয়। যেহেতু স্ত্রী এখনো টাকাটা হাতে পায়নি এবং এটি কোনো ব্যবসার মালের বিনিময়ে অর্জিত হয়নি, তাই হাতে পাওয়ার আগে এর ওপর কোনো যাকাত আসবে বছর অতিবাহিত হলেও।

স্বামীর জন্য হুকুম: স্বামী যতক্ষণ স্ত্রীকে মহরের টাকা পরিশোধ না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর মালিকানাধীন সাধারণ সম্পদ থেকে মহরের এই বকেয়া টাকাটা 'ঋণ' হিসেবে বিয়োগ করা যাবে কি না—তা নিয়ে হানাফী ফকীহগণের মত হলো: মহরে

মুআজ্জাল (যা তাৎক্ষণিক পরিশোধের কথা) হলে তা স্বামী তার মোট সম্পদ থেকে ঋণ হিসেবে বাদ দিতে পারবে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-হেদায়া — ইমাম মারগিনানী (রহ.), ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, ঋণের প্রকারভেদ অনুচ্ছেদ।
ফাতোয়ায়ে শামী / রদ্দুল মুহতার — ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.), ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত।

৪.৫ স্বামীর কাছে পাওনা দেনমোহর স্ত্রীর জন্য নিসাব পরিমাণ হলে (যাকাতের বিধান) (Deferred Mahr Reaching Nisab and Zakat Obligation)

এই টপিকটি আগের টপিকটিরই একটি গভীর ও প্রায়োগিক ফিকহী রূপান্তর। স্বামীর কাছে স্ত্রীর পাওনা দেনমোহরের পরিমাণ যদি অনেক বেশি হয়—যা এককভাবেই যাকাতের 'নিসাব' পরিমাণের সমান বা তার চেয়ে বেশি—এবং তা বছরের পর বছর বাকি থাকে, তখন এর যাকাতের হুকুম কী হবে, তা নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে সূক্ষ্ম আলোচনা রয়েছে। হানাফী ফিকহের নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দেনমোহরের এই ঋণটি মূলত 'দ্বাইনে যয়ীফ' (দুর্বল ঋণ) এর অন্তর্ভুক্ত। তাই এটি নিসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হলেও, বাকি থাকা অবস্থায় বিগত বছরগুলোর কোনো যাকাত স্ত্রীর ওপর বর্তায় না। এমনকি স্ত্রী যখন ভবিষ্যতে এই টাকাটা উসুল বা গ্রহণ করবেন, তখনও পেছনের বছরগুলোর যাকাত দিতে হবে না; বরং টাকাটা হাতে পাওয়ার পর থেকে নতুন করে বছর গণনার নিয়ম কার্যকর হবে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

সম্পদের ওপর পূর্ণ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আইনি ইশারা:
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
অনুবাদ: "পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ রয়েছে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

সম্পদ হাতে আসার পূর্বে বা বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত না থাকার মূলনীতি:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি—"কোনো সম্পদে যাকাত নেই, যতক্ষণ না তার ওপর (মালিকানায় থাকা অবস্থায়) বছর পূর্ণ আবর্তিত হয়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং: ১৭৯২)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

হাতে পাওয়ার পরের মাসআলা: স্বামীর কাছে পাওনা দেনমোহরের পরিমাণ যদি অনেক বেশি হয় (যেমন: ৫ বা ১০ লাখ টাকা, যা রূপার নিসাবের চেয়ে অনেক উপরে), তবুও যতদিন তা স্বামীর জিম্মায় বাকি থাকবে, স্ত্রীর ওপর কোনো যাকাত নেই।

হাতে পাওয়ার পর হিসাবের নিয়ম: স্ত্রী যখন বাস্তবে স্বামীর কাছ থেকে সেই দেনমোহরের টাকা উসুল বা গ্রহণ করবে, তখন থেকে তার নতুন মালিকানা (الملك التام) শুরু হবে। টাকাটা হাতে পাওয়ার পর যদি তা নিসাব পরিমাণ থাকে, তবে সেদিন থেকে হিজরী হিসাব শুরু হবে এবং পূর্ণ এক বছর টাকাটা স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত থাকলে তখন আড়াই শতাংশ (২.৫%) যাকাত ফরয হবে। টাকাটা স্বামীর কাছে বকেয়া থাকার বিগত বছরগুলোর কোনো যাকাত স্ত্রীকে দিতে হবে না। এটি হানাফী মাযহাবের একটি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও নারীদের জন্য সহজ আইনি বিধান।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-মাবসূত — শামসুল আইম্মা ইমাম সারাখসী (রহ.), ২য় খণ্ড, 'যাকাতুল মাহার' (মহরানার যাকাত পরিচ্ছেদ)।

ফাতোয়ায়ে মাহমুদিয়া — মুফতি মাহমুদ হাসান গঙ্গোহী (রহ.), ১৩তম খণ্ড, দেনমোহরের টাকার যাকাত অধ্যায়।

৪.৬ অন্যের মাধ্যমে যাকাত দিলে কি তা আদায় হবে? (Paying Zakat Through a Representative / Agent)

যাকাতদাতার পক্ষে সবসময় সরাসরি অভাবী মানুষের কাছে গিয়ে যাকাত পৌঁছানো সম্ভব নাও হতে পারে। বর্তমান যুগে মানুষ বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, কোনো আত্মীয়,

বিশ্বস্ত সামাজিক সংস্থা কিংবা যাকাত ফান্ড বা প্রাতিষ্ঠানিক এজেন্টের মাধ্যমে যাকাত বন্টন করে থাকেন। ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী, যাকাত আদায়ের জন্য নিজেকেই সরাসরি উপস্থিত থাকতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই; বরং অন্যের মাধ্যমে বা প্রতিনিধি (ওয়াকিল/Agent) নিয়োগ করে যাকাত দিলে তা সম্পূর্ণ বৈধ এবং যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে মূল শর্ত হলো, যাকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তাকে বিশ্বস্ত হতে হবে এবং সে যেন যাকাতের অর্থটি প্রকৃত হকের পাত্রের নিকট 'তামলীক' বা মালিকানা হস্তান্তরের নিয়ম মেনে পৌঁছায়। থিসিসের এই টপিকটি আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক যাকাত ব্যবস্থাপনার আইনী ভিত্তি তৈরিতে অত্যন্ত সহায়ক।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

নেক ও পুণ্যকর্মে নিয়মতান্ত্রিক অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কাজ করার বৈধতা:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

অনুবাদ: "আর তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো।" (সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ২)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক সাহাবাদের প্রতিনিধি (Agent) বানিয়ে যাকাত আদায়ের জন্য পাঠানোর অকাট্য দলিল:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—"রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে যাকাত সংগ্রহের জন্য (প্রতিনিধি হিসেবে) পাঠিয়েছিলেন।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ১৪৬৮; সহীহ মুসলিম)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

প্রতিনিধিত্বের আইনি বৈধতা (التوكيل): কোনো ব্যক্তি যদি নিজে সরাসরি দরিদ্রের সন্ধান না পায় বা নিজে বণ্টন করতে না পারে, তবে অন্য কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি, আত্মীয় বা সংস্থাকে টাকা দিয়ে প্রতিনিধি (ওয়াকিল) বানিয়ে তার মাধ্যমে যাকাত আদায় করা হানাফী ফিকহ অনুযায়ী সম্পূর্ণ জায়েয।

নিয়তের মাসআলা: প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে মূল শর্ত হলো—যাকাতদাতাকে টাকাটি দেওয়ার সময় মনে মনে যাকাতের সুনির্দিষ্ট নিয়ত করতে হবে। যাকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে (প্রতিনিধি), তার ফিতরা বা যাকাতের নিয়ত করা শর্ত নয়। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিনিধি যতক্ষণ না টাকাটি বাস্তবে কোনো প্রকৃত দরিদ্রের হাতে পৌঁছাচ্ছে, ততক্ষণ যাকাত আদায় সম্পন্ন হয় না। যদি প্রতিনিধি টাকাটি গরীবকে না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দেয় বা হারিয়ে ফেলে, তবে দাতার যাকাত আদায় হবে না, তাকে পুনরায় আদায় করতে হবে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর — ইমাম ইবনু নুজাইম হানাফী (রহ.), ১ম খণ্ড, 'কিতাবুল ওকালাহ' (প্রতিনিধিত্ব অধ্যায়)।
ফাতোয়ায়ে উসমানী — মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী, ২য় খণ্ড, যাকাত আদায়ে প্রতিনিধি নিয়োগের শর্তাবলী।

৪.৭ অনুমতি ছাড়া অন্য পক্ষের থেকে যাকাত আদায় (Paying Someone Else's Zakat Without Their Permission)

যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে 'নিয়ত' বা অভিপ্রায় থাকা একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। ফিকহ শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা হলো—কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কারো পক্ষ থেকে তার অনুমতি বা নির্দেশ ছাড়াই যাকাত আদায় করে দেয়, তবে মূল ব্যক্তির যাকাত আদায় হবে কি না? হানাফী ফিকহের মূলনীতি অনুযায়ী, যাকাত একটি ব্যক্তিগত ইবাদত হওয়ায় এতে দাতার স্পষ্ট অনুমতি বা সম্মতি থাকা আবশ্যক। যদি কোনো ব্যক্তি তার কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর পক্ষ থেকে তার অজান্তে বা অনুমতি ছাড়া নিজের টাকা থেকে যাকাত দিয়ে দেয়, তবে তা দ্বারা মূল ব্যক্তির ফরয দায়িত্বটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে না। তবে স্বামী যদি স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া তার পক্ষ থেকে যাকাত দেয়, তবে পারিবারিক নৈকট্য ও প্রথার কারণে ফকীহগণ একে বিশেষ শর্তে বৈধ বলেছেন। থিসিসের এই অংশটি মূলত যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ধর্মীয় অনুমতির আইনী সীমানা ব্যাখ্যা করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

যাকাত যেহেতু একটি ব্যক্তিগত ইবাদত, তাই এর দায়ভার ও নিয়ত যার যার ব্যক্তিগত হওয়ার আইনি ভিত্তি:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

অনুবাদ: "এবং প্রত্যেকে যা উপার্জন করে তা তারই ওপর বর্তায়, আর কোনো বহনকারী অন্য কারো (দায়িত্বের) বোঝা বহন করবে না।" (সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১৬৪)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

সমস্ত ইবাদত সঠিক হওয়ার জন্য ব্যক্তির নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক সংকল্প বা নিয়তের অপরিহার্যতা:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অনুবাদ: হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি—"নিশ্চয়ই সমস্ত আমলের (ফলাফল ও গ্রহণযোগ্যতা) নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ১; সহীহ মুসলিম)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

অনুমতি ছাড়া আদায়ের হুকুম (নাজায়েয): কোনো ব্যক্তির অনুমতি বা সম্মতি ছাড়া অন্য কেউ যদি তার পক্ষ থেকে ফরয যাকাত আদায় করে দেয়, তবে হানাফী ফিকহ অনুযায়ী সেই ব্যক্তির যাকাত আদায় হবে না। যেমন: এক ভাই ধনী, তার অপর ভাই তাকে না জানিয়ে তার সম্পদের যাকাত নিজের টাকা থেকে গরীবকে দিয়ে দিল; এতে ধনী ভাইয়ের যাকাত আদায় হবে না। কারণ যাকাত একটি আর্থিক ইবাদত, যেখানে নিয়ত করা ফরয। মালিকের অনুমতি ছাড়া নিয়ত কার্যকর হয় না।

ব্যতিক্রমী মাসআলা (পারিবারিক ছাড়): তবে স্বামী যদি স্ত্রীর অলংকারের বা সম্পদের যাকাত স্ত্রীর অগ্রিম বা স্পষ্ট মৌখিক অনুমতি নিয়ে নিজের টাকা থেকে আদায় করে দেয়, তবে তা সানন্দে আদায় হয়ে যাবে। অনুমতি ছাড়া দিলে আদায় হবে না।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাঈ — ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী (রহ.), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০, 'شرائط جواز الأداء' (আদায় সহীহ হওয়ার শর্তাবলী)।

ফাতোয়ায়ে হিন্দিয়া / আলমগীরী — ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

৪.৮ টাকার পরিবর্তে অন্য কিছু দিয়ে যদি আদায় করতে চাই (Paying Zakat in Kind / Material Value Instead of Cash)

এটি বর্তমান যুগে যাকাত বন্টনের অন্যতম একটি বাস্তবমুখী ও চমৎকার পদ্ধতি। সাধারণত যাকাতযোগ্য সম্পদের মূল্যের আড়াই শতাংশ নগদ টাকা হিসেবে হিসাব করা হয়; কিন্তু যাকাতদাতা যদি সেই টাকার পরিবর্তে দরিদ্র মানুষের উপকারে আসে এমন কোনো বস্তু—যেমন পোশাক, খাদ্যসামগ্রী, ওষুধ, রিকশা বা সেলাই মেশিন কিনে দিতে চান, তবে তার হুকুম কী? হানাফী মাযহাবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে 'মূল্য পরিশোধ' বা 'কিমাত' (Value) প্রদানের নীতিকে অত্যন্ত উদারভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। হানাফী ফকীহগণের মতে, নগদ টাকার পরিবর্তে সমমূল্যের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে দিলেও যাকাত নিখুঁতভাবে আদায় হয়ে যাবে। এই টপিকটি মূলত দরিদ্রদের প্রকৃত পুনর্বাসন এবং তাদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে যাকাত ব্যবস্থার নমনীয়তা ও কার্যকারিতাকে ফুটিয়ে তোলে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

শরিয়তে দানের ক্ষেত্রে গ্রহীতার উপকার ও সহজ করার সাধারণ ঐশ্বরিক রূপরেখা:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

অনুবাদ: "তোমরা কখনোই প্রকৃত পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু (বা যা মানুষের কাজে লাগে) থেকে ব্যয় করবে।" (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৯২)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

সাহাবাদের যুগে মালের পরিবর্তে অন্য সামগ্রী বা পোশাক দিয়ে যাকাত উসুলের প্রামাণ্য দলিল:

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَأَنْفَعُ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ

অনুবাদ: হযরত তাউস (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মুআজ ইবনে জাবাল (রা.) ইয়ামেনবাসীদের বলেছিলেন—"তোমরা যাকাত হিসেবে যব ও ভুট্টার পরিবর্তে

আমাকে তৈরি পোশাক (খামিস) বা পরিধেয় বস্ত্র দাও। এটি তোমাদের জন্যও সহজ এবং মদিনায় অবস্থানকারী রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবাদের জন্যও বেশি উপকারী।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, 'বাবুল আরদ ফিজ যাকাত' অনুচ্ছেদ; কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবাইদ)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

মূল্য বা সামগ্রী দ্বারা আদায়ের বৈধতা (جواز القيمة): এটি হানাফী মাযহাবের একটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও অনন্য মাসআলা। হানাফী ফিকহ মতে, যাকাতের টাকা সরাসরি ক্যাশ বা নগদ না দিয়ে, সেই টাকার সমমূল্যের কোনো প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে দিলেও যাকাত নিখুঁতভাবে আদায় হয়ে যাবে।

বাস্তব উদাহরণ: আপনার ওপর ১০,০০০ টাকা যাকাত ফরয হয়েছে। আপনি চাইলে সেই ১০,০০০ টাকা নগদ না দিয়ে, তা দিয়ে গরীবদের জন্য শাড়ি, লুঙ্গি, চাল, ডাল, ঘরের টিন বা কোনো দরিদ্র রিকশাচালককে একটি রিকশা কিনে দিতে পারেন। তবে শর্ত হলো, জিনিসগুলো কেনার সময় এবং গরীবকে দেওয়ার সময় মনে যাকাতের নিয়ত থাকতে হবে এবং জিনিসের বাজারমূল্য আপনার ফরয যাকাতের সমান হতে হবে। বর্তমান যুগে গ্রহীতার প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিস কিনে দেওয়া হানাফী ফিকহে অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-হেদায়া — ইমাম বুরহানুদ্দিন আল-মারগিনানী (রহ.), ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, 'باب جواز دفع القيمة'.

জাদীদ ফিকহী মাসায়েল — মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানী, টাকার পরিবর্তে সামগ্রী দিয়ে যাকাত আদায়ের আধুনিক নিয়ম।

৪.৯ যাকাতের উদ্দেশ্যে রাখা এমন মাল বা টাকা খরচ হয়ে গেলে (হুকুম কী) (Zakat Assets Expended or Destroyed Before Distribution)

অনেক সময় এমন ঘটে যে, একজন ব্যক্তি তার যাকাতের টাকা হিসাব করে মূল সম্পদ থেকে পৃথক করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বা খামে রেখে দিয়েছেন; কিন্তু পরবর্তীতে কোনো জরুরি প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় বা অসাবধানতাবশত তিনি সেই টাকাটি নিজের কাজে খরচ করে ফেলেছেন। ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে, যতক্ষণ না যাকাতের টাকা কোনো অভাবী মানুষের হাতে পৌঁছাচ্ছে (তামলীক হচ্ছে), ততক্ষণ তা দাতার মালিকানাতেই থেকে যায়। অতএব, যাকাতের উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখা টাকা নিজের প্রয়োজনে খরচ করে ফেললে যাকাতের ফরয দায়িত্বটি মওকুফ হয়ে যায় না। ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব হলো, পরবর্তীতে সমপরিমাণ টাকা পুনরায় ব্যবস্থা করে তা দ্রুত হকের পাত্রদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া। এই মাসআলাটি যাকাতদাতার দায়িত্ববোধ এবং আল্লাহর হকের প্রতি তার আমানতদারিতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

মানুষের নিয়ত ও চেষ্টার পর কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে আল্লাহ তায়ালা তার বাধ্যবাধকতার বিষয়ে বলেন:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

অনুবাদ: "আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার অতিরিক্ত বোঝা তিনি তার ওপর চাপিয়ে দেন না।" (সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ৭)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

সম্পদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলে যাকাত মওকুফ হওয়ার বিষয়ে বর্ণিত হাদিস:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالٍ تَالِفٍ زَكَاةٌ

অনুবাদ: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—"ধ্বংস বা নষ্ট হয়ে যাওয়া মালের ওপর কোনো যাকাত নেই।" (সুনানে শাফেয়ী; সুনানে দারাকুতনী, হাদিস নং: ১৯০৮)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

হানাফী ফিকহে এই মাসআলাটিকে দুটি ভিন্ন সুরতে ভাগ করে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সমাধান দেওয়া হয়েছে:

সুরত ১ (সম্পদ প্রাকৃতিকভাবে ধ্বংস হলে - هلاك المال): আপনার ওপর যাকাত ফরয হয়েছিল। আপনি যাকাতের টাকা বা মাল আলাদা করে ঘরে রেখেছিলেন গরীবদের দেবেন বলে। কিন্তু বণ্টনের আগেই যদি সেই টাকা বা মাল চুরি হয়ে যায়, আগুনে পুড়ে যায় বা ডাকাতি হয়ে যায় (অর্থাৎ মালিকের নিজের কোনো অবহেলা ছাড়া প্রাকৃতিকভাবে ধ্বংস হয়), তবে হানাফী ফিকহ অনুযায়ী আপনার ওপর থেকে যাকাতের ফরয দায়িত্ব মাফ হয়ে যাবে। আপনাকে আর নতুন করে যাকাত দিতে হবে না।

সুরত ২ (মালিক নিজে ইচ্ছা করে খরচ করলে - استهلاك المال): কিন্তু আপনি যদি যাকাতের টাকা আলাদা করে রাখার পর, নিজের কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বা ব্যবসার কাজে সেই টাকাটা নিজে ইচ্ছা করে খরচ (Spend) করে ফেলেন, তবে তা মাফ হবে না। এই টাকাটা আপনার জিম্মায় ঋণ হয়ে গেছে; আপনাকে পরবর্তীতে অবশ্যই এই যাকাতের টাকা পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে গরীবদের পরিশোধ করতে হবে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার (ফাতোয়ায়ে শামী) — ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.), ২য় খণ্ড, 'باب هلاك المال واستهلاكه' (মালের ধ্বংস ও খরচ অনুচ্ছেদ)।

ফাতোয়ায়ে মাহমুদিয়া — মুফতি মাহমুদ হাসান গঙ্গোহী, ১৩তম খণ্ড, যাকাতের মাল নষ্ট হওয়ার মাসআলা।

৪.১০ অবৈধ বা হারাম উপায়ে উপার্জনের অর্থের ওপর যাকাত (Zakat Rulings on Illegally/Harám Acquired Wealth)

ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি অন্যতম মূল ভিত্তি হলো—উপার্জন অবশ্যই সম্পূর্ণ হালাল ও পবিত্র হতে হবে। তবে যদি কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে, সুদের মাধ্যমে, ঘুষ বা দুর্নীতির মতো কোনো হারাম উপায়ে বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় এবং সেই সম্পদ নিসাব পরিমাণে পৌঁছায়, তবে সেই হারাম টাকার ওপর যাকাত ফরয হবে কি না, তা একটি সংবেদনশীল ও তাত্ত্বিক প্রশ্ন। ইসলামী শরীয়তের চূড়ান্ত ফায়সালা অনুযায়ী, হারাম উপায়ে অর্জিত অর্থের ওপর কোনো যাকাত নেই; কারণ অপবিত্র ও

অবৈধ সম্পদের ওপর ব্যক্তির প্রকৃত বা বৈধ মালিকানা (মিলকিয়্যাহ শরঈয়্যাহ) সাব্যস্ত হয় না। এই ধরণের সম্পদের একমাত্র হুকুম হলো—যদি এর প্রকৃত মালিককে খুঁজে পাওয়া যায় তবে তাকে ফেরত দেওয়া, আর না পাওয়া গেলে কোনো সওয়াবের আশা ছাড়া সম্পূর্ণ টাকাটাই গরীব-দুঃখীদের মাঝে সদ্ব্যয় বা সদকা করে দেওয়া। থিসিসের এই টপিকটি ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদের পবিত্রতা এবং যাকাত কবুল হওয়ার অপরিহার্য শর্তাবলী বিশ্লেষণ করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

পবিত্র ও হালাল মাল ছাড়া অন্য কোনো মাল আল্লাহ তায়ালা ইবাদত বা সদকা হিসেবে গ্রহণ করেন না:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

অনুবাদ: "হে রাসুলগণ! তোমরা পবিত্র (হালাল) বস্তু থেকে আহার করো এবং সৎকর্ম করো; তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমি সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-মু'মিনূন, আয়াত: ৫১)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

হারাম মাল থেকে যাকাত বা সদকা কবুল না হওয়ার বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—"পবিত্রতা (অজু) ছাড়া কোনো সালাত কবুল হয় না, এবং আত্মসাৎ বা হারাম উপায়ে অর্জিত মাল থেকে কোনো সদকা বা যাকাত কবুল হয় না।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ২২৪; সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং: ১)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

মূল হুকুম (যাকাত না থাকা): কোনো ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ অবৈধ বা হারাম উপায়ে (যেমন: সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি বা অন্যায্য আত্মসাতের মাধ্যমে) কোটি কোটি টাকার মালিক হয়, তবে হানাফী ফিকহের অকাট্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী—সেই হারাম মালের ওপর কোনো যাকাত ফরয হয় না।

ফিকহী কারণ ও আসল করণীয়: যাকাত হলো সম্পদকে পবিত্র করার ইবাদত, আর হারাম মাল কখনো পবিত্র হওয়ার যোগ্য নয়। হারাম মালের ২.৫% যাকাত দিলে বাকি ৯৭.৫% মাল কখনো হালাল বা বৈধ হয়ে যায় না। এই মালের ক্ষেত্রে শরিয়তের হুকুম হলো—যদি প্রকৃত মালিকের সন্ধান জানা থাকে, তবে পুরো মাল তাকে ফেরত দিতে হবে। আর যদি মালিকের সন্ধান জানা না যায়, তবে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া (লা-লি-আজরি) পুরো ১০০% হারাম টাকাই এতিম, অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে তওবা করতে হবে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-মাবসূত — শামসুল আইম্মা ইমাম সারাখসী (রহ.), ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, 'যাকাতুল মালিল হারাম'।

কিতাবুল ফাতাওয়া — মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানী, হারাম উপার্জনের যাকাত ও শুদ্ধিকরণ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়: যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ, সামষ্টিক প্রভাব ও সামাজিক নিরাপত্তা

প্রথম চারটি অধ্যায়ে আমরা জেনেছি যাকাত কী, কার ওপর ফরয হয় এবং কীভাবে তা হিসাব করতে হয়। পঞ্চম অধ্যায়টি মূলত যাকাতের বিতরণ ব্যবস্থা (Distribution System) এবং এর সামষ্টিক ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি অন্যতম প্রাণবন্ত এবং নীতি-নির্ধারণী (Policy-oriented) একটি অধ্যায়।

যাকাত সংগ্রহ করার চেয়েও তা সঠিক খাতে সুষম বণ্টন করা ইসলামের অর্থনীতিতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে পবিত্র কুরআনে সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষিত যাকাত বণ্টনের খাতগুলোর সমসাময়িক ব্যাখ্যা দেওয়া হবে। একই সাথে, যাকাত কেবল একটি ব্যক্তিগত দান নয়, বরং এটি কীভাবে একটি রাষ্ট্রের সামষ্টিক অর্থনীতিতে ভারসাম্য আনে এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য একটি চমৎকার 'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী' (Social Safety Net) হিসেবে কাজ করে, তা এই অধ্যায়ে অর্থনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণ করা হবে।

৫.১ যাকাত বণ্টনের খাত সমূহ (The Recipients / Channels of Zakat)

যাকাত ব্যবস্থার অন্যতম একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এটি কেবল সংগ্রহের ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট নয়, বরং এর বন্টনের ক্ষেত্রগুলোও মহান আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আত-তাওবার ৬০ নম্বর আয়াতে যাকাত বন্টনের আটটি সুনির্দিষ্ট খাত বা 'মাসারিফ' (مصارف) ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—ফকির (নিঃস্ব), মিসকিন (অভাবী), যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োজিত কর্মচারী, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এমন ব্যক্তি (মুআল্লাফাতুল কুলুব), দাস মুক্তি, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ বা দ্বীনি খিদমতে নিয়োজিত ব্যক্তি এবং মুসাফির (অসহায় পথিক)। রাষ্ট্র বা সমাজ চাইলে এই আটটি খাতের বাইরে নিজের ইচ্ছামতো অন্য কোনো খাতে (যেমন—মসজিদ বা মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ বা জনকল্যাণমূলক সাধারণ কাজে) ফরয যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে পারে না। থিসিসের এই অংশটি যাকাত বন্টনে আল্লাহর নির্ধারিত ইনসাফভিত্তিক ও কাঠামোগত বন্টন প্রণালী নিয়ে আলোচনা করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

যাকাত কোন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে, তা মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অনুবাদ: "সদকা (যাকাত) তো কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা প্রয়োজন (মুআল্লাফাতুল কুলুব) তাদের জন্য, দাসমুক্তির কাজে, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরয; আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬০)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

যাকাতের খাত যে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এবং এতে অন্য কারো হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই, তা রাসুলুল্লাহ (সা.) স্পষ্ট করেছেন:

عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ

অনুবাদ: হযরত যিয়াদ ইবনুল হারিস আস-সুদায়ী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—"নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ যাকাত বণ্টনের ব্যাপারে কোনো নবী বা অন্য কারো ফয়সালা পছন্দ করেননি, যতক্ষণ না তিনি নিজেই সে ব্যাপারে ফয়সালা দিয়েছেন। অতঃপর তিনি একে আটটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৩৫৭৭)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

খাতসমূহের বর্তমান কার্যকারিতা: হানাফী ফিকহের মূলনীতি অনুযায়ী, আয়াতে বর্ণিত ৮টি খাতের মধ্যে বর্তমানে ৬টি খাত কার্যকর রয়েছে। 'মুআল্লাফাতুল কুলুব' খাতটি ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানদের সংখ্যা কম থাকায় চালু থাকলেও হযরত উমর (রা.)-এর আমলে সাহাবাদের ইজমার ভিত্তিতে স্থগিত করা হয়েছে। আর 'দাসমুক্তি'

খাতটি বর্তমানে দাসপ্রথা না থাকায় অবাস্তবায়িত। বাকি ৬টি খাতে (ফকির, মিসকিন, আমিলীন, ঋণগ্রস্ত, ফী-সাবিলিল্লাহ ও মুসাফির) যাকাত দেওয়া যাবে।
এক খাতে দেওয়ার বৈধতা: হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মাসআলা হলো, যাকাতদাতার জন্য আটটি খাতের সবগুলোতে একসাথে দেওয়া আবশ্যক নয়; যেকোনো একটি খাতে উপযুক্ত পাত্রকে পুরো যাকাত দিয়ে দিলেও যাকাত নিখুঁতভাবে আদায় হয়ে যাবে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-হেদায়া (Al-Hidayah) — ইমাম বুরহানুদ্দিন আল-মারগিনানী (রহ.), ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, 'باب مصرف الزكاة' (যাকাতের খাত পরিচ্ছেদ)।
বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাঈ — ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী (রহ.), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩।

৫.২ যাদের যাকাত দেওয়া যাবে না (Those Ineligible to Receive Zakat)

যাকাত যেমন নির্দিষ্ট আটটি খাতে বন্টন করা ফরয, তেমনি শরীয়তে কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষকে যাকাত দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফিকহী নিয়মানুযায়ী, প্রথমত—যাকাতদাতাগণ তাদের নিজেদের উর্ধ্বতন বংশধর (যেমন: বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী) এবং অধস্তন বংশধরদের (যেমন: ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি) যাকাত দিতে পারবেন না; কারণ এদের ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তির নিজের ওপর বর্তায়। একইভাবে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে যাকাত দিতে পারেন না। দ্বিতীয়ত—কোনো ধনী বা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক ব্যক্তি এবং অমুসলিমদের যাকাত দেওয়া বৈধ নয়। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি সম্মানার্থে তাঁর পবিত্র বংশধর বা 'বনু হাশেম' (সৈয়দ বংশ)-এর লোকেদের জন্য যাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই নিয়মগুলো সমাজে যাকাত বন্টনের পবিত্রতা ও আইনী সীমানা নিশ্চিত করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্ক ও আইনি সীমাবদ্ধতার মূল ভিত্তি:
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

অনুবাদ: "আর আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আত্মীয়রা একে অপরের বেশি হকদার (ভরণপোষণের ক্ষেত্রে)।" (সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৭৫)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বংশধর তথা হাশেমী বংশ এবং ধনীদের জন্য যাকাত যে হারাম, তা হাদিসে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" :إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ"

অনুবাদ: হযরত আব্দুল মুত্তালিব ইবনে রাবীআ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—"নিশ্চয়ই এই যাকাত ও সদকা হলো মানুষের (সম্পদের) ময়লা। আর এটি মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য এবং মুহাম্মদের বংশধরদের (আলে মুহাম্মদ) জন্য গ্রহণ করা কোনোভাবেই হালাল নয়।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ১০৭২)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য কিতাব অনুযায়ী নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না:

উর্ধ্বতন ও অধস্তন বংশ (الأصول والفروع): নিজের আপন পিতামাতা, দাদাদাদী, নানানী (যতই উপরে যাক) এবং নিজের সন্তান, নাতি-নাতনি (যতই নিচে যাক)—তাদেরকে যাকাত দেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। কারণ তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিজের ওপরই বর্তায়।

স্বামী ও স্ত্রী: স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না।

ধনী ব্যক্তি ও তার নাবালক সন্তান: কোনো সাহেবে নিসাব ধনী ব্যক্তি বা তার নাবালক সন্তানকে যাকাত দেওয়া যাবে না।

আলে রাসুল বা হাশেমী বংশ: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বংশধর (যেমন: আলী, আকীল, জাফর, আব্বাস ও হারিস রা.-এর বংশধর বা সৈয়দ বংশের দরিদ্র লোক)-দের সম্মান রক্ষার্থে যাকাত দেওয়া হারাম।

অমুসলিম: যাকাত কেবল মুসলিম দরিদ্রদের হক, অমুসলিমদের যাকাত দেওয়া যাবে না (তাদের নফল সদকা দেওয়া যাবে)।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার (ফাতোয়ায়ে শামী) — ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.), ২য় খণ্ড, 'من لا يجوز دفع الزكاة إليهم' (যাদের যাকাত দেওয়া নাজায়েয অনুচ্ছেদ)।

ফাতোয়ায়ে আলমগীরী — উলামায়ে হিন্দ, ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত।

৫.৩ আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেওয়া (Giving Zakat to Relatives)

ইসলামে রক্তের বন্ধন বা আত্মীয়তার সম্পর্ক (সিলাহ রেহেম) রক্ষা করার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যাকাত বন্টনের ক্ষেত্রে নিজের অভাবী ও দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদের অগ্রাধিকার দেওয়া শরীয়তের একটি চমৎকার ও হিকমতপূর্ণ বিধান। ফিকহের আলোকেই স্পষ্ট যে, যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সরাসরি নিজের ওপর বাধ্যতামূলক নয় (যেমন—অভাবী ভাই, বোন, চাচা, ফুফু, মামা, খালা কিংবা ভাগ্নে-ভাগ্নী), তারা যদি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত বা দরিদ্র হন, তবে তাদের যাকাত দেওয়া সম্পূর্ণ জায়েয এবং উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী, সাধারণ গরীব মানুষকে যাকাত দিলে একটি সওয়াব (যাকাতের সওয়াব) হয়, কিন্তু নিজের অভাবী আত্মীয়কে যাকাত দিলে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ হয়—একটি যাকাত আদায়ের এবং অন্যটি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার। এই টপিকটি পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয় তৈরিতে যাকাতের অনন্য ভূমিকা ব্যাখ্যা করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

নিকটাত্মীয়দের হক আদায়ের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সাধারণ তাগিদ:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

অনুবাদ: "আর আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য অধিকার দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও।" (সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৬)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

আত্মীয়দের যাকাত দিলে দ্বিগুণ সওয়াব অর্জিত হয়, যা রাসুলুল্লাহ (সা.) সুনির্দিষ্ট করে বলেছেন:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" :الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ :صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ"

অনুবাদ: হযরত سلمان ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—"কোনো সাধারণ মিসকিনকে সদকা বা যাকাত দিলে তাতে শুধু সদকার সওয়াব হয়; কিন্তু নিজের রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়কে দিলে তাতে দুটি সওয়াব হয়: একটি হলো যাকাত আদায়ের সওয়াব, আর অপরটি হলো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার (সিলাহ রেহেম) সওয়াব।" (সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং: ৬৫৮)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

অগ্রাধিকারের মাসআলা: পিতামাতা, সন্তান এবং স্বামী-স্ত্রী ছাড়া বাকি যেসব আত্মীয় সাহেবে নিসাব নন (যেমন: নিজের আপন ভাই, বোন, ভাতিজা, ভাগ্নে, চাচা, ফুফু, মামা, খালা, শাশুড়ি, শ্বশুর, দুলাভাই বা জামাতা যদি গরীব হন), তাদেরকে যাকাত দেওয়া কেবল জায়েযই নয়, বরং হানাফী ফিকহ মতে সাধারণ গরীবের চেয়ে তাদের দেওয়া অনেক বেশি উত্তম।

মনস্তাত্ত্বিক সুরত: আত্মীয়দের দেওয়ার সময় এটি "যাকাতের টাকা"—তা মুখে বলে তাদের ছোট করা জরুরি নয়; বরং মনে যাকাতের নিয়ত রেখে সাধারণ সাহায্য, বোনাস বা উপহার হিসেবে দিলেই যাকাত নিখুঁতভাবে আদায় হয়ে যাবে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

ফাতোয়ায়ে আলমগীরী / হিন্দিয়া — ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, 'الأفضل في دفع الزكاة' (যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তম ব্যক্তিগণ)।

আল-হেদায়া — ইমাম মারগিনানী (রহ.), ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত।

৫.৪ যাকাত পাওয়া অসহায় গরীব দুঃখীদের হক (Zakat as a Divine Right of the Poor)

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় যাকাতকে ধনীদের পক্ষ থেকে কোনো দয়া, করুণা বা ঐচ্ছিক অনুদান হিসেবে দেখা হয় না; বরং এটি ধনীদের সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিত মানুষের একটি আইনী ও আইনসম্মত অধিকার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, "এবং তাদের সম্পদে নির্দিষ্ট হক রয়েছে—ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের জন্য।" একজন সামর্থ্যবান মুসলিম যখন যাকাত আদায় করে, সে মূলত দরিদ্র মানুষের প্রাপ্য অধিকারটিই তাদের কাছে সসম্মানে ফিরিয়ে দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে যাকাত গ্রহীতাদের আত্মসম্মান রক্ষা করে এবং ধনীদের মধ্যে অহংকার বা শ্রেষ্ঠত্ববোধের জন্ম হতে দেয় না। থিসিসের এই অংশে যাকাতের মাধ্যমে কীভাবে দরিদ্রদের মানবিক অধিকার ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

যাকাত কোনো করুণা বা দয়া নয়, বরং ধনীদের সম্পদে এটি গরীবদের আইনি ও ঐশ্বরিক অধিকার:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

অনুবাদ: "এবং তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে যাচনাকারী ও বঞ্চিতদের সুনির্দিষ্ট অধিকার (হক) রয়েছে।" (সূরা আজ-জারিয়াত, আয়াত: ১৯)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

ধনীরা কেবল এই হকের আমানতদার, যা গরীবের কাছে পৌঁছে দেওয়া বাধ্যতামূলক:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" :فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ"

অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) হযরত মুআজ (রা.)-কে বলেছিলেন—"তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ধনের ওপর সদকা (যাকাত) ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে উসুল করা হবে এবং তাদেরই দরিদ্রদের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া (বণ্টন করা) হবে।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ১৩৯৫)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

মালিকানার অধিকার (তামলীক): হানাফী ফিকহের মূল স্তম্ভ হলো—যাকাতদাতার সম্পদ থেকে যাকাতের অংশটি আলাদা হওয়ার সাথে সাথেই তা মূলত আর দাতার থাকে না, তা গরীবের হক হয়ে যায়। তাই যাকাত দেওয়ার সময় গরীবকে পূর্ণ মালিক (Malik-e-Taam) বানিয়ে দিতে হবে।

সামাজিক মর্যাদা রক্ষা: যেহেতু এটি গরীবের হক, তাই যাকাত দেওয়ার সময় খোটা দেওয়া বা তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা (যেমন: যাকাত শাড়ি বিতরণের নামে লাইনে দাঁড় করিয়ে কষ্ট দেওয়া) শরিয়ত মতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং এর ফলে যাকাতের সওয়াব নষ্ট হয়ে যায়।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাঈ — ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী (রহ.), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯।

আহকামুল কুরআন — ইমাম আবু বকর জাসসাস হানাফী (রহ.), কিতাবুয যাকাত।

৫.৫ রসদপায়্যের (যাকাত বা সদকার) টাকা দারিদ্র্য জেলে (দারিদ্র্য বিমোচনে এর ভূমিকা) (The Role of Zakat in Poverty Alleviation)

যাকাত ও সদকার মাধ্যমে সংগৃহীত এই বিপুল পরিমাণ আর্থিক রসদ কেবল সাময়িক ক্ষুধা নিবারণের উপায় নয়, বরং এটি সমাজ থেকে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যের শৃঙ্খল ভাঙার বা দারিদ্র্য বিমোচনের সবচেয়ে কার্যকর সামষ্টিক অর্থনৈতিক হাতিয়ার। যাকাতের অর্থকে যদি সুপরিকল্পিতভাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে বন্টন করা যায়, তবে তা অভাবী মানুষকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ—দরিদ্র কোনো ব্যক্তিকে কেবল কিছু নগদ টাকা বা খাদ্য না দিয়ে, যাকাতের টাকা দিয়ে তাকে একটি রিকশা, সেলাই মেশিন, ভ্যানগাড়ি কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসার পুঁজি তৈরি করে দিলে সে চিরতরে দারিদ্র্যের জাল থেকে মুক্ত হতে পারে। ইসলামের ইতিহাসে খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজের আমলে সঠিক যাকাত ব্যবস্থাপনার কারণে এমন এক সময়

এসেছিল যখন যাকাত নেওয়ার মতো কোনো দরিদ্র মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়নি, যা এর বাস্তব ও অনন্য অর্থনৈতিক কার্যকারিতার বড় প্রমাণ।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

সম্পদ যেন কেবল ধনীদের মাঝেই আবর্তিত না হয়ে সামাজিকভাবে সুষম বণ্টিত হয়, তার মূল অর্থনৈতিক নীতি:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

অনুবাদ: "যাতে সম্পদ তোমাদের মধ্যকার শুধু ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত (কুক্ষিগত) না হয়।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক সফলতার ঐতিহাসিক আমল:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ" :إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا

অনুবাদ: আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর যাকাত কর্মকর্তা ও সাহাবাদের নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন—"তোমরা যখন (যাকাত) দেবে, তখন অভাবীকে স্বাবলম্বী (ধনী) করে দাও।" (কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবাইদ, পৃষ্ঠা-৫৬৫; মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

স্বাবলম্বীকরণের ফিকহী বৈধতা: হানাফী ফিকহের আধুনিক ফাতওয়া অনুযায়ী, দরিদ্র মানুষকে প্রতি বছর সামান্য কিছু টাকা বা নামমাত্র যাকাতের কাপড় দিয়ে আজীবন 'দারিদ্র্যের জেলে' বা বন্দিদশায় আটকে রাখার চেয়ে—তাকে এককালীন বড় অঙ্কের যাকাতের টাকা দেওয়া অনেক উত্তম, যাতে সে কোনো ব্যবসা, রিকশা বা কুটির শিল্পের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং আগামী বছর সে নিজে যাকাতদাতার কাতারে শামিল হতে পারে।

পরিমাণগত মাসআলা: একজন দরিদ্র মানুষকে এককালীন তার নিসাব পরিমাণ বা তার চেয়েও বেশি টাকা (যেমন: ১ বা ২ লাখ টাকা) ব্যবসা শুরুর জন্য যাকাত ফান্ড থেকে দেওয়া হানাফী ফিকহ মতে সম্পূর্ণ জায়েয এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অত্যন্ত কার্যকর।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

ফিকহী মাকালাত — মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী, ৩য় খণ্ড, দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা পরিচ্ছেদ।

রদ্দুল মুহতার (ফাতোয়ায়ে শামী) — কিতাবুয যাকাত, 'باب مصرف الزكاة'.

৫.৬ যাকাত সম্পদ পবিত্র করে (Zakat Purifies Wealth)

মানুষের অর্জিত সম্পদের মধ্যে অজান্তেই অনেক সময় নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি বা পঙ্কিলতা প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া, সম্পদের মূল মালিকের ওপর যখন দরিদ্রের হক বা যাকাত ফরয হয়ে যায়, তখন সেই ফরয অংশটি সম্পদের সাথে মিশে থাকলে পুরো সম্পদটিই আধ্যাত্মিকভাবে অপবিত্র ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফিকহের পরিভাষায়, যাকাত আদায়ের অন্যতম প্রধান আত্মিক ও বস্তুগত হিকমত হলো সম্পদকে এই অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করা। 'যাকাত' শব্দের অন্যতম একটি অর্থই হলো 'পবিত্রতা'। যখন একজন মুমিন তার মোট সম্পদ থেকে নিখুঁতভাবে হিসাব করে আড়াই শতাংশ যাকাত পৃথক করে হকের পাত্রদের দিয়ে দেয়, তখন তার অবশিষ্ট সাড়ে সাতানব্বই শতাংশ সম্পদ সম্পূর্ণ হালাল, পবিত্র এবং আল্লাহর দরবারে বরকতময় হয়ে ওঠে, যা জাগতিক ও পরকালীন উভয় দিক থেকেই সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষের বাহ্যিক সম্পদ এবং অভ্যন্তরীণ নফস পবিত্র হওয়ার ঐশ্বরিক ঘোষণা:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

অনুবাদ: "তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশুদ্ধ করবেন।" (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৩)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

যাকাত দিলে সম্পদের ভেতরের সমস্ত অনাকাঙ্ক্ষিত ময়লা দূর হয়ে যায়:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّى الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" :مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ"
অনুবাদ: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন—হে আল্লাহর রাসুল! যদি কোনো ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে, তবে তার কী হবে? রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন—"যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত আদায় করল, নিশ্চয়ই তার সম্পদ থেকে ক্ষতিকর অংশ (ময়লা) দূর হয়ে গেল।" (মুস্তাদরাকে হাকিম, হাদিস নং: ১৪২৪; সুনানে তাবারানী)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

সম্পদের শুদ্ধিকরণ নীতি: হানাফী ফিকহের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, মানুষের উপার্জিত মালের ভেতর ২.৫% অংশ মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে গরীবের জন্য নির্ধারিত। এই অংশটি নিজের মালের সাথে মিশে থাকলে পুরো মালটিই অপবিত্র বা কলুষিত থাকে। যখনই যাকাতদাতার নিয়ত খাঁটি হয় এবং সে ২.৫% বের করে দেয়, তখন বাকি ৯৭.৫% সম্পদ সম্পূর্ণ হালাল, পবিত্র ও সুরক্ষামূলক মালের রূপ নেয়।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-মাবসূত — শামসুল আইম্মা ইমাম সারাখসী (রহ.), ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, পবিত্রতার দর্শন পরিচ্ছেদ।
ইহয়াউ উলুমিদ্দীন — ইমাম গাযালী (রহ.), ১ম খণ্ড, যাকাতের রহস্য ও তাৎপর্য অধ্যায়।

৫.৭ যাকাত সম্পদ বৃদ্ধি করে (Zakat Increases Wealth / Barakah)

বাহ্যিক বা গাণিতিক দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে সম্পদ থেকে আড়াই শতাংশ বিলিয়ে দিলে মোট সম্পদের পরিমাণ কমে যাচ্ছে; কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি এবং আধ্যাত্মিক পরিভাষায় যাকাত সম্পদকে কমায় না, বরং বহুগুণ বৃদ্ধি করে। 'যাকাত' শব্দের একটি মূল অভিধানগত অর্থই হলো 'প্রবৃদ্ধি' বা বৃদ্ধি পাওয়া। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং সদকাকে বাড়িয়ে দেন।" যাকাত আদায়ের ফলে একদিকে যেমন সম্পদে আল্লাহর পক্ষ থেকে অদৃশ্য বরকত বা কল্যাণ নেমে আসে, অন্যদিকে এটি সামষ্টিক অর্থনীতিতে দরিদ্র মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। যখন এই টাকা বাজারে প্রবেশ করে, তখন পণ্যের চাহিদা বাড়ে এবং

ব্যবসা-বাণিজ্যে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়। ফলে পরোক্ষভাবে যাকাতদাতার ব্যবসায়ী ও অর্থনৈতিক পরিধি আরও বড় হয়ে ওঠে এবং সম্পদ জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

বাহ্যিকভাবে যাকাত দিলে সম্পদ কমছে মনে হলেও বাস্তবে তা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার ঐশ্বরিক নিয়ম:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

অনুবাদ: "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং সদকাকে (যাকাতকে) বৃদ্ধি করেন।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৭৬)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

অনুবাদ: "আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত দিয়ে থাকো, বাস্তবে তারাই নিজেদের সম্পদ বহুগুণ বৃদ্ধি করে।" (সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩৯)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

সদকা বা যাকাত দিলে যে সম্পদ কখনো কমে না, সে বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অকাট্য কসম:

عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ ...مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ"

অনুবাদ: হযরত আবু কাবশাহ আল-আনমারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন—"আমি তিনটি বিষয়ের ওপর কসম খাচ্ছি... তার প্রথমটি হলো—সদকা বা যাকাত প্রদানের কারণে কোনো বান্দার সম্পদ কখনো কমে না।" (সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং: ২৩২৫; মুসনাদে আহমদ)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

বারাকাহ এবং সামষ্টিগত বৃদ্ধি: ফিকহী ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাত সম্পদকে দুইভাবে বৃদ্ধি করে। প্রথমত, আধ্যাত্মিকভাবে—যাকাত দিলে আল্লাহ সম্পদে 'বারাকাহ' বা কল্যাণ বাড়িয়ে দেন, ফলে সম্পদ অপচয় ও মুসিবত থেকে বাঁচে। দ্বিতীয়ত, সামষ্টিকভাবে—যাকাতের টাকা যখন গরীবের হাতে যায়, তখন বাজারে কেনাকাটা ও পণ্যের চাহিদা বাড়ে। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য চাঙ্গা হয় এবং পরোক্ষভাবে ধনীদের সম্পদ আরও বেশি বৃদ্ধি পায়।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাঈ — ইমাম কাসানী (রহ.), ২য় খণ্ড, লুগাতুয যাকাত (যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ: প্রবৃদ্ধি)।
হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ — শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.), যাকাতের অর্থনৈতিক প্রভাব অধ্যায়।

৫.৮ যাকাত ধনীদের পরিশোধিত (পরিশুদ্ধ) করে (Zakat Purifies the Souls of the Rich)

যাকাত কেবল সম্পদকেই পবিত্র করে না, বরং এটি যাকাতদাতার মনস্তত্ত্ব এবং আত্মাকেও পরিশুদ্ধ করে। মানুষের একটি সহজাত প্রবণতা হলো সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত মোহ এবং কৃপণতা (শুহ্)। সম্পদ যখন কেবল নিজের কাছে জমা হতে থাকে, তখন মানুষের ভেতরে স্বার্থপরতা, অহংকার ও নিষ্ঠুরতা দানা বাঁধে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা.)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করবেন।" নিজের প্রিয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেওয়ার এই নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে ধনীদের অন্তর থেকে লোভ, লালসা ও সম্পদের অহংকার দূর হয়ে যায় এবং সেখানে জন্ম নেয় দয়া, সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতাবোধ। ফলে একজন ধনী ব্যক্তি আত্মিকভাবে একজন প্রকৃত মানবিক ও পরিশুদ্ধ মুমিনে পরিণত হন।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

মানুষের ভেতরের কৃপণতা ও লোভ থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই আত্মিক পরিশুদ্ধি আসে:

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অনুবাদ: "আর যাদেরকে মনের কার্পণ্য ও কৃপণতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই মূলত সফলকাম।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৯)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

কৃপণতা যে মানুষের আত্মিক ও সামাজিক ধ্বংসের মূল কারণ, সে বিষয়ে সতর্কবাণী:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" :وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ"

অনুবাদ: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—"তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্বংস করে দিয়েছে।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ২৫৭৮)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

মনস্তাত্ত্বিক পরিশুদ্ধি: হানাফী ফকীহগণের মতে, যাকাত কেবল একটি বাইরের ট্যাক্স বা কর নয়; এটি ধনীদের ভেতরের 'নফস' বা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার মহৌষধ। মানুষ স্বভাবগতভাবেই সম্পদের প্রতি মোহগ্রস্ত থাকে। প্রতি বছর নিয়ম করে নিজের কষ্টের উপার্জিত টাকা যখন সে কোনো প্রতিদান ছাড়া গরীবকে দিয়ে দেয়, তখন তার অন্তর থেকে 'কার্পণ্য' (بخل), 'অহংকার' (كبر) এবং 'দুনিয়া প্রীতি' দূর হয়। ধনী ব্যক্তি একজন দয়াশীল, নম্র ও খোদাভীরু মানুষে রূপান্তরিত হয়।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

ইহয়াউ উলুমিদ্দীন — ইমাম গাযালী (রহ.), ১ম খণ্ড, কিতাবু আসরারিজ যাকাত (যাকাতের আত্মিক রহস্য)।

আহকামুল কুরআন — ইমাম জাসসাস হানাফী (রহ.), সূরা তাওবাহর ১০৩ নম্বর আয়াতের তাফসীর।

৫.৯ যাকাত মানুষকে অর্থনৈতিক পাপ থেকে রক্ষা করে (Zakat Shields Against Economic Sins)

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষ যেসব পাপে লিপ্ত হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো—সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা (হোর্ডিং বা احتكار), সুদের কারবার, সমাজে অবৈধ বৈষম্য তৈরি এবং গরীবের হক আত্মসাৎ করা। ইসলামে ধনীদের উদ্বৃত্ত সম্পদে দরিদ্রদের যে অধিকার বা অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তা আদায় না করা একটি বড় ধরণের আর্থিক অপরাধ ও গুনাহ। যাকাত ব্যবস্থা সমাজে ধনীদের এই অর্থনৈতিক পাপ থেকে ঢাল হিসেবে রক্ষা করে। নিয়মিত ও সঠিক নিয়মে যাকাত আদায়ের ফলে সমাজে কালোটাকার পাহাড় গড়ার মানসিকতা হ্রাস পায় এবং পুঞ্জীভূত অর্থ অলস বসে না থেকে উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত হতে বাধ্য হয়। সর্বোপরি, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে

বান্দা পরকালের ভয়াবহ আযাব এবং দুনিয়াবী আর্থিক বিপর্যয় থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে, যা তাকে সামগ্রিক অর্থনৈতিক অপরাধ ও পাপ থেকে দূরে রাখে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা এবং পুঞ্জীভূত করার অর্থনৈতিক পাপের ভয়ংকর পরিণতি:
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
অনুবাদ: "আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত (জমা) করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় (যাকাত আদায়) করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন।" (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৪)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

যাকাত আদায় না করলে সম্পদ যে পাপের বোঝায় পরিণত হয়, তার বর্ণনা:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ"
অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—"আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু সে তার যাকাত আদায় করেনি, কেয়ামতের দিন তার সম্পদকে একটি বিষাক্ত টেকো সাপের রূপ দেওয়া হবে, যার চোখের ওপর দুটি কালো দাগ থাকবে। সাপটি তার গলায় বেড়ি হয়ে পেঁচিয়ে যাবে এবং তার দুই চোয়ালে দংশন করবে।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ১৪০৩)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

অর্থনৈতিক পাপের প্রতিরোধক: হানাফী ফিকহের সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে—যাকাত ব্যবস্থা সমাজকে মূলত তিনটি বড় অর্থনৈতিক পাপ থেকে রক্ষা করে: ১. সুদের বিস্তার (Usury): যাকাত চালু থাকলে অভাবী মানুষ সুদের খপ্পরে পড়ে না। ২. মজুদদারী (Hoarding): সম্পদ জমিয়ে রাখলে যাকাত দিতে হয় বলে ধনীরা টাকা অলস ফেলে না রেখে উৎপাদনে খাটায়। ৩. চুরি-ডাকাতি ও সামাজিক ক্ষোভ: গরীবরা যখন তাদের হক পেয়ে যায়, তখন ধনীদের প্রতি তাদের ক্ষোভ ও হিংসা দূর হয়, ফলে সমাজে অপরাধমূলক অর্থনৈতিক পাপ কমে যায়।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-হেদায়া — ইমাম মারগিনানী (রহ.), ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, সূচনা অনুচ্ছেদ।
হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ — শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.), 'باب أسرار الزكاة' (যাকাতের গূঢ় রহস্য পরিচ্ছেদ)।

ষষ্ঠ অধ্যায়: যাকাত বনাম সুদ (Zakat vs. Interest: An Economic Comparison)

ষষ্ঠ অধ্যায়টি এই থিসিসের চূড়ান্ত, তাত্ত্বিক এবং সবচেয়ে জোরালো বৈশ্লেষণিক (Analytical) অধ্যায়। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে যাকাতের নিজস্ব স্বকীয়তা ও কার্যকারিতা আলোচনার পর, এই অধ্যায়ে এসে ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের সাথে প্রচলিত বা পুঁজিবাদী (Capitalist) অর্থব্যবস্থার একটি তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ করা হবে।

ইসলামী অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো যাকাত (যা সম্পদকে বিকেন্দ্রীকরণ ও গতিশীল করে), আর প্রচলিত প্রথাবদ্ধ অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো সুদ (যা সম্পদকে একীভূত ও স্থবির করে)। এই অধ্যায়ে কোনো রকম অন্ধ অনুকরণ ছাড়াই, আধুনিক অর্থনীতির নিজস্ব পরিভাষা ও তত্ত্বের আলোকে প্রমাণ করা হবে কীভাবে সুদ মানবজাতিকে অর্থনৈতিক দাসত্বের দিকে ঠেলে দেয় এবং তার বিপরীতে যাকাত কীভাবে একটি মানবিক, সচল ও শোষণহীন অর্থনৈতিক বিকল্প গড়ে তোলে।

- **যাকাত ও সুদের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক পার্থক্য:**

যাকাত হলো 'পদ্ধতিগত ত্যাগ ও সহযোগিতা' (Cooperation) যেখানে ধনীর লাভ থেকে একটি অংশ গরিবের কাছে যায়। অন্যদিকে, সুদ হলো 'শোষণ ও ঝুঁকিহীন মুনাফা' (Exploitation) যেখানে গরিবের বা উদ্যোক্তার পকেট থেকে টাকা ধনীর ঘরে আসে।

পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বাকারার ২৭৬ নম্বর আয়াতের—"আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং দান-সদকাকে বৃদ্ধি করেন"—এই চিরন্তন সত্যটির আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা।

- **ব্যক্তি ও সমাজের ওপর সুদের নেতিবাচক প্রভাব:**

সুদ সমাজে চরম ধনী ও চরম দরিদ্রের সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক বৈষম্য (Income Inequality) জ্যামিতিক হারে বাড়িয়ে দেয়। ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে ব্যক্তি ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর দেউলিয়া হওয়ার মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক কুফল।

- **ব্যক্তি ও সমাজের ওপর যাকাতের ইতিবাচক প্রভাব:**

যাকাত সমাজে একচেটিয়া পুঁজি গঠন (Monopoly) ভেঙে দেয় এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য পুঁজির জোগান নিশ্চিত করে।

সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থায় যাকাত উৎপাদনশীল খাতে (Productive Sector) বিনিয়োগ বাড়াতে বাধ্য করে, কারণ টাকা অলস বসিয়ে রাখলে যাকাতের কারণে তা প্রতি বছর কমতে থাকবে।

- **সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেলের তুলনা (Macroeconomic Comparison):**

সুদভিত্তিক অর্থনীতি: কৃত্রিম মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক মন্দা (Recession) এবং কাগজের মুদ্রার অবমূল্যায়নের চক্র।

যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি: সামাজিক নিরাপত্তা, প্রকৃত উৎপাদনমুখী প্রবৃদ্ধি, মুদ্রার গতিশীলতা (Velocity of Money) এবং মুদ্রাস্ফীতিমুক্ত স্থিতিশীল বাজার।

৬.১ যাকাত ও সুদের ধারণাগত এবং মৌলিক বৈসাদৃশ্য (Conceptual and Fundamental Contrasts)

ইসলামী অর্থনীতির দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ও মৌলিক স্তম্ভ হলো যাকাত এবং সুদ (রিবা)। ধারণাগত দিক থেকে এদের মধ্যকার বৈসাদৃশ্য আকাশ-পাতাল। যাকাত হলো একটি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ আর্থিক ইবাদত, যেখানে ধনী ব্যক্তি কোনো প্রকার জাগতিক প্রতিদান বা মুনাফার আশা ছাড়াই তার উদ্বৃত্ত সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্রকে হস্তগত করে দেয়। পক্ষান্তরে, সুদ হলো একটি শোষণমূলক চুক্তি, যেখানে অর্থদাতা কোনো শ্রম বা ঝুঁকি না নিয়ে কেবল সময়ের বিনিময়ে গ্রহীতার কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করে। যাকাত আবর্তিত হয় ত্যাগ, সহানুভূতি ও সামাজিক দায়বদ্ধতাকে কেন্দ্র করে; আর সুদ আবর্তিত হয় চরম স্বার্থপরতা, লোভ ও পুঁজির একচেটিয়া আধিপত্যকে কেন্দ্র করে। থিসিসের এই সূচনায় অর্থনৈতিক দর্শনের এই দুটি পরস্পরবিরোধী ধারণার মৌলিক বৈসাদৃশ্য ও কাঠামোগত ভিন্নতা বিশদভাবে উন্মোচন করা হয়েছে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

যাকাত ও সুদের মনস্তাত্ত্বিক ও কাঠামোগত পার্থক্যকে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত জোরালোভাবে স্পষ্ট করেছেন:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

অনুবাদ: "তা এজন্য যে, তারা বলে—ব্যবসা তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৭৫)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

সুদের ক্ষুদ্রতম অংশও যে কতটা জঘন্য এবং তা যাকাত বা সদকার সম্পূর্ণ বিপরীত, তা হাদিসে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" :الرِّبَا
"ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا "وفي رواية" :إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—"সুদের (পাপের) তিয়াত্তরটি দরজা রয়েছে... আর সুদ দ্বারা সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, তার শেষ পরিণতি হচ্ছে সংকীর্ণতা বা ধ্বংস।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং: ২২৭৯; মুস্তাদরাকে হাকিম)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

হানাফী ফিকহ এবং ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে যাকাত ও সুদের মধ্যে তিনটি মৌলিক বৈসাদৃশ্য রয়েছে:

শ্রম ও ঝুঁকির বনাম অলস পুঁজি: যাকাত ও সাধারণ ব্যবসায় পুঁজির সাথে মানুষের শ্রম, মেধা এবং লাভ-লোকসানের ঝুঁকি (Risk-sharing) জড়িত থাকে। পক্ষান্তরে, সুদে পুঁজিদাতার কোনো ঝুঁকি থাকে না; সে অলস বসে থেকে ঋণগ্রহীতার ওপর জুলুমের মাধ্যমে নিশ্চিত মুনাফা দাবি করে।

সহযোগিতা বনাম শোষণ: যাকাত হলো দাতার পক্ষ থেকে গ্রহীতাকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা (পারস্পরিক সহযোগিতা), যেখানে কোনো প্রতিদান আশা করা হয় না। আর সুদ হলো গ্রহীতার বাধ্যবাধকতা ও বিপদের সুযোগ নিয়ে তার কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ চুষে নেওয়া (আর্থিক শোষণ)।

মালিকানার ধরন: যাকাত দিলে সম্পদের ওপর থেকে দাতার মালিকানা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গরীবের একক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুদে গ্রহীতা টাকার মালিক হলেও তাকে আসলসহ অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেওয়ার আইনি গ্যাঁড়াকলে বন্দি থাকতে হয়।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

কিতাবুল আমওয়াল — ইমাম আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সাল্লাম (রহ.), কিতাবুর রিবা ওয়ায যাকাত।
সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং — মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী, ১ম খণ্ড, সুদের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ পরিচ্ছেদ।

৬.২ সম্পদে বরকত ও ধ্বংসের নিয়ামক: আল-কুরআনের আলোকে যাকাত ও সুদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Barakah vs. Destruction: A Comparative Qur'anic Analysis)

পবিত্র আল-কুরআনে যাকাত ও সুদের তুলনামূলক আলোচনা অত্যন্ত তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক গভীরতার সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুদকে সম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং যাকাতকে সম্পদের হ্রাস মনে হলেও, কুরআন এই ধারণাকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছে। সূরা আল-বাকারার ২৭৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং সদকাকে (যাকাতকে) বৃদ্ধি করেন।" কুরআনিক এই দর্শনের মূল কথা হলো—সুদ সাময়িকভাবে সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটালেও তা সমাজ থেকে শান্তি, নৈতিকতা ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব কেড়ে নেয় এবং চূড়ান্তভাবে তা ধ্বংসের কারণ হয়। অপরদিকে, যাকাত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভেতরে বরকত বা অদৃশ্য প্রবৃদ্ধির সঞ্চার করে, যা সমাজকে আর্থিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

যাকাত দিলে সম্পদ বাড়ে এবং সুদ নিলে সম্পদ আত্মিকভাবে ও বাহ্যিকভাবে ধ্বংস হয়, এটি আল্লাহর একটি চিরন্তন মহাজাগতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ম:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

অনুবাদ: "আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন (ধ্বংস) করেন এবং সদকাকে (যাকাতকে) বৃদ্ধি করেন। আর আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৭৬)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

অনুবাদ: "আর মানুষের ধন-সম্পদে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাকো, বাস্তবে তারাই নিজেদের সম্পদ বহুগুণ বৃদ্ধি করে।" (সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩৯)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

সুদ যে মানুষের শুধু সম্পদ নয়, বরং সমাজকে মহামারীর দিকে ঠেলে দেয়, তা হাদিসে এসেছে:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِذَابَ اللَّهِ

অনুবাদ: হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—"যখন কোনো সম্প্রদায়ের মাঝে সুদ ও ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে, তখন তারা নিজেদের ওপর আল্লাহর আযাবকে অবধারিত করে নেয়।" (মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং: ৩৮০৯; আবু ইয়ালা)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

মাহাক বা ধ্বংসের ফিকহী তাত্ত্বিক রূপ: হানাফী ফকীহগণ এবং মুফাসসিরগণ আয়াতে বর্ণিত 'মাহাক' (নিশ্চিহ্নকরণ) এবং 'ইরবা' (প্রবৃদ্ধি) এর ব্যাখ্যায় বলেন—সুদের টাকা বাহ্যিক গণনায় বা ব্যাংকের খাতায় অনেক বেশি মনে হলেও, আল্লাহ তায়ালা সুদের সম্পদ থেকে 'বারাকাহ' বা কল্যাণ পুরোপুরি তুলে নেন। সুদের কারণে সমাজে যুদ্ধ, মহামারী, পারিবারিক অশান্তি, ব্যবসায় আকস্মিক ধস এবং আখেরাতের কঠিন শাস্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে।

যাকাতের বারাকাহ: অপরদিকে, যাকাত দিলে বাহ্যিকভাবে নিজের পকেট থেকে আড়াই শতাংশ টাকা কমে যাচ্ছে মনে হলেও, এর মাধ্যমে আল্লাহ সম্পদে এমন অদৃশ্য বরকত

দান করেন যে, সম্পদ চুরি, ডাকাতি, অগ্নিকাণ্ড বা লোকসান থেকে বেঁচে যায় এবং সামাজিক শান্তি নিশ্চিত হয়।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আহকামুল কুরআন — ইমাম আবু বকর জাসসাস হানাফী (রহ.), ৩য় খণ্ড, সূরা বাকারার সুদের আয়াতের আইনি ব্যাখ্যা।
মাআরিফুল কুরআন — মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.), ১ম খণ্ড, 'সুদ বনাম সদকা' উপপরিচ্ছেদ।

৬.৩ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সুদের কুফল বনাম ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাতের সুফল (Evils of Interest in Capitalism vs. Benefits of Zakat in Islamic Economy)

আধুনিক পুঁজিবাদী (Capitalist) অর্থব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি হলো সুদ, যার নেতিবাচক প্রভাব সমকালীন বিশ্বে স্পষ্ট। সুদের কারণে সমাজে ঋণগ্রস্ততা বৃদ্ধি পায়, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা দেউলিয়া হয় এবং কৃত্রিম মুদ্রাস্ফীতি তৈরি হয়; যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে ঝুঁকিতে ফেলে। বিপরীতপক্ষে, ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম মূল ভিত্তি হলো যাকাত, যা একটি কল্যাণমুখী ও সুষম অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরি করে। পুঁজিবাদ যেখানে পুঁজিকে অলস বসিয়ে রেখে সুদের মাধ্যমে ধনীকে আরও ধনী করার সুযোগ দেয়, ইসলাম সেখানে যাকাতের বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে অলস পুঁজিকে বাজারে বিনিয়োগ করতে বাধ্য করে। এই টপিকটি মূলত পুঁজিবাদের কাঠামোগত শোষণের বিপরীতে ইসলামী যাকাত ব্যবস্থার মানবতাবাদী ও কল্যাণকর সুফলসমূহ তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে এবং সমাজে জুলুম প্রতিরোধে আল্লাহর কঠোর হুঁশিয়ারি:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও। আর যদি তোমরা তা না করো, তবে আল্লাহ ও

তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৭৮-২৭৯)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

সুদভিত্তিক সমাজ গঠনে সামান্যতম সহযোগিতা করাও যে অভিশপ্ত পাপ, তা রাসুলুল্লাহ (সা.) স্পষ্ট করেছেন:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ" :لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ :هُمْ سَوَاءٌ

অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—"রাসুলুল্লাহ (সা.) সুদের খাদক (গ্রহণকারী), সুদ দাতা (প্রদানকারী), সুদের হিসাব লেখক এবং তার সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ দিয়েছেন এবং বলেছেন—পাপের দিক থেকে তারা সবাই সমান।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৫৯৮)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

পুঁজিবাদের সুদী কুফল: আধুনিক পুঁজিবাদী (Capitalist) অর্থনীতি গড়ে উঠেছে সুদের ওপর ভিত্তি করে। এর কুফল হলো, ধনী ব্যক্তিরা কোনো ঝুঁকি না নিয়ে আরও ধনী হতে থাকে এবং দরিদ্র উদ্যোক্তারা সুদের কিস্তি দিতে দিতে দেউলিয়া হয়ে যায়। এটি সমাজে মুদ্রাস্ফীতি (Inflation), কৃত্রিম সংকট এবং অর্থনৈতিক মন্দা তৈরি করে।

ইসলামী অর্থনীতির যাকাতভিত্তিক সুফল: ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি হলো যাকাত। যাকাত ব্যবস্থার সুফল হলো, এটি অলস পুঞ্জীভূত মালের ওপর ২.৫% ট্যাক্স ধার্য করে ধনীকে বাধ্য করে টাকা অলস ফেলে না রেখে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে হালাল ব্যবসায় বা শিল্পে খাটাতে। এর ফলে বাজারে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, উৎপাদন বাড়ে এবং সুদমুক্ত একটি ইনসাফভিত্তিক গতিশীল বাজার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাঈ — ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী (রহ.), কিতাবুল বুয়ূ ও কিতাবুর রিবা পরিচ্ছেদ।

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন — ড. মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, পুঁজিবাদ বনাম ইসলামী অর্থনীতি।

৬.৪ সম্পদ কুক্ষিগতকরণ (Concentration of Wealth) বনাম সম্পদের সুষম বণ্টন: সমাজ ও রাষ্ট্রে উভয় ব্যবস্থার প্রভাব (Concentration vs. Equitable Distribution of Wealth)

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক সংকট হলো মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে সম্পদের পাহাড় জমা হওয়া বা সম্পদ কুক্ষিগতকরণ (Concentration of Wealth)। সুদী ব্যবস্থা পুঁজিকে একমুখী করে তোলে, যার ফলে সমাজের অধিকাংশ সম্পদ গুটিকয়েক ধনকুবেরের পকেটে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তৃণমূল মানুষ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ইসলাম এই ব্যবস্থার চিরতরে অবসান ঘটাতে চায়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।" যাকাত হলো এই সম্পদ কুক্ষিগতকরণের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক। এটি ধনীদের হাত থেকে সম্পদের প্রবাহকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের দিকে চালিত করে সমাজে 'সম্পদের সুষম বণ্টন' নিশ্চিত করে। এই দুই ব্যবস্থার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে যে চরম বৈষম্য বনাম সামাজিক ভারসাম্য তৈরি হয়, তা এই অংশের মূল আলোচ্য বিষয়।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

সম্পদ যেন সমাজের নির্দিষ্ট গুটিকয়েক ধনীর হাতে জিম্মি হয়ে না পড়ে, সেজন্য পবিত্র কুরআনের মূল অর্থনৈতিক অনুশাসন:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

অনুবাদ: "যাতে সম্পদ তোমাদের মধ্যকার শুধু ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত (কুক্ষিগত) না হয়। আর রাসুল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো, এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত: etiquette ৭)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

সমাজে সম্পদ আটকে রাখা বা কুক্ষিগত করার মানসিকতাকে কঠোরভাবে দমন করার নির্দেশ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" :مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ "حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ

অনুবাদ: হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—"যার কাছে অতিরিক্ত বাহন বা সম্পদ আছে, সে যেন তা বাহনহীন (অভাবী) ব্যক্তিকে দিয়ে সাহায্য করে। আর যার কাছে অতিরিক্ত খাদ্য বা পাথেয় আছে, সে যেন তা খাদ্যহীন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়।" বর্ণনাকারী বলেন, নবীজী (সা.) এভাবে সম্পদের অতিরিক্ত অংশ বিলিয়ে দেওয়ার তাগিদ দিতে থাকলেন, যার ফলে আমাদের মনে হলো যে অতিরিক্ত সম্পদের ওপর আমাদের কোনো অধিকারই নেই। (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৭২৮)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা

সমাজ ও রাষ্ট্রে সুদের প্রভাব (কুক্ষিগতকরণ): সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সমাজকে দুটি চরম শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেয়—১. অতি ধনী এবং ২. অতি দরিদ্র। সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে কুক্ষিগত (Concentration of Wealth) হয়ে যায়। এর ফলে সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এবং ধনীদের প্রতি দরিদ্রদের চরম সামাজিক ক্ষোভ ও হিংসা ছড়িয়ে পড়ে, যা সামাজিক নিরাপত্তাকে ধ্বংস করে।
সমাজ ও রাষ্ট্রে যাকাতের প্রভাব (সুষম বণ্টন): হানাফী ফিকহে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সম্পদকে নিচুতলার মানুষের দিকে প্রবাহিত (Equitable Distribution) করা হয়। যাকাত ধনীদের পকেট থেকে টাকা বের করে সরাসরি সমাজের দরিদ্র, এতিম ও বিধবাদের হাতে পৌঁছে দেয়। এর ফলে সমাজে ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হয় এবং ধনী-দরিদ্রের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সামাজিক ভ্রাতৃত্বের এক চমৎকার সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি হয়।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ — শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.), ২য় খণ্ড, 'বাবুত তাআযুন ফিল ইত্তিসাদ' (অর্থনৈতিক ভারসাম্য অনুচ্ছেদ)।
ইসলামী অর্থনীতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ — ড. এম এ মান্নান, সম্পদ বণ্টন অধ্যায়।

৬.৫ সুদমুক্ত কল্যাণমুখী অর্থনৈতিক সমাজ বিনির্মাণে যাকাত ব্যবস্থার ভূমিকা (উপসংহার) (Conclusion: Role of Zakat in Constructing an Interest-free Welfare Society)

এই টপিকটি মূলত পুরো ষষ্ঠ অধ্যায়ের একটি সারসংক্ষেপ বা উপসংহারমূলক আলোচনা। একটি শোষণমুক্ত, সুদমুক্ত এবং মানবিক কল্যাণকামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করতে হলে যাকাত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। সুদভিত্তিক অর্থনীতি মানব সমাজকে যে শ্রেণীসংগ্রাম, হতাশা ও কৃত্রিম দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে, তা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো যাকাতের ইনসাফভিত্তিক মডেল। যাকাত কেবল দরিদ্রের ক্ষুধা মেটায় না, বরং এটি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে উৎপাদন খাকে সচল করে এবং সুদবিহীন ক্ষুদ্র ঋণের বিকল্প হিসেবে কাজ করে। চূড়ান্ত মূল্যায়নে বলা যায়, যাকাত হলো একটি শান্তিময় ও সাম্যবাদী অর্থনৈতিক সমাজ বিনির্মাণের শাশ্বত নিয়ামক, যা মানবজাতিকে ইহজাগতিক স্বস্তি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

শরিয়তের সামগ্রিক বিধান মানার মাধ্যমে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

অনুবাদ: "আর যদি সেইসব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি অবশ্যই তাদের ওপর আসমান ও যমীনের বরকতের দুয়ারসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৯৬)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

যাকাতভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্রের বাস্তব রূপ কেমন হয়, তার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক হাদিস:

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا"

অনুবাদ: হযরত হারেসা ইবনে ওয়াহব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি—"তোমরা সদকা বা যাকাত আদায় করো। কারণ তোমাদের

ওপর এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষ তার যাকাতের টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মতো (দরিদ্র) কোনো মানুষ খুঁজে পাবে না।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ১৪১১; সহীহ মুসলিম)

- হানাফী মাযহাবের বিধান ও মাসআলা / একাডেমিক উপসংহার

যাকাত ব্যবস্থার চূড়ান্ত রূপরেখা: থিসিসের এই সমাপনী অংশে হানাফী ফিকহ ও আধুনিক অর্থনীতির তুলনামূলক পর্যালোচনায় এটি প্রমাণিত হয় যে—সুদ হলো একটি সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু ও নীতিহীন করার হাতিয়ার, আর যাকাত হলো একটি সমাজকে শোষণমুক্ত ও কল্যাণমুখী (Welfare State) করার ঐশ্বরিক সমাধান।

বাস্তব সমাধান: খলিফা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.)-এর আমলে এই যাকাত ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ কার্যকর করার ফলেই মাত্র আড়াই বছরের মাথায় পুরো রাষ্ট্রে যাকাত নেওয়ার মতো কোনো গরীব মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়নি। অতএব, বর্তমান আধুনিক বিশ্বকে সুদের ভয়াল থাবা, ঋণের দাসত্ব এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে হলে যাকাত ব্যবস্থাকে কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক ও সামষ্টিক স্তরে হানাফী ফিকহের সুনির্দিষ্ট মাসআলার আলোকে বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য। এটিই একটি সুদমুক্ত, ভারসাম্যপূর্ণ ও শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণের একমাত্র বাস্তবসম্মত পথ।

- বইয়ের রেফারেন্স ও একাডেমিক লিখনী

আল-হেদায়া — ইমাম বুরহানুদ্দিন আল-মারগিনানী (রহ.), ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত (সমাপনী বক্তব্য)।

ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের ভূমিকা — ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ২য় খণ্ড, যাকাত ও আধুনিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান পরিচ্ছেদ।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ